ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-259 ■ 29 June, 2025 ■ আগরতলা ২৯ জুন, ২০২৫ ইং ■ ১৩ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সাইবার ক্রাইম থানা উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী

সাইবার অপরাধ থেকে মানুষকে সুরক্ষা দিতে পুলিশের কার্য প্রণালিতে পরিবর্তন জরুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। বর্তমান সময়ে সাইবার অপরাধ একটি অন্যতম আলোচ্য বিষয়। রাজ্যের বহু মানুষ সাইবার অপরাধের শিকার হয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। এ ধরনের অপরাধ থেকে সাধারণ মানুষকে সুরক্ষা দিতে আরক্ষা বাহিনীর কার্যপ্রণালীতেও পরিবর্তন আনা জরুরি হয়ে পড়েছে। আজ অরুন্ধতীনগরের ড্রপগেইটে সাইবার ক্রাইম পুলিশ থানার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাইবার অপরাধে আরক্ষা বাহিনীকে একপ্রকার ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। এক্ষেত্রে অপরাধীদের সনাক্তকরণ খুবই কঠিন। সেজন্য আরক্ষা বাহিনীর আধিকারিক সহ অন্যান্য কর্মীদের এই ধরনের অপরাধের তদন্তের বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। ইতিমধ্যেই আরক্ষা দপ্তরের অনেককেই এই বিষয়ে বহিরাজ্য থেকে প্রশিক্ষিত করিয়ে আনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রযুক্তি ব্যবহারের ভালো দিকের পাশাপাশি খারাপ দিকও রয়েছে। সাইবার অপরাধীরা প্রযুক্তিকে নেতিবাচক ক্ষেত্রেই ব্যবহার করছে। সাইবার অপরাধীরা রাজ্যকে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে। তাই আরক্ষা দপ্তরকে এ সমস্ত অপরাধীদের বিরুদ্ধে সচেতন ও শক্তভাবে মোকাবিলা করতে হবে। সাইবার অপরাধের শিকার হলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশি সহায়তা নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান। এক্ষেত্রে তিনি টোল ফ্রি নম্বর ১১২ কিংবা ১৯৩০-এ সাইবার অপরাধের অভিযোগ জানানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছেন। রাজ্য সরকারও সেই দিশায় কাজ করছে। এই সাইবার ক্রাইম পুলিশ থানা দক্ষতার ছাপ রেখে সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনে সক্ষম হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে রাজ্যে ড্রাগস পাচার নিয়েও সতর্ক থাকার আহ্বান রাখেন। এক্ষেত্রে রাজ্যকে যাতে ড্রাগস পাচারকারীরা করিডোর হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে সেদিকে নজর রাখতে বলেন। তিনি বলেন, প্রযুক্তিকে কাজে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস একে অপরের দোসর ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। কমিউনিস্ট এবং কংগ্রেস ভারতের সংবিধান, কৃষ্টি, সংস্কৃতি কিছুই মানে না। কিন্তু হাস্যকর ব্যাপার তাঁরাই আবার সংবিধানের দোহাই দেয়। আজ ভারতীয় জনতা পার্টির শহর সদর জেলার উদ্যোগে নজরুল কলাক্ষেত্রে এক সেমিনারের বাম কংগ্রেস বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন সাংসদ বলেন, জরুরি অবস্থা ঘোষণার মত কোনো পরিস্থিতি না থাকা সত্বেও শুধু মাত্রই ব্যক্তিগত কারনে ইন্দিরা গান্ধী ইমার্জেন্সি ঘোষণা করেন। একমাত্র নিজের অহংকারের কারণে স্বাধীন ভারতে এক কালো ইতিহাস রচনা করে গেছেন। তিনি নিজের ছেলের সাথে পরামর্শ করে দেশে ইমার্জেন্সি ঘোষণা করেন। এদিকে, ত্রিপুরায় কমিউনিস্টরা ৩৫ বছর ক্ষমতার দম্ভে রাজ্যের মানুষের সমস্ত অধিকার খর্ব করেছে। বিগত দিনের বাম আমলে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে কিছুই ছিল না। দলের নির্দেশ ছাড়া কিছুই করা যেত না।

এদিন তিনি আরও বলেন, হাস্যকর ব্যাপার কমিউনিস্ট এবং কংগ্রেস একে অপরকে দোষারোপ করে। কিন্তু তাঁরাই এনএলএফটি ও এটিটিএফ সৃষ্টি করছে। কমিউনিস্ট এবং কংগ্রেস ভারতের সংবিধান, কৃষ্টি, সংস্কৃতি কিছুই মানে না। কিন্তু কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টরাই আবার সংবিধানের দোহাই দেয়। কিছুদিন ধরে আচমকাই কমিউনিস্টের নেতৃত্বরা জ্যোতিষী হয়েছেন। ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পুনরায় সিপিএমের সরকার ক্ষমতায় আসবে বলে দাবি করছেন।

তিনি আরও বলেন, যারা সংবিধান নিয়ে বেশী ঘুরে বেড়ায় তারাই সংবিধান হত্যা করেছে। যে ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে সংবিধানের হত্যা করা হলো, তারই নাতি রাহুল গান্ধী সংবিধান হাতে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু এর কিছুই জানেনা। কত পৃষ্ঠা আছে, তা পর্যন্তও জানেনা। প্রকৃত ইতিহাস ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জনজাতি কল্যাণে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্র ও রাজ্য ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা সকল সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে জনজাতি জনগণের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করছেন, বললেন বিদ্যুৎ ও কৃষি দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি আজ মোহনপুর আর.ডি. ব্লকের রাঙাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে "জন জাতীয় গৌরব বর্ষ — ধরতি আবা জন ভাগিদারি অভিযান" কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, "আজ এখানে সব সরকারি বিভাগকে এক সাথে নিয়ে আনা হয়েছে যাতে সমাজের প্রত্যেক শ্রেণির মানুষ কোনো অসুবিধার সম্মুখীন না হন। যেমন কেউ যদি সামাজিক ভাতা না পান, তাহলে এখানে এসে একটি ফর্ম পূরণ করলেই আমাদের আধিকারিকরা দ্রুত সেই সহায়তা পৌঁছে দেবেন।"

মন্ত্রী আরও জানান, এই ধরনের ক্যাম্পে জন্ম সনদ, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, রেশন কার্ড, এমনকি ওষুধ পর্যন্ত সরবরাহ করা হচ্ছে। স্বনির্ভর দল গুলি তাদের নিজস্ব হস্তশিল্প পণ্যের প্রদর্শনী ও বিক্রয় করছে। পাশাপাশি ফলের চারা বিতরণ করে আত্মনির্ভরতার বার্তা দেওয়া হচ্ছে।

এই অভিযান মূলত জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় সরকারি পরিষেবা শেষ প্রান্তে পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়ে আয়োজিত হয়েছে। আজকের কর্মসূচিতে বহু জনজাতি উপভোক্তাদের মধ্যে আধার কার্ড, এসটি সার্টিফিকেট, বিবাহ শংসাপত্র ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। কৃষকদের মধ্যে কৃষি যন্ত্রপাতিও বিতরণ করা হয় গ্রামীণ জীবিকা উন্নয়নের লক্ষ্যে। রতন লাল নাথ বলেন, বর্তমান সরকার প্রতিটি গ্রামে পৌঁছে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

সচল লামডিং-বদরপুর রেলপথ, পুনরায় ছুটবে ট্রেন

মালিগাঁও, ২৮ জুন ।। লামডিং ডিভিশনের অন্তর্গত লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনের জাটিংগা লামপুর ও নিউ হাফলংয়ের মাঝের ১০৮/৬-৮ কিমি এলাকা যেখানকার রেলপথ প্রবল বৃষ্টির কারণে ভূমিধ্বসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সেই অংশে রবিবার ২৯ জুন থেকে রেল চলাচল আংশিকভাবে পুনরায় শুরু হতে চলেছে। পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা এই সংবাদ জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, পুনরুদ্ধার কাজ জোরকদমে চলছে এবং ২৯ জুন দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে সীমিত সংখ্যক ট্রেন চলাচল পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত হবে। সোমবার ৩০ জুন থেকে পূর্ণমাত্রায় রেল চলাচল শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ত্রিপুরা ও বরাক উপত্যকার জন্য অত্যাবশ্যকীয় পেট্রোলিয়াম ও খাদ্যপণ্যবাহী পণ্যবাহী ট্রেনগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে চালানো হবে। এই সংক্রান্তে গুয়াহাটিতে আটকে পড়া একটি পিওএল ওয়াগন যা ধর্মনগরে আনলোড হওয়ার কথা সেটিকেও দ্রুত রওনা ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

যাত্রীবাহী বাস ও স্কুটির সংঘর্ষে মৃত্যু ব্যবসায়ীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। যাত্রীবাহী বাস এবং স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যবসায়ীর। আজ সকালে চড়িলাম পেট্রোল পাম্পের সামনে ওই মর্মান্তিক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, টিআর০১সি১৩৮৮ নম্বরের দ্রুতগামী যাত্রীবাহী বাস গাড়ির সাথে চড়িলাম পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন আগরতলা উদয়পুর সড়কে স্কুটির সংঘর্ষ হয়। ওই দুর্ঘটনায় ব্যবসায়ী চন্দন ভৌমিক রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে এবং ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। বিশালগড় দমকলকর্মীরা রক্তাক্ত অবস্থায় ব্যবসায়ী চন্দন ভৌমিককে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বর্তমানে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে মর্গে রয়েছে মৃত চন্দন ভৌমিকের দেহ।

আরও জানা গিয়েছে, মৃত ব্যবসায়ীর বাড়ি চড়িলাম ব্লকের অন্তর্গত শিখরিয়া এলাকায়। প্রত্যেক দিনের মত শনিবার সকালে স্কুটি নিয়ে দোকানের সামগ্রী নিতে আসেন। আর তখনই ঘটে এই দুর্ঘটনা। ব্যবসায়ীর মৃত্যুর খবর ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের দাবিতে পথে বসলো জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ জুন।। দীর্ঘ এক মাসেরও অধিক সময় ধরে পানীয় জলের অভাবে চরম দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছেন মুঙ্গিয়াকামী আর.ডি. ব্লকের অন্তর্গত আঠারোমুড়া পাহাড়ের ৩৫ মাইল এলাকার বাসিন্দারা। অবশেষে সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে আজ আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধে নামে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দেড় মাস আগে জাতীয় সড়কের ধারে থাকা পানীয় জলের পাইপলাইনের ওপর পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া পাথরে পাইপটি ফেঁটে যায়। তারপর থেকে বারবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে মেরামতির আবেদন জানানো হলেও প্রশাসন কিংবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলস্বরূপ, দীর্ঘদিন ধরে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন এলাকাবাসীরা। জঙ্গল থেকে বা অনেক দূরের ঝরনার জল সংগ্রহ করে দিন কাটাতে হচ্ছে বহু পরিবারকে। বিষয়টি নিয়ে বারবার অবহিত করা হলেও কোনো সাড়া না পেয়ে বাধ্য হয়েই জাতীয় সড়ক অবরোধে নামেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশবাহিনী। পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত পাইপলাইন সংস্কারের আশ্বাস দেওয়ায় অবরোধ তুলে নিয়েছেন গ্রামবাসীরা। ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার সহ আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে আমতলী থানার পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১৬.৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে। সাথে বাড়ির মালিককে আটক করা হয়েছে।

ওসি হিমাদ্র সরকার জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে মধ্য চারিপাড়া এলাকার বাসিন্দা সুরজিৎ সরকারের বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ নেশা সামগ্রী মজুত রয়েছে। ওই বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১৬.৯ গ্রাম ভর্তি শুকনো ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে আমতলী থানার পুলিশ। ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

চা বাগানে যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। সিমনার লতামিয়া চা বাগানে এক যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সিমনা বিধানসভার লতামিয়া চা বাগান এলাকায় আজ সকালে গাভী চড়াতে গিয়ে এক বয়স্ক লোক দেখতে পায় চা বাগানের মধ্যে একজন যুবক রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ওই ব্যক্তি গ্রামের সবাইকে জানায় এবং গোটা এলাকায় এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে। ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

শিশুদের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে ভারতের দৃষ্টান্ত

শূণ্য ডোজ শিশুর সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য হ্রাস

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন ।। ২০২৩ সালে ভারতের মোট জনসংখ্যার মধ্যে "শূন্য ডোজ" শিশুর শতাংশ ছিল ০.১১, যা ২০২৪ সালে কমে ০.০৬ এ দাঁড়িয়েছে। এই তথ্য জাতিসংঘ আন্তঃসংস্থা শিশু মৃত্যুহার অনুমান গোষ্ঠী ২০২৪ সালের রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে, যা শিশুদের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ভারতকে একটি বৈশ্বিক উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। এই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ভারতের সার্বজনীন টিকাকরণ কর্মসূচির ধারাবাহিক অগ্রাধিকার এবং প্রতিটি প্রয়োজনীয় শিশুর কাছে টিকা বিতরণের ওপর নিবদ্ধ প্রচেষ্টার ফল। টিকাকরণ বর্তমানে অন্যতম শক্তিশালী এবং সাশ্রয়ী জনস্বাস্থ্য কার্যক্রম। ভারতের অটল অঙ্গীকার তার সার্বজনীন টিকাকরণ কর্মসূচিতে প্রতিফলিত, যা বছরে ২.৯ কোটি গর্ভবতী মহিলা এবং ২.৬ কোটি শিশুকে (০-১ বছর) বিনামূল্যে টিকাকরণ পরিষেবা প্রদান করে। সারা দেশে স্বাস্থ্যকর্মী, আশা এবং এএনএমরা ১.৩ কোটিরও বেশি টিকাকরণ সেশন পরিচালনা করেন। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের নিরন্তর প্রচেষ্টা এবং নিবিড় বাস্তবায়নের ফলে "শূন্য ডোজ" শিশুর শতাংশ ২০২৩ সালে ০.১১ থেকে কমে ২০২৪ সালে ০.০৬ হয়েছে। স্বাস্থ্য ও কল্যাণের দিকে এই প্রচেষ্টাগুলি প্রগতিশীল থাকছে এবং চলতি বছরে "শূন্য ডোজ" শিশুর সংখ্যা আরও কমাতে নিরন্তর প্রচেষ্টা চলছে। এই অর্জনগুলির জন্য ৬ মার্চ ২০২৪ তারিখে ওয়াশিংটন ডিসি, ইউএসএ-তে আমেরিকান রেড ক্রস সদর দফতরে মিজলস অ্যান্ড রুবেলা চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার দ্বারা ভারত সম্মানিত হয়েছে। ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, মেনিনজাইটিস এবং এনসেফালাইটিসের কারণে শিশুদের মধ্যে মৃত্যুহার এবং রোগের সংখ্যা কমাতে জীবন রক্ষাকারী টিকার বর্ধিত সংখ্যার প্রভাবও স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

ইউএন-এমএমইআইজি ২০০০-২০২৩ রিপোর্ট অনুসারে, ভারতে প্রতি লাখ জীবিত জন্মে মাতৃমৃত্যুর হার ৮০, যা ১৯৯০ সালের পর থেকে ৪৮ বৈশ্বিক হ্রাসের তুলনায় ৮৬ হ্রাসকে নির্দেশ করে। সর্বশেষ এসআরএস (২০২০-২২) অনুসারে, ভারতের মাতৃমৃত্যুর হার ২০১৪-১৬ সালের ১৩০/লাখ জীবিত জন্ম থেকে কমে ২০২০-২২ সালে ৮৮/লাখ জীবিত জন্ম হয়েছে। ইউএনআইজিএমই ২০২৪ রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারত পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুহারে ৭৮ হ্রাস অর্জন করেছে, যা বৈশ্বিক হ্রাস ৬১ কে ছাড়িয়ে গেছে। এছাড়াও, নবজাতক মৃত্যুহারে ৭০ হ্রাস দেখা গেছে, যেখানে ১৯৯০-২০২৩ সালের মধ্যে বৈশ্বিক গড় ছিল ৫৪।

টিকাকরণ কভারেজ বাড়ানোর ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার পাশাপাশি, ভারতের সার্বজনীন টিকাকরণ কর্মসূচিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা সুপারিশকৃত টিকার একটি ব্যাপক পরিসর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০১৩ সাল পর্যন্ত, এই কর্মসূচিতে শুধুমাত্র ৬টি টিকা উপলব্ধ ছিল। ২০১৪ সাল থেকে, ছয়টি নতুন টিকা (নিষ্ক্রিয় পোলিও-ভাইরাস ভ্যাকসিন, রোটাভাইরাস ভ্যাকসিন, নিউমোকোকাল কনজুগেট ভ্যাকসিন, হাম-রুবেলা ভ্যাকসিন, প্রাপ্তবয়স্ক জাপানি এনসেফালাইটিস ভ্যাকসিন এবং টিটেনাস-ডিপথেরিয়া ভ্যাকসিন) কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে, ভারতের ইউআইপি-তে ১২টি টিকা-প্রতিরোধযোগ্য রোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এটি ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

আবারও দুঃসাহসিক চুরি পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৮ জুন।। ধর্মনগর মহকুমায় ফের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গৃহস্থের বাড়িতে চোরের দল হানা দিয়ে নগদ ১০ হাজার টাকা, একটি সোনার চেইন, একজোড়া সোনার কানের দুল এবং একটি সোনার আংটি নিয়ে পালিয়ে যায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গতকাল বিকেল প্রায় ৫টা নাগাদ দেওয়ানপাশা গ্রাম পঞ্চায়েতের শান্তিপাড়া এলাকার বাসিন্দা যুগমায়া ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,২৯ জুন,২০২৫ ইং
১৩আষাঢ়, রবিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বঙ্গের তৃতীয় জোটের সম্ভাবনা প্রবল !

সব ঠিক ঠাক চলিতে পশ্চিমবঙ্গে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে সি পি এমের নেতৃত্বে বামপন্থী শিবির, সি পি আই (এম এল)-লিবারেশনের মত অতি বামপন্থী শিবির পশ্চিমবঙ্গে যে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলাইয়া তৃতীয় জোটের রাস্তায় যাইবে তাহা মোটামুটি নিশ্চিত। এস ইউ সির ভূমিকা কি হইবে তাহা নিয়া নিশ্চিত নন রাজনৈতিক মহল। পশ্চিমবঙ্গে শুধু কংগ্রেস নয়, ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকি ও তাহার বিধায়ক ভাই নওশাদ সিদ্দিকির দল আই এস এফও যে কংগ্রেস-বাম-অতি বামেদের সঙ্গে হাত মিলাইবে তাহাও নিশ্চিত।২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে কেরালায় ইন্ডিয়া জোটের বড় শরিক কংগ্রেসের সঙ্গে সাজানো কুস্তি ও ম্যাচ ফিক্সিং-এর বন্ধুত্বপূর্ণ ফুটবল ম্যাচ নিয়া ইতিমধ্যে কটাক্ষে সরব গেরুয়া শিবির। কেরালায় কুস্তি আর বঙ্গে দোস্তির অভিযোগকে পাথেয় করিয়া বিজেপিও বাম বিরোধী প্রচার অভিযানে সরব। বিজেপি-তৃণমুল সেটিং তত্বের বাম প্রচার মোকাবিলায় গেরুয়া শিবির বাম-কংগ্রেসের ম্যাচ ফিক্সিংকে হাতিয়ার করিতে চলিয়াছে।

বিজেপির আশঙ্কা যে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের পর ঝুলন্ত বিধানসভা হইলে কংগ্রেস, বাম ও অতি বাম শিবির যে বিজেপিকে আটকাইতে তৃণমূলকেই সরকার গঠনে সাহায্য করিবে যে বিষয় দলীয় নেতৃত্ব নিশ্চিত। কংগ্রেস-বাম-অতি বাম ও তৃণমূলের গোপন রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে গতেরুয়া শিবিরের প্রচার কৌশল তৈরি হইতে চলিয়াছে বলিয়াই খবর। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আবার কৌশলগত কারণে কেরালায় তৃতীয়বার সি পি এম জোটের ক্ষমতা লাভ ও কংগ্রেসের পরাজয় চাইছেন। কেরালায় সামান্য সমর্থন ছাড়া বিধানসভার দলিয় প্রতিনিধির প্রবেশ ছাড়া যে বিজেপির সামনে দ্বিতীয় পথ নাই তাহা জানেন মোদী-অমিত শাহরা।অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে বাম-কংগ্রেস দোস্তি ও বিজেপি রুখিতে অতি বামেদের তীর বিজেপি বিরোধী প্রচার অভিযান মোকাবিলার ছক কষিতে চাইছে তাহা দেখিয়াই পাল্টাপ্রচার কৌশল সাজাইতে চলিয়াছে গেরুয়া শিবির। পশ্চিমবঙ্গে ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচিনে কংগ্রেস-বাম-অতি বাম-আই এস এফের সম্ভাব্য জোটের বিষয়ে চিন্তা বাড়িতেছে বিজেপির।

বাম-কংগ্রেসকে কাউন্টার করিতে তাহাতে কেরালায় বিজেপির ভাষায় সাজানো ম্যাচ ফিক্সিং কুস্তি আর পশ্চিমবঙ্গে দোস্তির প্রচার জোরালো করিতে কৌশল নিতে চলিয়াছে জোটের ক্ষমতা লাভ ও কংগ্রেসের পরাজয় চাইছেন। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে বাম-কংগ্রেস দোস্তি ও বিজেপি রুখিতে অতি বামেদের তীর বিজেপি বিরোধী প্রচার অভিযান মোকাবিলার ছক কষিতে চাইছে তাহা দেখিয়াই পাল্টা প্রচার কৌশল সাজাইতে চলিয়াছে গেরুয়া শিবির। পশ্চিমবঙ্গে ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচিনে কংগ্রেস-বাম-অতি বাম-আই এস এফের সম্ভাব্য জোটের বিষয়ে চিন্তা বাড়িতেছে বিজেপির।

বঙ্গে ক্ষমতা দখলের স্বপ্নে মসগুল গেরুয়া শিবির। কিন্তু বিজেপির অন্দর মহলেও বিধানসভা নির্বাচনের আগে নানা উদ্বেগ-আশংকা-হতাশার ছবি উঠিয়া আসিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের আগামী বিধানসভা নির্বাচন নিয়া এখন থেকেই তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে বঙ্গ রাজনীতি। রাজ্যের শাসক তৃণমূল কংগ্রেস অনেক আগে থেকে নির্বাচনী সংগঠন, কৌশল, ঘোষণাপত্র ও প্রার্থী করা নিয়া আলোচনা শুরু করিয়া দিয়াছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের পরামর্শদাতা সংস্থা আই-প্যাকও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচার কৌশল ও নির্বাচনী সংগঠন নিয়ে মাঠে নামিয়া পড়িয়াছে।

অগ্রগতি না বিপদ ? গুয়াহাটির রুক্মিণীগাঁও ফ্লাইওভারের অদৃশ্য মূল্য

গুয়াহাটি, ২৮ জুন : গুয়াহাটির ব্যস্ত জিএস রোডের কেন্দ্রস্থলে, রুক্মিণীগাঁও ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ, যাকে আধুনিক অগ্রগতির প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল, তা এখন একটি সতর্কতামূলক গল্পের মতো দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন পরিকাঠামোকে জননিরাপত্তা, স্বচ্ছতা এবং পরিকল্পনার চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিলে কী ঘটে, তারই একটি দৃষ্টান্ত এটি।

প্রতিদিন ওয়েল্ডিংয়ের কাজ থেকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ জোনাকির মতো নিচে ঝরে পড়ে, পথচারীদের চমকে দেয় এবং যানজটের মধ্যে দিয়ে যাতায়াতকারীদের বিপদ এড়িয়ে চলতে বাধ্য করে। ভারী যন্ত্রপাতির কোলাহল, গাড়ির হর্ন এবং ধুলোর আস্তরণের মধ্যে, যে মানুষদের সুবিধার জন্য এই ফ্লাইওভার তৈরি হচ্ছে, তারাই ক্রমশ নিজেদের উপেক্ষিত, বিপন্ন এবং অনশনিত বলে মনে করছেন।

প্রাথমিকভাবে এলাকার যানজট কমানোর দীর্ঘমেয়াদী সমাধান হিসেবে প্রস্তাবিত এই ফ্লাইওভার প্রকল্পটি স্বস্তি নয়, বরং বিশৃঙ্খলা নিয়ে এসেছে। স্থানীয়রা এখন সংকীর্ণ রাস্তা, অব্যবস্থাপিত যানজট, দুর্বল নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং বর্ষার বন্যায় আরও খারাপ হওয়া বিপজ্জনক পরিস্থিতির মুখোমুখি। শহুরে সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে, প্রকল্পটি সাধারণ নাগরিকদের উপর চাপ বাড়িয়ে দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

একজন নিত্যযাত্রী বলেন, 'বৃষ্টি হলে এই পুরো এলাকাটা ফাঁদে পরিণত হয়। নির্মাণ কাজ জল আটকে দেয়, রাস্তা ডুবে যায় এবং আমাদের চোখের সামনেই দুর্ঘটনা ঘটে। মনে হয় কেউ আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কথা ভাবেনি।'

বয়স্ক, শিশু, দোকানদার এবং অসংগঠিত বিক্রেতারা সকলেই একই ধরনের সংগ্রামের কথা জানাচ্ছেন। অস্থায়ী ব্যারিকেডগুলি সামান্যই সুরক্ষা প্রদান করে। বাতাসে ধুলো ওড়ে। ফুটপাত নেই। আশেপাশের ছোট ব্যবসার অর্থনৈতিক কার্যকলাপ হ্রাস পেয়েছে এবং বিকল্প রাস্তা, সঠিক নির্দেশিকা বা সুরক্ষা কভারের অভাব গভীর অবহেলাকে প্রতিফলিত করে।

এত কিছুর পরেও, ঝুঁকি কমানোর জন্য বা বাসিন্দাদের কাছ থেকে আসা বাস্তব সময়ের প্রতিক্রিয়ার সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃশ্যমান কোনো হস্তক্ষেপ নেই। অর্থবহ পরামর্শ বা যোগাযোগের অভাবে হতাশা বাড়ছে।

বিশেষজ্ঞরা যুক্তি দেন যে, ফ্লাইওভারগুলি প্রায়শই দুর্বল গণপরিবহন, দুর্বল নিষ্কাশন এবং হাঁটার সুবিধার অভাবের মতো গভীরতর অবকাঠামোগত সমস্যাগুলির সমাধান না করে কেবল বাহ্যিক স্বস্তি প্রদান করে। রুক্মিণীগাঁওয়ের ক্ষেত্রে, এটি একটি উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ার চেয়ে যেন যেকোনো মূল্যে নির্মাণ করার বিষয়ে বেশি।

যতক্ষণ না সরকার জনগণের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে নগর পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করছে, রুক্মিণীগাঁওয়ের উপরের উঁচু স্তম্ভগুলি কেবল ছায়া নয়, বরং নিচের নাগরিকদের উপর ক্রমবর্ধমান বঞ্চনার অনুভূতিও ফেলবে।

গান্ধীজির আন্দোলনের অন্যতম অস্ত্র অনশন

ড. বিমলকুমার শীট

জাতীয় আন্দোলন বিভিন্ন ধারায় চললেও গান্ধীজির নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলনের ধারাটি ছিল প্রবলতর। আন্দোলনের পাশাপাশি তাঁর অনশন ছিল অন্য এক অস্ত্র। ব্যক্তিগত স্খলন-পতনের ঘটনা থেকে শুরু করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং সরকারি অবিচার প্রভৃতি বিবিধ অকল্যাণ ও অন্যায়ের প্রতিকারে গান্ধীজি বিভিন্ন মেয়াদে অনশন করেছিলেন। প্যারেলালজি তাঁর ''মহাত্মা গান্ধী দি লাস্ট ফেজ'' গ্রন্থে ২৭টি অনশনের ন কথা উল্লেখ করেছেন। কানাইলাল দত্ত তাঁর ''গান্ধীজির অনশন'' গ্রন্থে ২৯টি অনশনের কথা বলেছেন।

অনশন হল উপবাস। ''অনাসক্তি যোগ'' এর গ্রন্থে গান্ধীজি বলেছেন বিষয় হতে মনকে শান্ত করার জন্য উপাবাসাদি আবশ্যক। ইসকল ধর্মেই উপবাসের বিধান আছে। ধর্মসাধনার এই উপায়টিকে গান্ধীজি লোকসংগ্রহের কাজে প্রয়োগ করেন। কর্মকে তিনি ব্রত বলতেন। অনশনও তাঁর * নিকট ব্রতস্বরূপ হয়ে উঠেছিল। এছাড়া তাঁর জীবনে অর্ধ-অনশন অর্থাৎ একবেলা খাওয়া কিংবা প্রয়োজনের তুলনায় কম খাদ্য গ্রহণের ঘটনাও আছে অনেক। ঘটনাচক্রে, কথা না বলা, কাজ না করাও অনশন ব্রতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এই ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৪৪ সালে। গান্ধীজি যাবতীয় কাজকর্ম প্রকাশ্যে লোকচক্ষুর সামনেই করতেন, কোথাও কোনো ব্যাপারেই বিন্দুমাত্র , গোপনীয়তা ছিল না। তবে অনশন উপবাসের আত্মিক শক্তি প্রয়োগ গান্ধীজির পূর্বেও যে ছিল তাঁর নিদর্শন রয়েছে। শোনা বা যায় হিউয়েন সাংকে তুরফানের রাজা জোর এর করে তাঁর রাজ্যে ধরে রাখেন গুরুর মর্যাদা দিয়ে। হিউয়েন সাং কিন্তু তা চাননি। তাই ন্ট অন্য কোনো উপায় না পেয়ে মুক্তির দাবিতে তিনি অন্ন-জল বর্জন করেন। চতুর্থ দিনে তাঁর জীবনসংশয় হলে রাজা তাঁকে মুক্ত করে দেন। বালক এবং বিশ বছর বয়সের জনৈক নারী অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কস্তুবার ভরা কাছে গান্ধীজি তা জানতে পেরে আশ্রমের সি পরিচালক এবং শিক্ষক হিসাবে তিনি এই গ ঘটনার জন্য নিজেকেই দায়ী করেন। কঠিন গান্ধীজির সমগ্র জীবনের বেশ কয়েকটি অনশনের কথা তুলে ধরব, যার প্রভাব ভারতীয় জনজীবনের ওপর পড়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় সহকর্মীসহ গান্ধীজি ই কারারুদ্ধ হন। তাঁর অনুপস্থিতিতে টলস্টয় ন ফার্ম বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র বিদ্যালয় । ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু যে ক'জন ছাত্র ছিল ও গান্ধীজি তাদের নিয়ে ফিনিক্সে একটি আশ্রমিক বিদ্যালয় খুললেন। এখানে দুটি প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ স্বেচ্ছায় সাত দিনের এর উপবাস এবং ৪ মাস একাহার বরণ করেন। অনশন শেষ হলে অবশ্য গান্ধীজি এর উপযোগিতা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্যকরূপে উপলব্ধি করেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু অল্প কিছুদিন পর অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এ ক্ষেত্রে গান্ধীজির পুত্র ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন। গান্ধীজি কিন্তু প্রতিকারের উপায়ের কোন পরিবর্তন করলেন না। শুধুমাত্র অনশনের কাল দ্বিগুন হল। তখনই অনশনের প্রতি তাঁর বিশ্বাস যে দৃঢ় ছিল এটা তারই অভ্রান্ত নিদর্শন। গান্ধীজির বয়স তখন ৪৫ বৎসর।

গান্ধীজি ১৯১৫ সালের গোড়াতেই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে স্থায়ীভাবে চলে আসেন। তাঁর রাজনৈতিক গুরু গোপালকৃষ্ণ গোখলের পরামর্শে সারা ভারত ঘুরে ঘুরে দেশ ও দেশবাসীর সমস্যা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এর আগে মে মাস নাগাদ ১৯১৪ সালে আমেদাবাদের কোচরবে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে এই আশ্রম নিয়ে তিনি এক সমস্যার সম্মুখীন হন। সারভেন্টস অব ইন্ডিয়া সোসাইটির অমৃতলাল ঠক্কর গান্ধীজিকে জানালেন বোম্বাইয়ের জনৈক হরিজন শিক্ষক দুদাভাই এবং স্ত্রী দানীবেন ও কন্যা লক্ষ্মী সপরিবারে আশ্রমে যোগদান করতে আগ্রহী। গান্ধীজি সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই পরিবারটিকে আশ্রমে স্থান দেন। আশ্রমে হরিজন পরিবারকে আশ্রয় দেওয়ার ফলে বর্ণ হিন্দুদের অনেকে ছোঁয়াছুঁয়ি এড়াবার জন্য খাওয়াই বন্ধ করে দেন। গান্ধীজিও তাঁদের সঙ্গে উপবাস শুরু করেন (১১ সেপ্টেম্বর ১৯১৫)। আশ্রমে হরিজন পরিবারকে স্থান দেওয়ার ব্যাপারটি সকলে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। গান্ধীজির অর্থসাহায্যকারী বন্ধুরা বেশি বাদ-প্রতিবাদে না গিয়ে অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দেন। গান্ধীজি আদর্শ-চ্যুত হবেন না বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু কিছুকাল চলবার পর তিনি কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েন। এই সময় আমেদাবাদের কাপড়কলের মালিক আম্বালাল সারাভাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ঘটনাচক্রে বছর তিনেকের মধ্যে আমেদাবাদের বস্ত্রকল শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে গান্ধীজিকে আম্বালা সারাভাইয়ের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে হয়। গান্ধীজি চারদিন অনশন করেন। ভারতের মাটিতে এইটিই ছিল সমাজ হিতকল্পে তাঁর যথার্থ অনশন ব্রত (মার্চ ১৫-১৮, ১৯১৮)।

১৯১৭ সনের শেষদিকে আমেদাবাদে প্লেগ রোগ ভয়ঙ্কর মহামারী রূপে দেখা দেয়। শ্রমিকরা প্রাণভয়ে শহর ছেড়ে চলে যেতে থাকেন। ফলে কারখানা অচল হয়ে পড়ে। তাই মালিকেরা তাঁদের মজুরি ছাড়াও টাকা প্রতি বারো আনা থেকে এক টাকা বোনাস দিয়ে শ্রমিকদের ধরে রাখেন। প্লেগ মহামারী প্রশমিত হলে মিলমালিকরা বোনাস প্রত্যাহার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তখন যুদ্ধজনিত পরিস্থিতি ও অন্যান্য কারণে যথেষ্ট মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। ফলে শ্রমিকদের বেঁচে থাকা কষ্টকর ছিল। শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। গান্ধীজি শ্রমিকদের পক্ষ নেন। গান্ধীজি চারটি শর্তে শ্রমিকদের আন্দোলন পরিচালনা করতে সমর্থ হলেন। কিন্তু মার্চের মাঝামাঝি শ্রমিকদের দুর্বলতা দেখা দিল। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলে ফেললেন, গান্ধী সাহেবের পক্ষে মোটর গাড়ি চড়ে এসে আমাদের সামনে বক্তৃতা দেওয়া খুব সোজা। ওদিকে আমরা যে অনাহারে মরছি। ''অনাহারে'' কথাটি কানে যেতে গান্ধীজি তৎক্ষনাৎ প্রতিজ্ঞা করেন ৩৫ শতাংশ মজুরী বৃদ্ধি না হওয়া অথবা সকলে চাকরি ছেড়ে চলে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি খাদ্য স্পর্শ করবেন না এবং মোটর গাড়ি চড়বেন না। শুরু হল ভারতে গান্ধীজির প্রথম সত্যিকারে লোকহিত অনশন- ১৫ মার্চ ১৯১৮। অনশনে ক'দিন গান্ধীজির দৈনন্দিন কাজকর্মের কোনো ব্যাত্যয় ঘটেনি। নিত্যকর্মের কোন প্রকার রদবদলও তিনি করেননি।

গান্ধীজির দ্বিতীয় অনশন বোম্বাইতে (৬ এপ্রিল ১৯১৯) কুখ্যাত রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে। এই উপবাস ভিন্ন ধরনের ছিল বলে গান্ধীজি স্পষ্ট করে বলেছিলেন। ওইদিন সাকালে নারী শিশুসহ শত শত হাজার হাজার মানুষ বোম্বাইয়ের চৌপট্টিতে জমায়েত হন। গান্ধীজির নেতৃত্বে সমুদ্রস্নানের পর মিছিল করে নগর পরিক্রমা করেন। বিক্রি করেন নিষিদ্ধ পুস্তক। সেদিন গান্ধীজি অনাবৃত দেহ ও নগ্নপদে ছিলেন। শেষ দিন পর্যন্ত তিনি প্রতি বৎসর ৬ এপ্রিল উপবাসী থাকতেন।

এরপর ঘটে পাঞ্জাবের জালিয়ান ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। অন্যদিকে অনসূয়া বেনকে গ্রেপ্তারের পর আমেদাবাদের ঘটনাও গুরুতর আকার ধারণ করে। শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে ইংরেজদের আক্রমণ করেন কয়েকজন ইংরেজ নিহত হন। ১৩ এপ্রিল গান্ধীজি আমেদাবাদে আসেন পরের দিন এক বিশাল জনসভার হাঙ্গামার জন্য জনসাধারণকে ভর্ৎসনা করেন। গান্ধীজি এই অন্যায় কাজের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিন দিনের অনশনব্রত গ্রহণ করেন। ওই সভায় তিনি শ্রোতাদের ২৪ ঘণ্টার অনশন করতে আহ্বান জানান। ১৯২১ সালে যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত আগমন উপলক্ষে বোম্বাইয়ে গান্ধীজির চোখের সামনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। ট্রাম পোড়ে, পুলিশও আক্রান্ত হয়, মারাও পড়ে কেউ কেউ। গান্ধীজি সুরাটে সত্যাগ্রহের আয়োজন বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়ে দাঙ্গা প্রশমিত করতে বোম্বাইয়ের জেঠামল গোবিন্দজির গৃহে অনশন করেন (১৯ নভেম্বর ১৯২১)। এই অনশনের উদ্দেশ্যে ছিল দ্বিবিধ। এক, দাঙ্গা হাঙ্গামা বন্ধ করে শান্তি সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনা এবং দুই জনগণের মধ্যে স্বীয় প্রভাব বৃদ্ধি করা। উপবাস শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা মহলে সচেতনতা দেখা দেয়। দাঙ্গাদমনের কার্যকরী উপায় উদ্ভাবনের জন্য উদগ্রীব জননেতা ও কর্মীগণ গান্ধীজির পারমর্শের জন্য আসতে আরম্ভ করলেন। ফলে অনশনের চতুর্থ দিন হিন্দু, মুসলমান, পার্শি, খ্রিস্টান সকল ধর্মের নেতৃবর্গের উপস্থিতিতে গান্ধীজি অনশন ভঙ্গ করেন। অহিংসা অসহযোহ আন্দোলন হিংসাশ্রয়ী হওয়ায় গান্ধীজি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ১৯২২ সালের ১২ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি পাঁচ দিনের অনশন ব্রত উদযাপন করেন। তখন তিনি বারদৌলিতে অনশন ভঙ্গের ষষ্ঠ দিবসে দিল্লি রওনা হন। সরকার বেপরোয়া। আমেদাবাদে গান্ধীজি পৌঁছলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি জেল কর্তৃপক্ষের কাছে কোনোরকম ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা দাবি করেননি। তাঁকে জেলে চরকা পর্যন্ত রাখতে দেওয়া হয়নি। চরকা থেকে বঞ্চিত হয়ে তিনি অনশন শুরু করেন (২২ মার্চ, ১৯২২)। কিন্তু ব্যাপারটি বেশিদূর গড়ায়নি। সন্ধ্যায় তাঁকে চরকা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পরে জনচিত্তে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা বোধ জাগ্রত করবার জন্য গান্ধীজি ১৯২৪ সনে ৪০ দিন অনশনের সঙ্কল্প করেন। অনশন শুরু হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের সূত্র অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে সারা ভারতের সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ দিল্লিতে সমবেত হলেন। এই সম্মেলন থেকে সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হয়। বিংশতি দিনে তিনি অনশন ভঙ্গ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। অতঃপর এন্ড্রুজ বাইবেল থেকে এবং বিনোবাজি উপনিষদের কিছু অংশ পড়েন। বালকৃষ্ণক্তি ''বৈষ্ণব জন তেনে'' গান্ধীজির এই প্রিয় ভজন গানটি পরিবেশন করেন। যে কোহাটের মর্মান্তিক ঘটনার বিচলিত হয়ে গান্ধীজি নিজের জীবনটাকেই অঞ্জলি ভরে উৎসর্গ করতে ব্রতী হয়েছিলেন, ইংরেজ সেখানে তাঁকে যাবার অনুমতি দিল না। পরে সবরমতী আশ্রমে আশ্রমিক বালক-বালিকার নৈতিক স্খলনের প্রতিকারে অনশন করেছিলেন (২৪/১১-৩০/১১/১৯২৫)।

এদিকে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়। গান্ধীজি দেশে ফিরে আসেন। ভারতে তখন বিস্ফোরক অবস্থা। একদিকে জাগ্রত জনতা অপর দিকে স্বৈরাচারি শাসক। গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করে যারবেদা জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি (১৯৩২ সাল) ঘোষণা করেন। এরপর গান্ধীজি লিখলেন দলিত হিন্দু সমাজের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা রদ না হলে ২০ সেপ্টেম্বর (১৯৩২) থেকে জীবনান্ত পর্যন্ত তিনি উপবাস করবেন। নির্দিষ্ট দিনে (২০ সেপ্টেম্বর ২৫ সেপ্টেম্বর) অনশন শুরু হয়। তখন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় গান্ধীজি বলেছিলেন হিন্দুধর্মের মধ্যে ত্রুটি আছে, তা দূর করতে হবে ধর্মসংস্কারককে। অন্য কারো দ্বারা সে কাজ হওয়ার নয়। তা করতে গেলে ভালোর চেয়ে মন্দই বেশি হবে। জেলে তিনি কোন বিশেষ সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেননি। তবে জেল কর্তৃপক্ষ গান্ধীজির সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সম্পর্কে বিধি নিষেধ শিথিল করে এবং তাঁকে যথেচ্ছ চিঠিপত্র লেখবার স্বাধীনতা দেন। আর ব্যক্তিগত সেবার জন্য মহিলা ওয়ার্ড থেকে কস্তুরবাও আসেন। গান্ধীজিকে দেখতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যারবেদা জেলে যান। পুত্র দেবদাস গান্ধী বিচলিত হয়ে পিতার প্রাণরক্ষার জন্য আম্বেদকরের নিকট আবেদন করেন।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বিরোধী অনশনের পর থেকে হরিজন সেবা গান্ধীজির অন্যতম মুখ্যকর্ম হয়ে ওঠে। ৭ নভেম্বর ১৯৩২ থেকে তিনি জেলে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ফিরে পান। কিন্তু হরিজন সেবার ক্ষেত্রে অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী আপ্পা সাহেব বর্ধন তখন রত্নগিরি জেলবন্দী। তিনি নিজে জেলে পায়খানা পরিষ্কার করার প্রস্তাব দিলে জেল কর্তৃপক্ষ তা দিতে অস্বীকার করে। তাই তিনি অনশন শুরু করলে গান্ধীজিও ৩ ডিসেম্বর অনশন শুরু করে দেন। ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে আইন সংশোধন করলে আপ্পা সাহেবের দাবি পুরণ হয়। গান্ধীজিও রাত দশটায় অনশন প্রত্যাহার করে নেন। পরে নিজের ও সহকর্মিদের আত্মশুদ্ধির জন্য গান্ধীজি তিন সপ্তাহব্যাপী অনশন শুরু করেন (৮ মে থেকে ২৮ মে ১৯৩২)। এর কারণ ছিল হরিজন সেবা ও উন্নয়ন কর্মের প্রতি জনসাধারনের একাংশের বিরোধিতা এবং গান্ধীজির নিজের বন্দিদশার জন্য প্রতিকারার্থক কর্মের প্রতিবন্ধকতা। অনশন শুরু করার দিনই সরকার গান্ধীজিকে ছেড়ে দেন। অনশনের মধ্যে যতটা সম্ভব গান্ধীজি দৈনন্দিন কাজকর্ম অব্যাহত রাখেন। কারাগার থেকে জওহরলাল, বিদেশ থেকে এন্ড্রুজ, শুভানুধ্যায়ী রোমা রোঁলা প্রমুখ নেতৃস্থানীয় সুধীজন গান্ধীজির প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করলেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

প্রখ্যাত রসায়নবিদ স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র

২ আগস্ট ১৮৬১ সালে অবিভক্ত বাংলাদেশের খুলনা জেলায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন আচার্য স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। সিআইই, এএনআই, এফআরএএসবি, এফআইএস, এফসিএস (যিনি পি সি রায় নামেও পরিচিত। ১৬ জুন ১৯৪৪ সালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত বাঙালি রসায়নবিদ, শিক্ষক, দার্শনিক ও কবি। তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালসের প্রতিষ্ঠাতা এবং মার্কারি নাইট্রেটের আবিষ্কারক। দেশি শিল্পায়ন উদ্যোক্তাও ছিলেন। তিনি ভারতের প্রথম শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্থপয়িতা। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্র বসুর সহকর্মী ছিলেন। প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তৎকালীন যশোর জেলার (পরবর্তীকালে খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলা) কপোতাক্ষী নদী তীরে অবস্থিত রাড়ুলি-কাটিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, যা তখন ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির (বর্তমান বাংলাদেশ) পূর্ব অংশের অন্তর্গত ছিল। তিনি ছিলেন ভুবনমোহিনী দেবী ও হরিশচন্দ্র রায়ের পুত্র। হরিশচন্দ্র রায় স্থানীয় জমিদার ছিলেন। বনেদি পরিবারের সন্তান প্রফুল্লচন্দ্র ছেলেবেলা থেকেই সব বিষয়ে অত্যন্ত তুখোড় এবং প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন। তার পড়াশোনা শুরু হয় বাবার প্রতিষ্ঠিত এম ই স্কুলে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন, কিন্তু রক্ত আমাশয় রোগের কারণে তার পড়ালেখায় ব্যাপক বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। বাধ্য হয়ে তিনি নিজ গ্রামে ফিরে যান। গ্রামে থাকার এই সময়টা তার জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনে সাহায্য করেছে। বাবার গ্রন্থাগারে প্রচুর বই পান তিনি এবং বইপাঠ তার জ্ঞানমানসের বিকাশসাধনে প্রভূত সহযোগিতা করে। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র কলকাতায় পুনরায় ফিরে অ্যালবার্ট স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুল থেকেই ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্কুল ফাইনাল তথা প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। এরপর তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন কলেজে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) ভর্তি হন। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে সেখান থেকে কলেজ ফাইনাল তথা এফ এ পরীক্ষায় (ইন্টারমিডিয়েট বা এইচএসসি) দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে বি এ ক্লাসে ভর্তি হন। প্রেসিডেন্সি থেকে গিলক্রিস্ট বৃত্তি নিয়ে তিনি স্কটল্যান্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যান। পরবর্তীকালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়েই ডি এসসি ডিগ্রি লাভের জন্য গবেষণা শুরু করেন। তার সেই গবেষণার বিষয় ছিল কপার ম্যাগনেসিয়াম শ্রেণির সম্মিলিত সালফেটের সংযুক্তি পর্যবেক্ষণ দুই বছরের কঠোর সাধনায় তিনি এই গবেষণা সমাপ্ত করেন এবং পিএইচডি ও ডিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। এমনকি তার এই গবেষণাপত্রটি শ্রেষ্ঠ মনোনীত হওয়ায় তাকে হোপ প্রাইজে ভূষিত করা হয়। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের আগে ও পরে এবং ভারত বিষয়ক বিভিন্ন নিবন্ধ লিখে ভারতবর্ষ এবং ইংল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরে প্রেসিডেন্সি কলেজের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। বেতন পেতেন মাসে ২৫০ টাকা। প্রায় ২৪ বছর তিনি এই কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। তার নাস্তার দাম তৎকালীন ১ টাকার বেশি হলে 'তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন'। নিজের জন্য তিনি মাসিক ৪০ টাকা রাখতেন। ১৯২৬ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি নিজেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ লাখ ৩৬ হাজার টাকা দান করেন। অধ্যাপনায় তিনি একমাত্র বাংলা ব্যবহার করতেন।

অধ্যাপনাকালে তার প্রিয় বিষয় রসায়ন নিয়ে তিনি নিত্য নতুন অনেক গবেষণাও চালিয়ে যান। বাঙালিদের ব্যবসায় অনাগ্রহ ও হীনম্মন্যতা পর্যবেক্ষণে ১৮৯২ সালে, ৭০০ টাকা বিনিয়োগে ও নিজ উদ্যোগে, নিজস্ব গবেষণাগার থেকেই বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরবর্তীকালে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে তা কলকাতার মানিকতলায় ৪৫ একর জমিতে স্থানান্তরিত করা হয়। তখন এর নতুন নাম রাখা হয় বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড। খুলনা টেক্সটাইল মিলও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। নিজের বাসভবনে দেশীয় ভেষজ নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে তিনি তার গবেষণাকর্ম আরম্ভ করেন।

তার এই গবেষণাস্থল থেকেই পরবর্তীকালে বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানার সৃষ্টি হয় যা ভারতবর্ষের শিল্পায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তাই বলা যায় বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতীয় উপমহাদেশের শিল্পায়নে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি মার্কারি নাইট্রেট (মারকিউরাস নাইট্রাইট) আবিষ্কার করেন যা বিশ্বব্যাপী আলোড়নের সৃষ্টি করে। এটি তার অন্যতম প্রধান আবিষ্কার। তিনি তার সমগ্র জীবনে মোট ১২টি যৌগিক লবণ এবং ৫টি থায়োএস্টার আবিষ্কার করেন। সমবায়ের পুরোধা স্যার পিসি রায় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে নিজ জন্মভূমিতে একটি কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী পি সি রায় পিতার নামে আর,কে,বি,কে হরিশ্চন্দ্র স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বাগেরহাট জেলায় ১৯১৮ সালে তিনি পি.সি কলেজ নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। যা আজ বাংলাদেশের শিক্ষা বিস্তারে বিশাল ভূমিকা রেখে চলেছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে অল ত্রিপুরা গেস্ট লেক্ট্রিচার এসোরে উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

উপরাষ্ট্রপতি ধনখড়ের মন্তব্য

জরুরি অবস্থায় সংবিধানে যুক্ত শব্দগুলি "নাসূর" - সনাতন চেতনার অপমান

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন: ভারতের উপরাষ্ট্রপতি শ্রী জগদীপ ধনখড় আজ বলেছেন যে, 'যেকোনো সংবিধানের প্রস্তাবনা তার আত্মা। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা অনন্য। ভারত ছাড়া গুঅন্য কোনোগ্ন সংবিধানের প্রস্তাবনায় পরিবর্তন হয়নি। আর কেন? কারণ প্রস্তাবনা পরিবর্তনযোগ্য নয়। প্রস্তাবনার পরিবর্তন করা যায় না। প্রস্তাবনা সেই ভিত্তি যার উপর সংবিধান বিকশিত হয়েছে। প্রস্তাবনা সংবিধানের বীজ। এটি সংবিধানের আত্মা। কিন্তু ভারতের জন্য এই প্রস্তাবনাটি ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধন আইন দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছিল, যেখানে "সমাজতান্ত্রিক", "ধর্মনিরপেক্ষ" এবং "অখণ্ডতা" শব্দগুলি যুক্ত করা হয়েছিল।'

আজ উপরাষ্ট্রপতির এনক্লেভে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে, লেখক এবং কর্ণাটকের প্রাক্তন এমএলসি ডি.এস. ভিরইয়া সংকলিত "আম্বেদকরের বার্তা" বইয়ের প্রথম কপি উপস্থাপনের সুযোগে শ্রী ধনখড় জোর দিয়ে বলেন, 'জরুরি অবস্থার সময়, ভারতীয় গণতন্ত্রের সবচেয়ে কালো অধ্যায়ে, যখন মানুষ ছিল কারাবন্দী, মৌলিক অধিকারগুলি স্থগিত ছিল। সেই সমস্ত মানুষের নামে - "আমরা জনগণ" - যারা ছিল গোলাম, আমরা শুধু কী চাইছি? শুধু শব্দের মশকরা? এটি শব্দের বাইরেও নিন্দনীয়।'

তিনি কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য (১৯৭৩) মামলার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'একটি ১৩ বিচারকের বেঞ্চ সংবিধানের প্রস্তাবনা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছিল। বিখ্যাত বিচারপতি এইচ.আর. খান্না বলেছিলেন: "প্রস্তাবনা সংবিধানের ব্যাখ্যা করার জন্য একটি নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করে এবং সেই উৎসকে নির্দেশ করে যেখান থেকে সংবিধান তার ক্ষমতা লাভ করে - অর্থাৎ, ভারতের জনগণ।'

তিনি বলেন, 'আমাদের চিন্তা করা উচিত। ডঃ আম্বেদকর কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। তিনি নিশ্চিতভাবে এর উপর মনোযোগ দিয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠাতা পিতারা আমাদের সেই প্রস্তাবনা দেওয়াটা উপযুক্ত মনে করেছিলেন। কোনো দেশের প্রস্তাবনায় পরিবর্তন হয়নি - ভারত ছাড়া। কিন্তু ধ্বংসাত্মকভাবে, ভারতের জন্য এই পরিবর্তন সেই সময় করা হয়েছিল যখন মানুষ কার্যত গোলাম ছিল। "আমরা জনগণ", ক্ষমতার চূড়ান্ত উৎস - তাদের মধ্যে সেরা মানুষগুলি জেলে পচছিল। তাদের বিচার ব্যবস্থার নাগাল থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। আমি ২৫ জুন ১৯৭৫ তারিখে ঘোষিত ২২ মাসের নৃশংস জরুরি অবস্থার কথা বলছি। সুতরাং, বিচারের কেমন মশকরা! সবার আগে, আমরা এমন কিছু পরিবর্তন করি যা পরিবর্তনযোগ্য নয় - এমন কিছু যা "আমরা জনগণ" থেকে উৎপন্ন হয় - এবং তারপর, আপনারা জরুরি অবস্থার সময় এটিকে পরিবর্তন করেন।' তিনি আরও বলেন, 'যখন "আমরা জনগণ" রক্তে ভেজা ছিলাম - হৃদয় থেকে, আত্মা থেকে - তারা ছিল অন্ধকারে।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা সংবিধানের আত্মাকে পরিবর্তন করছি। প্রকৃতপক্ষে, জরুরি অবস্থার সবচেয়ে অন্ধকার অধ্যায়ে যুক্ত হওয়া এই শব্দগুলির দ্যুতি দিয়ে আমরা সংবিধানের আত্মাকে পরিবর্তন করছি। এবং এই প্রক্রিয়ায়, যদি আপনি গভীরভাবে চিন্তা করেন, তবে আমরা অস্তিত্বগত চ্যালেঞ্জগুলিকে পাখা দিচ্ছি। এই শব্দগুলিকে নাসূর (ঘা) হিসাবে যুক্ত করা হয়েছে। এই শব্দগুলি অস্থিরতা সৃষ্টি করবে। জরুরি অবস্থার সময় প্রস্তাবনায় এই শব্দগুলি যুক্ত করা সংবিধানের নির্মাতাদের মানসিকতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার ইঙ্গিত। এটি হাজার হাজার বছর ধরে এই দেশের সভ্যতার সম্পদ এবং জ্ঞানকে ছোট করার ছাড়া আর কিছুই নয়। এটি সনাতনের চেতনার অপমান।' তিনি এ বিষয়ে আরও আলোকপাত করেন।

আম্বেদকরের বার্তাগুলির সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতার উপর আলোকপাত করে শ্রী ধনখড় বলেন, 'ডঃ বিআর আম্বেদকর আমাদের হৃদয়ে বাস করেন। তিনি আমাদের মনকে প্রভাবিত করেন এবং আমাদের আত্মাকে স্পর্শ করেন... আম্বেদকরের বার্তাগুলি আমাদের জন্য অত্যন্ত সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা রাখে। তাঁর বার্তাগুলি পারিবারিক স্তরে নিয়ে যাওয়া দরকার। শিশুদের এই বার্তাগুলি সম্পর্কে জানা উচিত। দেশের উপরাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হিসাবে সংসদের সাথে যুক্ত ব্যক্তি হিসাবে - উচ্চ কক্ষ, প্রবীণদের কক্ষ, রাজ্যগুলির পরিষদ - তাই "আম্বেদকরের বার্তা" গ্রহণ করে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্টি লাভ করি, যা সবার আগে দেশজুড়ে সাংসদ ও বিধায়কদের দ্বারা, তারপর নীতি নির্ধারকদের দ্বারা সম্মানিত হওয়া উচিত... আমাদের চিন্তা করা উচিত যে কেন আমাদের গণতন্ত্রের মন্দিরগুলির অপমান করা হয়? কেন আমাদের গণতন্ত্রের মন্দিরগুলি বিশৃঙ্খলায় ধ্বংস হয়?'

তিনি আরও বলেন, 'সেই সিদ্ধান্তে অন্য একজন বিখ্যাত বিচারপতি, বিচারপতি সিক্রি বলেন - আমি উদ্ধৃত করছি: "আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং সংবিধানকে প্রস্তাবনায় প্রকাশিত মহৎ এবং মহান দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পড়া এবং ব্যাখ্যা করা উচিত।" মহৎ এবং মহান দৃষ্টিভঙ্গি পদদলিত হয়েছে। ডঃ বিআর আম্বেদকরের আত্মাও পদদলিত হয়েছে। সুতরাং, বিনা দ্বিধায়, প্রস্তাবনা - ডঃ আম্বেদকরের প্রতিভার দ্বারা তৈরি এবং সংবিধান সভা দ্বারা অনুমোদিত, সংবিধানের আত্মা - কে সম্মান করা উচিত ছিল, না যে এটিকে বিকৃত, পরিবর্তিত এবং ধ্বংস করা উচিত ছিল। বন্ধুরা, এই পরিবর্তন হাজার হাজার বছরের আমাদের সভ্যতাগত নীতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধেও, যেখানে সনাতন দর্শন - এর আত্মা এবং সারমর্ম — আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে।'

এই বিষয়ে তিনি আরও বলেন, 'বন্ধুরা, বিচার বিভাগ আমাদের গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। আমি সেই ব্যবস্থার সাথে যুক্ত, এবং আমি আমার জীবনের একটি বড় অংশ এর জন্য উৎসর্গ করেছি। আমি এই শ্রোতা এবং আপনাদের মাধ্যমে পুরো দেশকে জানাতে চাই যে বিচার বিভাগ ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা সম্পর্কে কী ভাবে। এখন পর্যন্ত উচ্চতর স্তরে সুপ্রিম কোর্টের দুটি বেঞ্চ গঠিত হয়েছে, একটি আই.সি. গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব রাজ্য মামলায় ১১ বিচারকের বেঞ্চ এবং আরেকটি কেশবানন্দ ভারতী মামলায় ১৩ বিচারকের বেঞ্চ। গোলকনাথ মামলায় প্রস্তাবনা সম্পর্কে বিষয়টি উঠেছিল এবং বিচারপতি হিদায়েতুল্লাহ পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, আমি উদ্ধৃত করছি, "আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় এর আদর্শ এবং আকাঙ্ক্ষাগুলি সংক্ষেপে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি কেবল শব্দের খেলা নয়, বরং এতে সেই উদ্দেশ্যগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা সংবিধান অর্জন করতে চায়।"

'আমি একই সিদ্ধান্তে বিচারপতি হেগড়ে এবং বিচারপতি মুখার্জিকে উদ্ধৃত করছি, "সংবিধানের প্রস্তাবনা, সংবিধানের আত্মার মতো, অপরিবর্তনীয়। কারণ এটি সেই মৌলিক মূল্যবোধ এবং দর্শনকে মূর্ত করে তোলে, যার উপর সংবিধান প্রতিষ্ঠিত।" এটি সেই বিল্ডিংয়ের জন্য ভূমিকম্পের চেয়ে কম নয়, যার ভিত্তি ছাদ থেকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিচারপতি শেলত এবং বিচারপতি গ্রোভার। তাঁরা প্রস্তাবনা নিয়ে যা প্রতিফলিত করেছিলেন, আমি উদ্ধৃত করছি, "সংবিধানের প্রস্তাবনা নিছক প্রস্তাবনা বা পরিচয় নয়। এটি সংবিধানের একটি অংশ এবং নির্মাতাদের মনকে খোলার চাবিকাঠি, যা সেই সাধারণ উদ্দেশ্যগুলিকে নির্দেশ করে যার জন্য জনগণ সংবিধান তৈরি করেছিল।" একটি অত্যন্ত গুরুতর কাজ, যা পরিবর্তন করা যায় না, তাকে দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে, হাস্যকরভাবে এবং কোনো ন্যায্যতা ছাড়াই পরিবর্তন করা হয়েছে।'

ডঃ বিআর আম্বেদকরের জ্ঞানপূর্ণ শব্দগুলি স্মরণ করে শ্রী ধনখড় বলেন, 'ডঃ বিআর আম্বেদকর ছিলেন একজন দূরদর্শী। তিনি একজন রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। আমাদের ডঃ বিআর আম্বেদকরকে কখনোই একজন রাজনীতিবিদ হিসাবে দেখা উচিত নয়। যদি আপনি তাঁর যাত্রাটি দেখেন, তবে আপনি দেখতে পাবেন যে এটিকে স্বাভাবিকভাবে দূর করা যায় না। সেই যাত্রা অতিক্রম করতে অসাধারণ মানবিক প্রচেষ্টা, মেরুদণ্ডের শক্তি প্রয়োজন, যে ধরনের কষ্ট তিনি ভোগ করেছিলেন। আপনি কি কখনো ভাবতে পারেন যে ডঃ বিআর আম্বেদকরকে মরণোত্তর ভারতরত্ন দেওয়া হবে? ১৯৮৯ সালে সংসদ সদস্য এবং মন্ত্রী হওয়া আমার সৌভাগ্য ছিল যখন এই মহানতম ধরিত্রী পুত্রকে মরণোত্তর ভারতরত্ন দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমার হৃদয় কেঁদেছিল। এত দেরি কেন? মরণোত্তর কেন? এবং তাই আমি গভীর উদ্বেগের সাথে উদ্ধৃত করছি, দেশের প্রত্যেককে নিজের আত্মাকে পরীক্ষা করতে এবং জাতির জন্য চিন্তা করার অনুরোধ করছি। তিনি বলেছিলেন - আমি চাই না যে ভারতীয় হিসাবে আমাদের আনুগত্য আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আনুগত্য দ্বারা সামান্যতম উপায়ে প্রভাবিত হোক, তা সে আনুগত্য আমাদের ধর্ম থেকে উৎপন্ন হোক, আমাদের সংস্কৃতি থেকে বা আমাদের ভাষা থেকে...। এটি ছিল সংবিধান সভায় তাঁর শেষ ভাষণ, ২৫ নভেম্বর ১৯৪৯ - সংবিধান সভার সদস্যদের দ্বারা সংবিধান স্বাক্ষর হওয়ার একদিন আগে। এবং তিনি যা বলেছিলেন - তা ছিল অসাধারণ। আমি দেশের সমস্ত মানুষকে অনুরোধ করব যে তারা এটি একটি ফ্রেমে রেখে প্রতিদিন এটি পড়ুন। তিনি বলেন - তিনি তাঁর যন্ত্রণা প্রকাশ করছেন: আমি উদ্ধৃত করছি:

'আমি এই বিষয়ে খুব কষ্ট পাই যে ভারত কেবল একবার তার স্বাধীনতা হারায়নি, বরং সে তা তার নিজের কিছু লোকের ভুল এবং বিশ্বাসঘাতকতার কারণে হারিয়েছে। ইতিহাস কি নিজেকে পুনরাবৃত্তি করবে?'

তিনি আরও বলেন - আমি উদ্ধৃত করছি: 'এই চিন্তাই আমাকে দুশ্চিন্তায় ভরে তোলে। এই উদ্বেগ আরও গভীর হয় এই উপলব্ধিতে যে জাতি এবং পন্থার মতো আমাদের পুরানো শত্রুদের পাশাপাশি, আমাদের এমন অনেক রাজনৈতিক দল থাকবে যাদের রাজনৈতিক পন্থা আলাদা এবং বিরোধী হবে। ভারতীয়রা কি দেশকে তাদের পন্থার ঊর্ধ্বে রাখবে? নাকি তারা পন্থকে দেশের ঊর্ধ্বে রাখবে... আমি উদ্ধৃত করছি, 'আমি জানি না, তবে এতটুকু নিশ্চিত যে যদি দলগুলি পন্থকে দেশের ঊর্ধ্বে রাখে, তবে আমাদের স্বাধীনতা দ্বিতীয়বার বিপদের মুখে পড়বে এবং সম্ভবত চিরতরে হারিয়ে যাবে। এই সম্ভাবনা থেকে আমাদের সকলকে নিয়মিত সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে।'

কেন্দ্র কর্তৃক মেলি-সিংতাম অংশকে এনএইচ-২১০ঘোষণা, সিকিমের সড়ক যোগাযোগে বড় অগ্রগতি

গ্যাংটক, ২৮ জুন : সিকিমের সড়ক সংযোগে এক বড়সড় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ভারত সরকারের সড়ক পরিবহন ও জনপথ মন্ত্রক আনুষ্ঠানিকভাবে মেলি থেকে সিংতাম পর্যন্ত ২৩ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তাটিকে জাতীয় সড়ক ২১০ হিসাবে ঘোষণা করেছে। এই ঘোষণা একটি আনুষ্ঠানিক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এসেছে এবং সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং গোলে-র ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ এটি সম্ভব হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যে উন্নত সড়ক পরিকাঠামোর জন্য কেন্দ্রের কাছে দাবি জানিয়ে আসছিলেন। নতুন দিল্লিতে তাঁর একাধিক সফর এবং নিয়মিত ফলোআপ অবশেষে ফলপ্রসূ হয়েছে। সিকিমের জনগণ ও সরকার এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে সমর্থনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও জনপথ মন্ত্রী নিতিন গড়করিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। নতুন এনএইচ-২১০ মেলি-এর তিস্তা সেতু সংযোগস্থল থেকে শুরু হবে, যেখানে এটি এনএইচ-৭১০ এর সাথে সংযুক্ত। এটি মামরিং এবং সমরডং হয়ে সিংতামের কাছে এনএইচ-৫১০ এর সাথে যুক্ত হবে। এই রাস্তাটি সম্পূর্ণরূপে সিকিমের মধ্যে অবস্থিত এবং ন্যাশনাল হাইওয়েজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড দ্বারা এটি উন্নত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। এই নতুন জাতীয় সড়কটি ব্যস্ত গ্যাংটক-শিলিগুড়ি সড়ক এর সমান্তরালভাবে চলে, যা তিস্তা নদীর বিপরীত তীরে অবস্থিত। এর উদ্দেশ্য হল মসৃণ ভ্রমণের জন্য একটি বিকল্প রুট তৈরি করা এবং পুরানো রাস্তার উপর চাপ কমানো। এটি শুধুমাত্র একটি একক অর্জন নয়। এটি সিকিমে সড়ক সংযোগ উন্নত করার জন্য রাজ্য সরকারের একটি বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ। এনএইচ-১০, যা রাজ্যের সাথে দেশের বাকি অংশের সংযোগকারী প্রধান সড়ক, প্রায়শই ভূমিধস এবং বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়বিশেষ করে ২০২৩ সালের তিস্তা বন্যার সময়। এটি মাথায় রেখে, মুখ্যমন্ত্রী এনএইচ-১০ এর সম্পূর্ণ অংশকে উন্নত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কেন্দ্রের অধীনে আনার অনুরোধ করেছিলেন। গত বছর, সেভোক থেকে রংপো পর্যন্ত ৫২.১০ কিলোমিটার অংশ, যা পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের পিডব্লিউডি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হতো, তা এনএইচআইডিসিএল এর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। এখন, সেভোক থেকে গ্যাংটক পর্যন্ত সম্পূর্ণ ৮৪.১০ কিলোমিটার অংশ কেন্দ্রীয় সংস্থার তত্ত্বাবধানে রয়েছে। এটি সিকিম এবং শিলিগুড়ির মধ্যে ঘন ঘন ভ্রমণকারী মানুষের জন্য একটি বড় স্বস্তি। এই উন্নয়নের কৃতিত্ব সিকিমের সাংসদ ইন্দ্র হ্যাং সুব্বারও প্রাপ্য। সংসদে তাঁর শক্তিশালী প্রচেষ্টা এবং ধারাবাহিক উপস্থাপনা এই বিষয়টি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখতে সাহায্য করেছে। তিনি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন যাতে এই গুরুত্বপূর্ণ দাবিটি পূরণ হয়। সড়ক ও সেতু মন্ত্রী এন বি দাহালও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর বিভাগ সক্রিয়ভাবে প্রস্তাবনাগুলিতে কাজ করেছে

প্রধানমন্ত্রী মোদী বৈরাবি-সাইরাং রেললাইন উদ্বোধন করবেন, মিজোরামকে ভারতের বাকি অংশের সাথে যুক্ত করবে

আইজল, ২৮ জুন: মিজোরামের পরিবহন ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করে, ৫১.৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ বৈরাবি-সাইরাং রেললাইন এখন সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয়েছে এবং উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে। মিজোরামের রাজধানী আইজলকে ভারতের বিশাল রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি দুর্গম ভৌগোলিক, প্রকৌশলগত এবং লজিস্টিক্যাল চ্যালেঞ্জগুলি সফলভাবে অতিক্রম করেছে।

নর্থইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে এর কর্মকর্তাদের মতে, এই লাইনে রেলওয়ে সেফটি কমিশনার থেকে নিরাপত্তা ছাড়পত্র পাওয়া গেছে এবং আগামী দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বারা এটি উদ্বোধন হওয়ার কথা রয়েছে।

একবার চালু হলে, এই নতুন রেল সংযোগ শিলচরের মাধ্যমে আইজলে নির্বিঘ্ন ভ্রমণ সহজ করবে, যা যাত্রীদের পাহাড়ের মনোরম দৃশ্য, সবুজ বন এবং মিজোরামের (জনপ্রিয়ভাবে 'পাহাড়ী মানুষের ভূমি' নামে পরিচিত) প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক বিন্যাস উপভোগ করার সুযোগ দেবে।

এনএফআর এর একজন মুখপাত্র বলেছেন, 'এই যুগান্তকারী অর্জনের মাধ্যমে মিজোরাম চতুর্থ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য হলো যার রাজধানী এখন জাতীয় রেলওয়ে গ্রিডের সাথে সংযুক্ত।' তিনি আরও বলেন, 'এই রেললাইন উল্লেখযোগ্যভাবে সংযোগ বাড়াবে, ভ্রমণের সময় কমাবে এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ও পর্যটন উন্নয়নের জন্য একটি অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে।'

এই প্রকৌশলগত বিস্ময়টিতে ১২.৮৫৩ কিলোমিটার বিস্তৃত ৪৮টি টানেল, ৫৫টি বড় এবং ৮৭টি ছোট সেতু, পাঁচটি রোড ওভারব্রিজ এবং নয়টি রোড আন্ডারব্রিজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে, ১৯৬ নম্বর সেতুটি ১০৪ মিটার উচ্চতা নিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যা দিল্লির বিখ্যাত কুতুব মিনার থেকেও ৪২ মিটার উঁচু।

কর্মকর্তারা আরও জানান, 'এই লাইনটি এই অঞ্চলের প্রবেশাধিকারকে বিপ্লব করবে, বাণিজ্যিক কার্যকলাপকে উদ্দীপিত করবে, কর্মসংস্থান তৈরি করবে এবং স্টেশন অঞ্চলের কাছাকাছি ছোট ব্যবসাগুলিকে উন্নত করবে।' 'এটি উত্তর-পূর্ব জুড়ে আন্তঃরাজ্য গতিশীলতা এবং সংযোগও উন্নত করবে।'

২০১৪ সালের ২৯শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী মোদী মালিগাঁও রেলওয়ে স্টেডিয়াম থেকে একটি দূরবর্তী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। প্রকল্পটি চারটি প্রধান ধাপে বাস্তবায়িত হয়েছে: বৈরাবি-হরতোকি (১৬.৭২ কিমি) অংশটি জুলাই ২০২৪ এ চালু হয়; হরতোকি-কাউনপুই (৯.৭১ কিমি) এবং কাউনপুই-মুয়ালখাং (১২.১১ কিমি) উভয় অংশই জুন ২০২৫ এ চালু হয়েছে; এবং মুয়ালখাং-সাইরাং (১২.৮৪ কিমি) অংশটিও জুন ২০২৫ এ চালু হয়েছে।

সিআরএস (নর্থইস্ট ফ্রন্টিয়ার সার্কেল) ৬ থেকে ১০ জুন এর মধ্যে হরতোকি-সাইরাং অংশের চূড়ান্ত পরিদর্শন সম্পন্ন করেছেন, যা সম্পূর্ণ সংলগ্নতার সফল সমাপ্তি নির্দেশ করে। সিআরএস পূর্বে ২০২২ সালের ২২শে আগস্ট বৈরাবি-হরতোকি অংশে মালবাহী ও যাত্রীবাহী ট্রেন পরিচালনার অনুমতি দিয়েছিল। এই বিশাল অবকাঠামো প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় প্রায় ৫,০২১.৪৫ কোটি টাকা।

অরুণাচলের রাজ্যপালের জন্মদিন ওজু মিশন স্কুলের শিক্ষার্থীদের সাথে উদযাপন, মূল্যবোধ-ভিত্তিক শিক্ষার উপর জোর

ইটানগর, ২৮ জুন : অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল কেটি পারনাইক (অব.), পিভিএসএম, ইউওয়াইএসএম, ওয়াইএসএম, তাঁর ৭২তম জন্মদিন পাপু নাহাল্লাহ, নাহারলাগুন-এর ওজু মিশন স্কুলের শিশুদের সাথে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে উদযাপন করেছেন।

রাজ্যের ফার্স্ট লেডি অনঘা পারনাইকের সাথে রাজ্যপাল এই স্কুলে প্রথমবার পরিদর্শন করেন। ওজু ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা পরিচালিত এই স্কুলটি দীর্ঘকাল ধরে এই অঞ্চলে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এবং সামাজিক উন্নয়নের একটি স্তম্ভ হিসেবে কাজ করছে।

পরিদর্শনকালে, রাজ্যপাল এবং ফার্স্ট লেডি নবনির্মিত একাডেমিক ব্লক ঘুরে দেখেন, স্মার্ট ক্লাসরুমগুলি পরিদর্শন করেন, শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী প্রকল্পগুলি দেখেন এবং ওজু ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন -এর সমাজসেবা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে অসাধারণ যাত্রার চিত্র তুলে ধরা একটি ফটো গ্যালারিতে প্রশংসা করেন।

রাজ্যপালের জন্মদিন উৎসাহ ও ভালোবাসার সাথে উদযাপিত হয়, যখন শিশু ও কর্মীরা প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপন করে, যা ক্যাম্পাসকে আনন্দ ও উৎসবের মেজাজে ভরিয়ে তোলে। উষ্ণ অভ্যর্থনা এবং শিশুদের প্রতিভা ও শৃঙ্খলা দেখে গভীরভাবে মুগ্ধ হয়ে রাজ্যপাল তাদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং তাদের কৌতূহল, মূল্যবোধ এবং শেখার প্রতি ভালোবাসা লালন করার জন্য উৎসাহিত করেন।

রাজ্যপাল পারনাইক শিক্ষার্থীদের, যাদের তিনি অরুণাচল প্রদেশের "দ্য শাইনিং স্টারস" বলে অভিহিত করেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'শিক্ষা কেবল জ্ঞান অর্জন করা নয়; এটি আপনার চরিত্র গঠন এবং আপনার সত্যিকারের সম্ভাবনা আবিষ্কার করার বিষয়।'

তিনি শিশুদের উচ্চ লক্ষ্য নির্ধারণ করতে, মনোযোগী থাকতে এবং ব্যর্থতাকে ভয় না পেতে উৎসাহিত করেন, যোগ করেন যে প্রতিটি ব্যর্থতাই বৃদ্ধির একটি সুযোগ। তিনি আরও জোর দেন যে, সততা, কঠোর পরিশ্রম এবং অন্যদের সেবা করা দায়িত্বশীল নাগরিকত্বের অপরিহার্য গুণাবলী।

তাঁর সামরিক পটভূমি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে, রাজ্যপাল ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমির মূল নীতিটি স্মরণ করিয়ে দেন: 'শারীরিকভাবে শক্তিশালী, মানসিকভাবে সজাগ এবং নৈতিকভাবে সৎ।' তিনি শিক্ষার্থীদের তাদের জীবনে এই মন্ত্রটি গ্রহণ করার আহ্বান জানান এবং বলেন যে সত্যিকারের শক্তি শারীরিক সুস্থতা, একটি তীক্ষ্ণ মন এবং একটি সদয় হৃদয়ের ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বয়ে নিহিত।

দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে, রাজ্যপাল এবং ফার্স্ট লেডি স্কুল প্রাঙ্গণে "এক পেড় মা কে নাম" থিমের অধীনে একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেন, যা পরিবেশগত দায়িত্ব এবং মায়ের প্রতি ভালোবাসা ও যত্নের মূল্যবোধকে প্রচার করে।

ওজু মিশন স্কুল, যা সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মানসম্মত, মূল্যবোধ-ভিত্তিক শিক্ষা প্রদানের জন্য পরিচিত, আশা ও রূপান্তরের একটি আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে চলেছে। রাজ্যপালের এই সফর কেবল তরুণ শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করেনি, বরং অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সামগ্রিক শিক্ষার প্রতি রাজ্যের প্রতিশ্রুতিকেও জোরদার করেছে।

PNIET No.: 04/NIeT/EE-KLP/PWD (DWS)/2025-26 Date: 26/06/2025

The Executive Engineer, DWS Division, Kalyanpur, Khowai District, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage /item rate e-tender in single/two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/ Firms/Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central for the following work:

Sl No	DNIeT No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time for completion	Cost of Bid Fee
1	54/CE/PWD(DWS)/2023-24	Rs. 5,30,26,320.00	Rs. 10,60,526.00	120 days	Rs. 8,000.00

Last date and time for document downloading and bidding: 02/07/2025 up to 15:00 hrs Time and date of opening of bid: 02/07/2025 at 16:00 hrs
Document downloading and biding at application: https://tripuratenders.gov.in Class of bidder: Appropriate Class
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in & https://eprocure.gov.in
ICA/C/1231/25

(ER. SANJOY DEBNATH)
Executive Engineer DWS Division, Kalyanpur Khowai Tripura

সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে "সমাজতান্ত্রিক" ও "ধর্মনিরপেক্ষ" শব্দ দুটি বাদ দেওয়ার দাবি হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

গুয়াহাটি, ২৮ জুন: আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আবারও রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন। তিনি ভারত সরকারের কাছে সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষ' এবং 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দ দুটি অপসারণের দাবি জানিয়েছেন। তাঁর যুক্তি, এই শব্দগুলি জরুরি অবস্থার সময়ের উত্তরাধিকার এবং ভারতের মূল সাংবিধানিক কাঠামোর অংশ ছিল না। ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার সময়কার প্রতিরোধ আন্দোলনবিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূমিকানিয়ে লেখা বই 'দ্য ইমার্জেন্সি ডায়েরি' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শর্মা ইন্দিরা গান্ধীর আমলের অবশিষ্ট বলে বর্ণনা করা ধারণাগত অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আহ্বান জানান। শর্মা বলেন, 'যেহেতু আমরা "দ্য ইমার্জেন্সি ডায়েরি" প্রকাশ করছি, যা সেই সময়ের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে চলা সংগ্রামকে তুলে ধরে, তাই জরুরি অবস্থার সমস্ত উত্তরাধিকার মুছে ফেলার এটাই সঠিক সময়।' তিনি বিশেষ করে জরুরি অবস্থার সময় ৪২তম সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' এবং 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দ দুটি ঢোকানোর দিকে ইঙ্গিত করেন। তিনি এটিকে একটি চাপিয়ে দেওয়া বিষয় বলে অভিহিত করেন, যা ভারতের সভ্যতার মূল চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। শর্মা আরও বলেন, 'ধর্মনিরপেক্ষ" শব্দটি ভারতের "সর্ব ধর্ম সম ভাব" ধারণার পরিপন্থী, যা সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাকে প্রতিফলিত করে।' তিনি যোগ করেন, 'এবং "সমাজতন্ত্র" কখনোই আমাদের অর্থনৈতিক ধারণা ছিল না। ভারত সবসময় "সর্বোদয়" এবং "অন্ত্যোদয়" - অর্থাৎ সকলের, বিশেষ করে লাইনের শেষ ব্যক্তির উত্থানের পক্ষে দাঁড়িয়েছে।' শর্মা জোর দিয়ে বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী মোদী যেমন ঔপনিবেশিক শাসনের অবশেষ মুছে ফেলার জন্য কাজ করছেন, তেমনি জরুরি অবস্থার সময় চাপানো ধারণাগত চাপগুলিও সরিয়ে ফেলা দরকার।

শনিবার আগরতলায় সমবায় মন্ত্রী সুক্লা চরণ নোতায়িতা এক অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বিশ্রাম কি ঘুমের বিকল্প ?

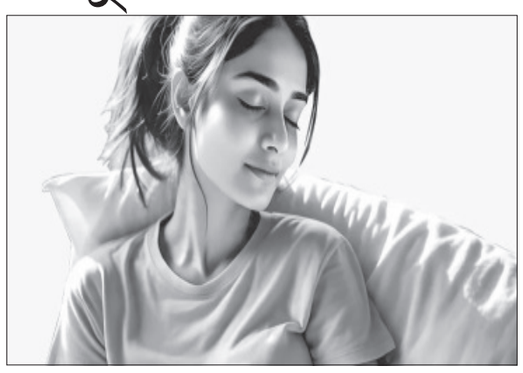

বদলে যাওয়া পৃথিবী কেবলই ছোটাছুটির। কাজ, কাজ আর কাজই যেন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য! সেখানে অনেকের কাছেই ঘুম মানে সময়ের অপচয়! তাই সামান্য সময়ের জন্য নেওয়া বিশ্রামকে ঘুমের বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন বহু কর্মবীর। আদৌ কি ঘুমের বিকল্প হতে পারে ক্ষণিকের বিশ্রাম?

ঘুমের নিয়ম

ঘুমের নানা পর্যায় আছে। স্টেজ ১, ২ (স্বল্প ঘুম) ও স্টেজ ৩-৪ (গাঢ় ঘুম)। এছাড়াও ঘুমকে আরও দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ১) রেম (র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট) স্লিপ ২) নন রেম স্লিপ। রেম স্লিপে ঘুম অত গভীর হয় না, তাই এই স্টেজে দেখা স্বপ্ন আমরা মনে রাখতে পারি। নন রেম স্লিপ হল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন আবস্থা। এই স্টেজেও আমরা স্বপ্ন দেখি, তবে সেই স্বপ্ন মনে রাখতে পারি না। ঘুমিয়ে পড়ার পর আমরা প্রবেশ করি নন রেম স্লিপ পর্যায়ে। তার ৭৫ মিনিটের মাথায় আসে রেম স্লিপ। যখন ঘুম একটু পাতলা হয়। ফের একবার নন রেম স্লিপ ও রেম স্লিপ পর্যায়ক্রমে আসে। এই যখন গাঢ় ঘুম বা নন রেম স্লিপেরও চারটি ভাগ আছে। তার মধ্যে ৩ ও ৪ নম্বর ভাগে মানুষ গভীরতম ঘুমে থাকে। তখন শরীর, মস্তিষ্ক দুইয়েরই সর্বোত্তম বিশ্রাম হয়। কিন্তু স্ট্রেস, ওষুধ, কোনও অসুখ ইত্যাদি কারণে কারও নন রেম স্লিপ কমে গেলে, রেম স্লিপ বাড়লে তাঁর ক্ষেত্রেও মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ বিরাম পায় না। শরীর নিষ্ক্রিয় থাকলেও মস্তিষ্ক তার ভাইট্যাল ফাংশানগুলি চালাতে থাকে।

বিশ্রাম বনাম ঘুম- বিশ্রামের সময় শরীর ও মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ বিশ্রাম পায় না। কেউ গান শুনতে শুনতে বা মোবাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে বিশ্রাম নেন। তাতে মস্তিষ্ককে সক্রিয় থাকতে হয়। কেউ যদি সব সংস্রব ছেড়ে শুধুই চোখ বুঝে বিরাম নেন, তাতে তুলনায় ভালো কাজ হলেও সেটাও ঘুমের বিকল্প বা পরিপূরক নয়। এমনকী ন্যাপ (ছোট বিরামের ঘুম) নিলেও তা ঘুমের বিকল্প নয়।

সঠিক বিশ্রাম কোনটি?

গভীর ঘুমই সেরা বিশ্রাম। এর কোনও বিকল্প নেই। ভালো ঘুমের জন্য একটু শরীরচর্চাও প্রয়োজন। মনে রাখবেন, পেশার প্রয়োজনে রাত জাগতে হলে হলেও দিনের মধ্যে অন্তত ৬-৭ ঘণ্টা ঘুমের জন্য সময় বের করতেই হবে।

ঠিকমতো ঘুম না হলে কী কী রোগ হতে পারে ?

কথায় আছে - সুস্থ শরীর গড়ে তোলে সুস্থ একটি মন। আর শরীর ও মন সুস্থ রাখতে গেলে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভালো ঘুম। কিন্তু ভালো ঘুম বা পর্যাপ্ত ঘুম বলতে ঠিক কী বোঝায় ? কেন হচ্ছে না ঠিকমতো ঘুম? এতে শরীরের কী কী সমস্যা হতে পারে? মানসিক স্বাস্থ্যও কি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ? আসুন জেনে নেওয়া যাক কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

ভালো ঘুম বলতে কী বোঝায়?

একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বা মহিলার দিনে অন্তত ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমনো দরকার। কাটছাঁট করে ন্যূনতম সাড়ে ছয় ঘণ্টা ঘুমোতেই হবে। এর থেকে কম হলেই সমস্যা।

কেন ঘুম হচ্ছে না? সবথেকে বড় কারণ বর্তমানের লাইফস্টাইল অর্থাৎ জীবনযাপনের ধরন। ঠিকসময়ে খাওয়া দাওয়া না করা, বেশি রাতে কাজ থেকে বাড়ি ফেরা, ভোর রাতে ঘুমোতে যাওয়া, দেরি করে ওঠা, ফোনের স্ক্রিনে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা, দুপুরে অপ্রয়োজনীয়ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুমোনো এগুলো অত্যন্ত ক্ষতিকর। একইসঙ্গে কর্মক্ষেত্রে লাগাতার নাইট শিফ, অতিরিক্ত চাপ, চিন্তা, অবসাদও ঘুম না হওয়ার বড় কারণ। অনেকের আবার হৃদরোগ, শ্বাসকষ্টের সমস্যা বা একাধিক অসুখ থাকে। এগুলিও পর্যাপ্ত ঘুমে বাধা দেয়। এক্ষেত্রে ওএসএ অর্থাৎ অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেমন অতিরিক্ত নাক ডাকার অভ্যাস। হঠাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসে সমস্যা দেখা দেয়। ঘুম থেকে ধড়পড় করে উঠে পড়তে হয়। আর এতে পর্যাপ্ত ঘুম হয় না। এছাড়াও রাতে অতিরিক্ত মদ্যপান, ক্যাফেইন জাতীয় জিনিস পান, ধূমপান ঘুম কমিয়ে দেয়। বেডরুমে লাউড মিউজিক, ঘণ্টার পর ঘণ্টা টিভি চললেও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে।

কী কী সমস্যা হতে পারে?

মানসিক সমস্যা : ঘুম না হলে মনসংযোগে সমস্যা হয়। অনেক বিষয় আমরা মনে রাখতে পারি না। ক্রমে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়। এর জেরে কাজকর্মে একাধিক ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে। চিকিৎসাশাস্ত্রের ভাষায় এটি হল কগনিটিভ ডিস্টার্বেন্স। অনেকসময় অস্থিরভাব, অবসাদ হয়। অল্পেতেই বিরক্ত হয়ে পড়ি আমরা। অনেকের মধ্যে ভুলভাল কথা বলার প্রবণতা, মুড সুইং, বাইপোলার ডিসঅর্ডার দেখা যায়। শারীরিক সমস্যা : ঘুমের অভাবে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ব্লাড প্রেসার,হজমের সমস্যার পাশাপাশি স্থূলতা বৃদ্ধি পায়। চোখের তলায় কালি পড়ে। ত্বকের নানা সমস্যা হয়। মহিলাদের ক্ষেত্রে ঋতুচক্রে প্রভাব পড়ে। এমনকী কোনও রোগ থেকে সেরে উঠতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। নিরাময়ের উপায় রাতে ঠিকসময়ে অর্থাৎ ৮-৯ টার মধ্যে ডিনার করতে হবে। পরে খুব খিদে পেলে হাল্কা কিছু খেতে হবে। যা সহজে হজম হয়। খাওয়ার পর তড়িঘড়ি ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না। একটু বসা যেতে পারে কিংবা পায়চারি করা যেতে পারে। তিনটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে- সঠিক সময়ে সঠিক খাওয়াদাওয়া, যথাযথ লাইফস্টাইল আর ঠিকঠাক ঘুমের পরিবেশ তৈরি করা। যেখানে সুষ্ঠুভাবে ঘুমোনো যায়। দিনে একটি নির্দিষ্ট সময় জিমে যাওয়া যেতে পারে। দৈহিক পরিশ্রম হলে রাতে ঘুম ভালো হয়। ঘুমোনোর নির্দিষ্ট একটি সময় মেনে চলতে হবে। রাতে যাদের ঘুম হচ্ছে না, তাদের দুপুরে একেবারেই ঘুমোনো ঠিক নয়। কিছু ক্ষেত্রে দুপুরে পাওয়ার ন্যাপিং নেওয়া যেতে পারে। ওষুধ খেতে হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সঠিকভাবে তা মেনে চলতে হবে। এছাড়াও অল্পবিস্তর মেডিটেশন, যোগ ব্যায়াম, ব্রিদিং এক্সারসাইজ করা যেতে পারে।

ব্যালকনি-ছাদে সবজির গাছ কিভাবে করবেন

বাজারে দিন দিন সবজির দাম বেড়েই চলেছে। সঙ্গে নানা ধরনের রাসায়নিকের ব্যবহার তো রয়েইছে! তাই পকেট ও স্বাস্থ্য বাঁচাতে বাড়ির ব্যালকনি কিংবা ছাদেই লাগাতে পারেন বিভিন্ন সবজির গাছ। তাছাড়া বাড়িতে একটুকরো সবুজ থাকলেই নিমেষে ভাল হয়ে যায় মন। বাড়তি প্রাপ্তি দূষণ থেকে মুক্তি, পর্যাপ্ত অক্সিজেন এসব কিছু তো রয়েছেই। বিশেষ করে কিছু সবজি আছে যা বাড়িতে বেশ দুর্দান্ত হয়। যা বাজারের সবজির চেয়ে স্বাদেও অন্যরকম হবে।

ধনেপাতাঃ আমিষ হোক বা নিরামষ, রান্নায় ধনেপাতা যোগ করলে স্বাদই বদলে যায়। বাজার থেকে না কিনে বাড়িতেই সহজে ধনেপাতা চাষ করতে পারেন। যার জন্য টবেরও প্রয়োজন নেই, পুরনো কোনও গামলা বা বড় বাটিতে মাটি দিয়ে ধনেপাতার বীজ ছড়িয়ে দিন। সামান্য যত্নে ৭-১০ দিনের মধ্যে গাছ বেরিয়ে যাবে।

মেথিঃ মেথি ভারতীয় রান্নার অন্যতম একটি উপকরণ। যা তরকারি, পরোটা এবং মসুর ডাল সহ বিভিন্ন নিরামিষ সবজিতে ব্যবহৃত হয়। মেথি বীজ থেকে দ্রুত জন্মায়। ভাল সূর্যালোক এবং মাঝারি জল হলেই মেথির জন্য যথেষ্ট। ক্যাপসিকামঃ যে কোনও রান্নার স্বাদ বাড়িয়ে দিতে পারে ক্যাপসিকাম। সবুজ, লাল, হলুদ যে কোনও ক্যাপসিকাম গাছ ব্যালকনিতে দিব্যি বড় করতে পারেন। সঠিকভাবে মাটি, সার দিলে ফলন হবে ভাল।

পুদিনাঃ সতেজ এবং সুগন্ধযুক্ত চাটনি, পানীয় এমনকী সুস্বাদু খাবারের জন্য আদর্শ পুদিনা। এই গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং কোনও বাধা না পেলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। কোনও পাত্রে পুদিনা গাছ চাষ করলে খুব বেশি ছড়িয়ে যাবে না।

পালংশাকঃ বাড়িতে পালংশাকও সহজে চাষ করা যায়। গামলায় মাটি ফেলে ধনেপাতার মতো এই শাক দিব্যিও ফলন হতে পারে। খুব বেশি রোদ লাগে না। মাত্র এক মাসের মধ্যে খাওয়ার উপযোগী হয়ে যায়। টমেটোঃ টমেটোতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে। খুব সহজে ছাদে বা ব্যালকনিতে ফলিয়ে নিতে পারেন টমেটো। টমেটোর বিভিন্ন প্রজাতি হয়। সেই অনুযায়ী স্বাদ এবং তার পরিচর্যাতেও পার্থক্য হয়। টমেটো উৎপাদনে যথেষ্ট পরিমাণে সূর্য রশ্মির প্রয়োজন হয়।

দৃষ্টিহীনদের চোখে ফুটবে আলো

কেউ বলেন জিনিয়াস, কারওর মতে খামখেয়ালি। তবে গোটা বিশ্ব তাঁকে চেনে এক ডাকে। সেই ইলন মাস্কের প্রয়াসেই এবার আলো ফুটবে দৃষ্টিহীনদের চোখে। তাঁর সংস্থা নিউরোলিঙ্ক আগামী বছরের মধ্যে এই অসাধ্য সাধন করবে, এমনটাই দাবি করেছেন টেসলা ও এক্স-এর মালিক।

ইলন মাস্ক জানিয়েছেন, আগামী বছরের মধ্যে দৃষ্টিহীনদের চোখে আলো ফোটানো নিউরালিঙ্কের পরবর্তী লক্ষ্য। গত সপ্তাহে এক্স স্পেসেসের সঙ্গে এক কথোপকথনে মাস্ক বলেন, এখন থেকে প্রথম মানব দৃষ্টি ফেরানোর পরীক্ষাগুলো ছয় থেকে ১২ মাসের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে। যা দুটি চোখেই সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিহীন, জন্মগত দৃষ্টিহীনদের চোখে দৃষ্টি ফেরাতে পারবে।

ঠিক কীভাবে করবে এই পদ্ধতি? এই "ব্লাইন্ডসাইট" যন্ত্রটিতে একটি মাইক্রোইলেকট্রোড বিন্যাস রয়েছে। এটি মস্তিষ্কের ভিজ্যুয়াল কর্টেক্সে সংযুক্ত করা থাকে যা ভিজ্যুয়াল ডেটা প্রক্রিয়াকরণ করে। এতে একটি বহিরাগত ক্যামেরা থেকে রিলে করা প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে স্নায়ুগুলোকে উদ্দীপিত করার কাজ করা হয়। ফলে ব্যবহারকারীরা ভিজ্যুয়াল তথ্য উপলব্ধি করতে পারেন। মাস্ক দাবি করেছেন যে বানরের উপর এই পরীক্ষা করে সুফল পাওয়া গিয়েছে।

মানুষের মস্তিষ্কে ওয়্যারলেস চিপ অর্থাৎ মস্তিষ্কের কৃত্রিম সঞ্চালন যন্ত্র বসানোর কাজে সফল হয়েছে নিউরোলিঙ্ক। ২০১৬ সালে নিউরোটেকনোলজি সংস্থা নিউরোলিঙ্কের প্রতিষ্ঠা করেন মাস্ক। মানুষের মস্তিষ্ক এবং কম্পিউটারের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কাজে নামে এই সংস্থা।

হরেক আঁকিবুঁকিতে সুন্দরবনের বর্ণপরিচয়

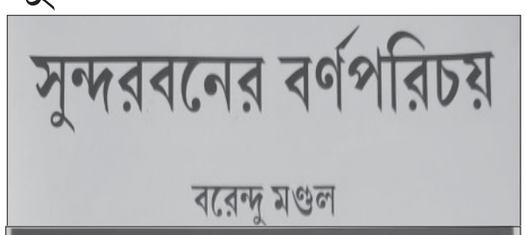

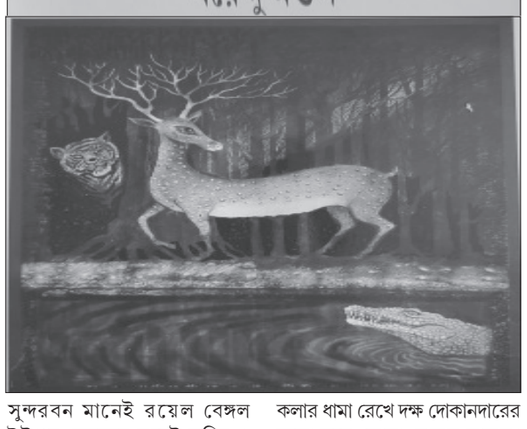

সুন্দরবন মানেই রয়েল বেঙ্গল টাইগার, সুন্দরবন মানেই কুমির ও কাঁকড়ার লীলাখেলা। সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা পরিবেশের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে সুন্দরবন বিশ্বের সর্ববৃহৎ অখণ্ড বনভূমি। পেটের তাগিদে কাঁকড়া, মধু সংগ্রহ ধরতে গিয়ে কখনও বাঘের পেটে যাওয়া তো কখনও বা আবার কুমিরের শিকার হওয়া নিত্য এই লড়াই জারি থাকে সুন্দরবন বাসীদের। তারপরেও মুখে চওড়া হাসি নিয়ে আগামীর খোঁজে পা বাড়ায় তাঁরা। আছে বনবিবি, বাঘ বিধবা পাড়াও। সম্প্রতি লেখক বরেন্দু মণ্ডলের 'সুন্দরবনের বর্ণপরিচয়' বইটি পড়ে একদিকে যেমন নানান আঁকিবুঁকি চিত্র ও ছড়া মনে দাগ কাটলো, ঠিক তেমনই কবিতা ও ছোটগল্পও ভালো লাগলো। 'আকাশ বন্যা' কবিতায় লেখক দেখিয়েছেন, 'বৃষ্টি পড়ে মুষলধারে সোদরবনে বান, পুকুর নদী সব একাকার ভেসে গেল ধান'। অন্যদিকে, 'সুন্দরবনে ছেলেবেলা' ছোটগল্পে লেখক দেখিয়েছেন, 'রহমত চাচার ছেলে সাদিক ও ভোলা সহপাঠী। সামনে কলার ধামা রেখে দক্ষ দোকানদারের মতো করে ভোলা দোকান সাজায়। তিনটি কলা দু' টাকা দাম। মা বলে দিয়েছে। একজন মাঝবয়সী লোক এসে দরদাম করে চলে যায়। পাঠশালার স্যারের মতো চশমা পরা একজন এসে বলে--- "খুব সুরু কলা"। কিছু সময় পরে ঠাকুরদার মতো একজন বুড়োলোক এসে দরদাম করে, এক ডজন কলা নিতে চায়। ভোলা পড়ে মহাবিপদে--- এক ডজন মানে কত, সে জানে না। সব হিসেব তার গুলিয়ে যায়। পাশের রহমত চাচা অবশ্য তাকে বলে দেয় --- এক ডজন মানে বারোটা। লোকটা দাম মিটিয়ে চলে গেছে। কম টাকা দিল? না, বেশি দিল--- ভোলা বুঝতে চায়। পারে না। চাচা আবার সাহস দিয়ে বলে--- আট টাকা দিয়েছেন তো ? হ্যাঁ, দিয়েছেন। মুখে হাসি ফোটে ভোলার। কিছু সময়ের মধ্যে তার কাঁচকলা শেষ হয়ে যায়'। হরেক জীব-জন্তুর সুন্দর প্রচ্ছদ বিশিষ্ঠ 'মাটির পুতুল' প্রকাশনীর অন্তর্গত **বইটির মূল্য ১০০ টাকা**। একবাক্যে বলা যায়, বইটি ৮ থেকে ৮০ সকলের মনেই দাগ কাটবে।

শরীরে পুষ্টির ঘাটতি কিনা বুঝুন পাঁচ লক্ষণ দেখে

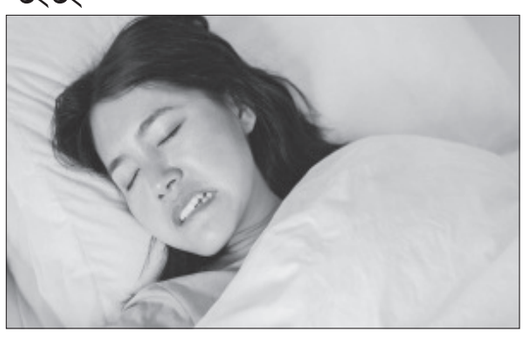

সুস্বাস্থ্যের জন্য সঠিক মাত্রায় পুষ্টির প্রয়োজন। শরীরে পুষ্টির অভাব হলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। পুষ্টির ঘাটতির লক্ষণও ফুটে ওঠে। যা প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করলেই জটিল রোগের বিপদ এড়ানো সম্ভব। আসলে যে কোনও অসুখই প্রথম দিকে চিহ্নিত করলে সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বেশি থাকে। শরীরে পুষ্টির ঘাটতি হয়েছে কিনা কোন কোন উপসর্গ দেখে বুঝবেন? জেনে নিন- ১. পেশিতে টানঃ শরীরে ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম বা ক্যালশিয়ামের ঘাটতি হলে পেশীতে টান ধরতে পারে। বিশেষ করে প্রচুর ঘাম কিংবা শরীরে জলশূন্যতা হলেও মাসল ক্র্যাম্প হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ২. দাঁত কিড়মিড় করাঃ অনেককেই রাতে দাঁত কিড়মিড় করতে দেখা যায়। যার সঙ্গে মানসিক চাপ বা ঘুমের সমস্যার সম্পর্ক রয়েছে। সঙ্গে ম্যাগনেশিয়াম এবং ভিটামিন বি-এর অভাব হলেও এমন লক্ষণ দেখা যায়। ৩. চুল পড়াঃ আজকাল অল্প বয়সিদের মধ্যেও চুল পড়ার সমস্যা নজরে আসে। যার নেপথ্যে শুধু বাহ্যিক পরিচর্যার অভাব নয়, শারীরিক কারণও থাকতে পারে। শরীরে আয়রন, জিঙ্ক, প্রোটিন বা ওমেগা ৩-এর ঘাটতিতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি চুল পড়তে পারে। বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে এই সমস্যা দেখা যায়।

৪. হাত-পা ঝিনঝিন বা অসাড়তাঃ ভিটামিন বি১২-এর অভাবে হাত ও পায়ের আঙুলে ঝিনঝিন বা অসাড়তা দেখা দেয়। বিশেষ করে নিরামিষাশী কিংবা ৫০ বছরের বেশি বয়সিরা এই সমস্যায় বেশি ভোগেন। ৫. ব্রেন ফগঃ আপনার কি সহজে কোনও কিছু মনে থাকে না? মাথার ভিতর কেমন যেন সব গুলিয়ে যায়? তাহলে হয়তো আপনার মস্তিষ্কে কুয়াশা হয়েছে, যা চিকিৎসার পরিভাষায় বলে "ব্রেন ফগ"। শরীরে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের ঘাটতি হলে এমন লক্ষণ দেখা যায়। এই সমস্যার মোকাবিলায় ফ্যাটযুক্ত মাছ কিংবা মাছের তেল খেতে পারেন।

ভিটামিন সি থেকে রেটিনল, রকমারি ফেস সিরামের রূপচর্চা

আজকের দিনে ত্বকের যত্নে ফেস সিরাম সকলের কাছেই পরিচিত। জেল, তেল এবং জল-ভিত্তিক ফর্মুলার মতো বিভিন্ন আকারের সিরামগুলো হালকা দ্রুত ত্বকে শোষণ হয়ে যায়। বর্তমানে ভিটামিন সি, রেটিনল, হায়ালুরোনিক অ্যাসিড এবং নিয়াসিনামাইড সিরাম সমাজ মাধ্যমে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

ফেস সিরামের কাজ কী

ফেস সিরাম ত্বককে গভীরভাবে হাইড্রেট এবং পুষ্টি জোগায়। ভিটামিন সি এবং নিয়াসিনামাইড সিরাম ত্বকের রং উজ্জ্বল করতে এবং দাগছোপ কমাতে সাহায্য করে। ত্বককে মসৃণ, নরম এবং দৃঢ় করে তোলে ফেস সিরাম। ত্বকের ধরণ এবং নির্দিষ্ট চাহিদা বুঝে সিরাম বাছাই করা উচিত। কোন ত্বকের জন্য কী ধরনের সিরাম * শুষ্ক ত্বকের জন্য হাইড্রেটিং সিরাম উপযুক্ত। শুষ্ক ত্বকে হাইলুরোনিক অ্যাসিড বা ভিটামিন ই-যুক্ত সিরাম হাইড্রেশন বাড়াতে সবচেয়ে ভাল কাজ করে। * কালো দাগ কমাতে এবং ত্বক উজ্জ্বল করতে ভিটামিন সি সিরাম এবং ত্বকে দাগ এবং সূক্ষ্ম

রেখা প্রতিরোধে অ্যান্টি-এজিং সিরাম ব্যবহার করা উচিত। সেক্ষেত্রে ত্বক সংবেদনশীল হলে কম সুগন্ধি এবং হালকা উপাদানযুক্ত সিরাম বেছে নিন। * তৈলাক্ত বা ব্রণ-প্রবণ ত্বকের জন্য ব্রণ নিয়ন্ত্রণ সিরাম ব্যবহার করতে পারেন। তৈলাক্ত ত্বকের জন্য স্যালিসিলিক অ্যাসিডযুক্ত তৈলাক্ত নয় এমন সিরাম অতিরিক্ত তেল এবং ব্রণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। সিরাম ও ময়েশ্চারাইজারের মধ্যে পার্থক্য ত্বকের যত্নে সিরাম এবং ময়েশ্চারাইজার দুইই অপরিহার্য, তবে তাদের ভূমিকা ভিন্ন। ময়েশ্চারাইজার মূলত ত্বকের উপরের স্তরে কাজ করে আর্দ্রতা ধরে রাখার জন্য। অন্যদিকে, সিরামের ঘনত্ব পাতলা এবং ত্বকের কোষের গভীরে প্রবেশ করে। ফলে ত্বকের নির্দিষ্ট সমস্যাগুলিকে নিঁখুতভাবে সমাধান করতে পারে। সিরাম ব্যবহারের নিয়ম *হালকা ফেসওয়াশ বা ক্লিনজার দিয়ে মুখ পরিষ্কার করুন। *যদি টোনার ব্যবহার করেন, তাহলে পরবর্তীতে সেটি ব্যবহার করুন। *আঙুলের ডগায় ২ থেকে ৩ ফোঁটা সিরাম নিয়ে আলতো করে মুখে লাগান এবং এটি শুষে নিতে দিন। *এরপর ময়েশ্চারাইজার লাগান। *দিনের বেলায়, ত্বকের সুরক্ষার জন্য সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। *রাতে, সিরাম এবং ময়েশ্চারাইজার বা নাইট ক্রিম লাগাতে পারেন।

ব্যর্থ নিঃশ্বাসে

রতন দাস

আমি পুনরায় সফল
হয়েছি, ব্যর্থতায়
আমি পুনরায় পারিনি স্পর্শ
করতে লক্ষ্যের সিঁড়ি,
তবে ছুঁতে পেরেছি
বেদনার্ত অতীত
বিপরীতে যা সুখ, হাসি,
মুগ্ধতার সমতুল্য সুউচ্চ গিরি।
আমি এক প্রশ্নের সম্মুক্ষীণ
অতিষ্ট এ জীবনে,
সফলতা কি পাবো আমি?
যেটা ভেবে রেখেছি আমি,
আপন মনে।
জীবন সেই এক অসহ্য
ব্যর্থতার গল্প নিয়ে
চৌদিকে ঘিরে রেখেছে
যৌবন, বাল্য আহা কি সুখ,
ভেবে ভেবে ভরে যায় বুক
আমি অলি, চারি
পাশে শুধু মধুবন।
যৌবন যে নকন্টকে
বিছানো কোনো পথ
আঘাত আঘাত শুধু ব্যর্থতার
আঘাত, কত ব্যথা সয়ে
যায় এদেহ নীরবে
অশ্রুসম সাগরতুল্য,
বিনে রক্তপাত।
এই মস্তিস্ক ঝালা পালা,
প্রশ্নের সম্মুখীন হৃদয়ের
ঘোরা ফেরা শুধু সরকারি
চাকরির পিছে,
ভেঙে যায় প্রতি প্রতিবার,
সাজানো স্বপ্ন জীবনকে
মিথ্যে প্রতিশ্রুতি,
অযথা মিছে মিছে।
ব্যর্থ আমি, সফল
তায় প্রতি প্রতিবার
আমাকে হারিয়ে, জয় করে
নেয় এক কালো শক্তি,
যত বারই ছুঁতে চাই
দু'হাতে সেই সফল তার সুখ
কেড়ে নেয় ভাগ্যচক্র যাহাতে
মিলবে সেই স্বর্গতৃপ্তি,
পাই শুধু শূন্যতা,
কটুকথা, কটুউক্তি
ব্যথার বাঁশির নানা সুর,
অশ্রু জলে ভিজে সারা নিশি
নিদ্রাহীনতায় কেটে যায় ভোর।
কারণ, প্রশ্ন প্রশ্ন হাহাকার
হাহাকার চারিদিকে
চাকরি চাকরি চাকরি ধন,
চাকরিবিহীন বিশ্ব ভুবন
কালো কালো আলোর বন।
ব্যর্থ জীবন, ব্যর্থ যৌবন
বাঁচার সম্বল সেই চাকরিটাই,
প্রাইভেট নহে সরকারি,
প্রথম এটাই দরকারি
নয়তো আঘাত পাই পাই।
চলেছে চলছে, এই শিক্ষাটাই,
এটাই সত্য, বাস্তবিক
আর যা কিছু কর্ম,
ধর্ম, মিথ্যে মিথ্যে,
মিথ্যে সব, কর্ম মানে একটাই
কথা চাকরিজীবী
তাহলেই শ্রেষ্ঠ, নয়তোঃ
ব্যর্থতার কলরব।

'ছুঁয়ে দিও মোরে'

অভিজিৎ চৌধুরী

যাবোনা কোথাও
থাকবো এখানেই
যেখানে ভালোলাগা,
'ভালোবাসা'
খুবই কাছাকাছি ছিল
'কোন একদিন'।
এখানে আমাতে 'তুমিময়',
ছিল ব্যাকুল আবেগ
এখানে তুমি কাজল নয়ণে
চেয়ে থাকতে শুধুই।
এখানে জমা পড়ে আছে
যত ক্ষত বিক্ষত
'পুরোনো স্মৃতি'।
আসলে সীমানাটা তোমারই
অভিমানী নদে ভেসে যাওয়া
ছিন্ন 'পাল' আমি,
মনে আছে কী?
শোঁকে, কেঁপে কেঁপে
পাশেই ছিলাম
'কোন একদিন',
দহন দিনে ছায়া হয়ে
ওগো, ছুঁয়ে দিও মোরে,
ছেঁড়ে দিওনা,
এমনও বইছি,
রেখে যাওয়া 'দাগ'।
তোমারই গাঁথা স্মৃতি রং।
কতটা নিখোঁজ, আমি।
এতটা চিহ্ন একোনা।
যেখানে আমাতে 'তুমিময়।
ছিল ব্যাকুল ভালোবাসা'।

শনিবার আগরতলায় এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।

বেলুচিস্তান: মানবাধিকার কর্মীদের কেকেচ জেলার আবদোয়ী সীমান্ত বন্ধ রাখার জন্য পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের কড়া সমালোচনা

কোয়েটা, ২৮ জুন : বেলুচিস্তানের মানবাধিকার কর্মীরা কেচ জেলার আবদোয়ী সীমান্ত ক্রমাগত বন্ধ রাখার জন্য পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তারা এটিকে ইসলামাবাদের অর্থনৈতিক শোষণের একটি পদ্ধতি বলে বর্ণনা করেছেন।

বেলুচিস্তানের মানবাধিকার সংস্থা বেলুচ ইয়াকজেহতি কমিটি জানিয়েছে, ১৯ মার্চ থেকে কেচের আবদোয়ী সীমান্ত বন্ধ রয়েছে। এর ফলে বেলুচিস্তানে শত শত পরিবারের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস বন্ধ হয়ে গেছে। বিকল্প জীবিকার অভাব এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকটের কারণে এই বন্ধের ফলে অনেক সম্প্রদায় ক্ষুধা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ী, শ্রমিক এবং নাগরিকরা পরপর দ্বিতীয় দিনের মতো শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান ধর্মঘট পালন করেছেন। বিক্ষোভকারীরা অঙ্গীকার করেছেন যে, সীমান্ত পুনরায় খোলা না হওয়া এবং তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

বিওয়াইসি অভিযোগ করেছে যে, পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ আলোচনার পরিবর্তে বিক্ষোভ দমনের চেষ্টা করেছে। নিরাপত্তা বাহিনী লাঠিচার্জ এবং বলপ্রয়োগ করে বিক্ষোভকারীদের ভয় দেখানোর ও ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করেছে।

বিওয়াইসি আরও বলেছে, এই দীর্ঘস্থায়ী সীমান্ত বন্ধ কেবল একটি লজিস্টিক সমস্যা নয়, বরং এটি নিয়ন্ত্রণের একটি বৃহত্তর পদ্ধতির অংশ, যেখানে অর্থনৈতিক চাপকে বশ করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বেলুচিস্তানে, যেখানে দুর্নীতি ও অনুন্নয়ন ইতিমধ্যেই সুযোগ সীমিত করে দিয়েছে, সেখানে সীমান্ত বন্ধের ফলে একটি মানবিক সংকট তৈরি হয়েছে যা সবাইকে প্রভাবিত করছে এবং হতাশা ক্রমশ বাড়ছে।

কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে সীমান্ত খোলার আহ্বান জানিয়ে বিওয়াইসি নাগরিকদের অধিকারকে সম্মান জানাতে এবং শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে বলপ্রয়োগ বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে। তারা উল্লেখ করেছে যে, এই দাবিগুলি উপেক্ষা করলে ইতিমধ্যেই সংকটের দ্বারপ্রান্তে থাকা জনগণের মধ্যে অসন্তোষ ও প্রতিরোধ আরও গভীর হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

বেলুচিস্তানের জনগণ বর্তমানে পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। বেলুচিস্তানের বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা বারবার প্রদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর দমন-পীড়ন তুলে ধরেছে, যার মধ্যে বেলুচ নেতা ও নাগরিকদের বাড়িতে সহিংস অভিযান, বেআইনি গ্রেপ্তার, জোরপূর্বক গুম, "হত্যা ও ফেলে দেওয়া" নীতি, জনশৃঙ্খলা অধ্যাদেশের অধীনে আটক এবং মিথ্যা পুলিশ মামলা দায়ের করা অন্তর্ভুক্ত।

মালয়েশিয়ায় আইএস-অনুপ্রাণিত উগ্রবাদে জড়িত থাকার অভিযোগে ৩৬ বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

কুয়ালালামপুর, ২৮ জুন : মালয়েশিয়ায় ইসলামিক স্টেট দ্বারা অনুপ্রাণিত উগ্রবাদ প্রচারকারী একটি কট্টরপন্থী গোষ্ঠীর সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ৩৬ জন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২৪ এপ্রিল থেকে সেলাঙ্গর এবং জোহর রাজ্যে শুরু হওয়া নিরাপত্তা অভিযানের অংশ হিসেবে এই গ্রেপ্তারগুলো করা হয়েছে। রয়্যাল মালয়েশিয়ান পুলিশ শুক্রবার, ২৭ জুন এই গ্রেপ্তারের ঘোষণা দিয়েছে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, এই গোষ্ঠীটি ইসলামিক স্টেটের মতাদর্শের ভিত্তিতে উগ্রবাদকে দিচ্ছিল। অভিযোগ রয়েছে যে, এই গোষ্ঠী কট্টরপন্থী বিশ্বাস ছড়ানো, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য তহবিল সংগ্রহ এবং বাংলাদেশে বৈধ সরকারকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে নিয়োগ কোষও স্থাপন করেছিল। তারা বিশেষত তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়কে এই উদ্দেশ্যে লক্ষ্যবস্তু করছিল।

গ্রেপ্তারকৃত ৩৬ জনের মধ্যে, পাঁচজনের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির অধ্যায় ভিআইএ (যা সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কিত অপরাধগুলিকে কভার করে) এর অধীনে জড়িত থাকার অভিযোগ চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৫ জনকে নির্বাসনের আদেশ জারি করা হয়েছে, এবং আরও ১৬ জন ইসলামিক স্টেটের মতাদর্শ প্রচারে তাদের ভূমিকার জন্য এখনও তদন্তাধীন।

মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাতুক সেরি সাইফুদ্দিন নাসুশন ইসমাইল বলেছেন যে, তার দেশ কোনো বিদেশী উগ্রবাদী কার্যকলাপ বরদাস্ত করবে না। তিনি আরও বলেন যে, জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার করতে এবং দেশকে সন্ত্রাসীদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল হওয়া থেকে রোধ করতে অবিরাম প্রচেষ্টা চালানো হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাইফুদ্দিন সতর্ক করে দিয়েছেন যে, মালয়েশিয়াকে জঙ্গি অভিযানের ঘাঁটি বা চরমপন্থী আন্দোলনের ট্রানজিট কেন্দ্র বানানোর যেকোনো প্রচেষ্টা দৃঢ়, দ্রুত এবং কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমে মোকাবিলা করা হবে।

২৯শে জুন পালিত হবে 'পরিসংখ্যান দিবস' - থিম: 'জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ৭৫ বছর'

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন : পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রক ২০২৫ সালের ২৯শে জুন নয়াদিল্লির ডঃ আম্বেদকর আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে ১৯তম পরিসংখ্যান দিবস উদযাপন করবে। এই দিনটি পরিসংখ্যান ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ প্রফেসর প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশের জন্মবার্ষিকী স্মরণে প্রতি বছর পালিত হয়। পরিসংখ্যান দিবসের উদ্দেশ্য হল জাতীয় উন্নয়নে আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়নে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা।

২০০৭ সাল থেকে প্রতি বছর পরিসংখ্যান দিবস জাতীয় প্রাসঙ্গিকতার একটি থিম নিয়ে উদযাপিত হয়। ২০২৫ সালের জন্য থিম হল 'জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ৭৫ বছর', যা ভারতে প্রমাণ-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং শাসন ব্যবস্থাকে সমর্থন করার জন্য নির্ভরযোগ্য ও সময়োপযোগী পরিসংখ্যানগত তথ্য প্রদানে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে তুলে ধরে।

এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্ব), পরিকল্পনা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্ব) এবং সংস্কৃতি মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী রাও ইন্দ্রজিৎ সিং, যিনি এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। উদ্বোধনী অধিবেশনে জাতীয় পরিসংখ্যান কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর রাজীব লক্ষ্মণ করন্দিকর এবং এমওএসপিআই সচিব ডঃ সৌরভ গর্গও বক্তব্য রাখবেন।

জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে মন্ত্রক একটি স্মারক মুদ্রা এবং কাস্টমাইজড মাই স্ট্যাম্প প্রকাশ করবে। এই উপলক্ষে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যানগত প্রকাশনাও উন্মোচন করা হবে, যার মধ্যে রয়েছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য - জাতীয় সূচক ফ্রেমওয়ার্ক অগ্রগতি রিপোর্ট ২০২৫ এবং ভারতে পুষ্টি গ্রহণ ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪।

এছাড়াও, অফিসিয়াল ডেটাতে ব্যবহারকারী-বান্ধব প্রবেশাধিকার সহজ করার জন্য এমওএসপিআই দ্বারা তৈরি গোইস্টেট মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটিও চালু করা হবে। অনুষ্ঠানের সময় পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে মর্যাদাপূর্ণ প্রফেসর সি.আর. রাও জাতীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে। এমওএসপিআই দ্বারা আয়োজিত ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন হ্যাকাথনের বিজয়ীদেরও অভিনন্দন জানানো হবে। এমওএসপিআই -এর মহাপরিচালক শ্রী পি. আর. মেশরাম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন।

উদ্বোধনী অধিবেশনের পর একটি প্রযুক্তিগত অধিবেশন হবে, যেখানে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ৭৫ বছর তুলে ধরে একটি ছোট্ট চলচ্চিত্র দেখানো হবে। এরপর প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ডঃ শমিকা রবি দ্বারা পরিচালিত 'অফিসিয়াল পরিসংখ্যানে অগ্রণী প্রযুক্তির প্রভাব' বিষয়ে একটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। প্যানেলে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইমিউনোলজির (জাতীয় রোগপ্রতিরোধ বিজ্ঞান সংস্থা) পরিচালক ডঃ দেবাশীষ মোহান্তি, ওয়াদওয়ানি সেন্টার ফর গভর্নমেন্ট ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের সিইও শ্রী প্রকাশ কুমার এবং আদিত্য বিড়লা ম্যানেজমেন্ট কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেডের অ্যানালিটিক্স কনসাল্টিং অ্যান্ড সলিউশনের প্রধান, এসভিপি শ্রী অমিতাভ ত্রিপাঠী অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, নীতি আয়োগ, রাজ্য সরকার, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংস্থার প্রতিনিধি, ডোমেন বিশেষজ্ঞ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য অংশীদার সহ প্রায় ৭০০ জন অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতি আশা করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানের মূল অংশগুলি এমওএসপিআই -এর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমেও দেখা যাবে।

দেশের উত্তর-পশ্চিম, মধ্যাঞ্চল, পূর্ব এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আগামী ৭ দিনে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা: আবহাওয়া দপ্তর

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন : আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দেশের উত্তর-পশ্চিম, মধ্যাঞ্চল, পূর্ব এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আগামী সাত দিনে খুব ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আজ গুজরাট, কেরালা, মাহে, মধ্য মহারাষ্ট্র এবং উত্তরাখণ্ডে তীব্র বৃষ্টিপাতের অনুমান করা হচ্ছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পূর্ব ও পশ্চিম রাজস্থান এবং জম্মু ও কাশ্মীরে আগামী দুই-তিন দিন প্রবল বৃষ্টি হতে পারে। হিমাচল প্রদেশ ও পাঞ্জাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, আর উত্তরাখণ্ডে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। এই অঞ্চলে বাতাসের গতিবেগ ৩০-৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা হতে পারে। জম্মু ও কাশ্মীর এবং পশ্চিম রাজস্থানেও ২৮-২৯ জুন ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিমে ৩ জুলাই পর্যন্ত।

সচল লামডিং- বদরপুর

● প্রথম পাতার পর

দেওয়া হবে ট্র্যাক পরিষ্কার হওয়ার পরেই, বলেন তিনি।

সাথে তিনি যোগ করেন, পুনরুদ্ধার পরবর্তী সময়ে ২৮ জুন শুরু হওয়া ট্রেন নম্বর ১৩১৭৫ শিয়ালদহ-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেন হিসেবে পুনরুদ্ধারকৃত রুট দিয়ে চলাচল করবে। এরপর ২৯ জুন শুরু হওয়া ট্রেন নম্বর ১৩১৭৪ সাব্রুম-শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসও একই রুট ব্যবহার করে চলবে। এছাড়া, আটকে থাকা যাত্রীদের সুবিধার্থে ২৯ জুন রঙিয়া থেকে আগরতলা পর্যন্ত একটি বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টির কারণে একাধিক ভূমিধ্বসের ফলে এই রেলপথের ক্ষতিগ্রস্ত অংশটি অচল হয়ে পড়েছিল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান, পুনরুদ্ধার কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন এবং মাঠে কাজ করা কর্মীদের উৎসাহ প্রদান করেন। তিনি দ্রুত রেল চলাচল স্বাভাবিক করতে সর্বোচ্চ জনবল ও যন্ত্রপাতি মোতায়েনের নির্দেশ দেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনজীবন ও অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই রেলপথ পুনরায় সচল হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন যাত্রীরা ও ব্যবসায়ী মহল।

আসামের দুগ্ধ প্রকল্পে অনিয়ম

প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইলেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ

গুয়াহাটি, ২৮ জুন: কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে আসামের দুটি সরকারি কৃষি প্রকল্পের বাস্তবায়নে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব এবং অনিয়মের গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীকে লেখা এক চিঠিতে গগৈ 'বাণিজ্যিক দুগ্ধ খামার প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোক্তাদের সহায়তা (২০২২-২৩)' প্রকল্পের অবিলম্বে পর্যালোচনার আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি অভিযোগ করেছেন যে, এই কর্মসূচিযা দুগ্ধ চাষে প্রকৃত উদ্যোক্তাদের সহায়তা করার জন্য তৈরি হয়েছিলরাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার জন্য অপব্যবহার করা হচ্ছে। গগৈ তাঁর চিঠিতে বলেছেন, 'এই প্রকল্প, যা প্রতি ইউনিটে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ভর্তুকি প্রদান করে, দুগ্ধ উদ্যোক্তাদের সমর্থন এবং আঞ্চলিক দুধ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।

তবে, বেশ কয়েকজন সুবিধাভোগীর মধ্যে শাসক দলের মন্ত্রী ও বিধায়কদের আত্মীয় এবং সহযোগীরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।' তিনি বঙ্গাইগাঁওয়ের মতো জেলাগুলি থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টের কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে যোগ্য এবং দীর্ঘদিনের দুগ্ধ চাষীদের একাধিক আবেদন সত্ত্বেও উপেক্ষা করা হয়েছে, যা সুবিধাভোগী নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব এবং অন্যায্যতার ইঙ্গিত দেয়।

গগৈ আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মারও সমালোচনা করেছেন মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের পরিবারের সদস্যদের এই প্রকল্পের সুবিধাভোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রকাশ্যে রক্ষা করার জন্য। তিনি যোগ করেছেন, 'এটি কেবল জনগণের আস্থা ক্ষুণ্ণ করে না, বরং রাজনৈতিক পক্ষপাতের এক উদ্বেগজনক সমর্থনকে প্রতিফলিত করে,' জোর দিয়ে বলেছেন যে এটি সমতা ও ন্যায়বিচারের সাংবিধানিক মূল্যবোধকে দুর্বল করে।

নিজের চিঠিতে গগৈ গরুঘুটি কৃষি প্রকল্পে কথিত আত্মসাতের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যা গিরি গাভী বিতরণের মাধ্যমে জনকল্যাণ প্রচারের জন্য ৫.৫ কোটি টাকার বেশি সরকারি তহবিল দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। গগৈয়ের মতে, এই প্রকল্পের অধীনে গবাদি পশু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে যুক্ত সংস্থাগুলিকে বরাদ্দ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেন জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া (ক্যাবিনেট মন্ত্রী ও নলবাড়ির বিধায়ক) এর স্ত্রী, ভূপেন পেগু (জোনাইয়ের বিধায়ক), উৎপল বোরাহ (গোহপুরের বিধায়ক), দিগন্ত কলিতা (কমলপুরের বিধায়ক), এবং দিলীপ সাইকিয়া (সাংসদ)।

এই কথিত সম্পদ সরিয়ে নেওয়াকে 'জনস্বার্থের গুরুতর বিশ্বাসঘাতকতা' আখ্যা দিয়ে গগৈ প্রধানমন্ত্রী মোদীকে এই বিষয়ে একটি আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করার জন্য অনুরোধ করেছেন, যাতে জনকল্যাণমূলক কর্মসূচিতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং ন্যায়সঙ্গত প্রবেশাধিকার বজায় থাকে।

যাত্রীবাহী বাস ও স্কুটির

● প্রথম পাতার পর

পরিবারে পৌঁছতে সকলের ছুটে আসে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায়।

সাইবার অপরাধ

● প্রথম পাতার পর

লাগিয়ে এখন অনেক কিছু করা যায়। অপারেশন সিঁদুরের সময় প্রযুক্তির ব্যবহার আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। প্রযুক্তির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আমাদেরও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আর সাইবার ক্রাইমও এখন সন্ত্রাসবাদের পর্যায়ে চলে এসেছে। এর বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখতে হবে। সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিতে হবে। সেই সঙ্গে ভাইরাস ও হ্যাকারদের বিরুদ্ধেও সতর্ক থাকতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি আশা করি এই সাইবার ক্রাইম থানা তাদের দক্ষতার পরিচয় দেবে ও মানুষের আস্থা অর্জন করবে।

অনুষ্ঠানে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ বলেন, বর্তমান বিশ্বে সাইবার অপরাধ দিন দিন বেড়েই চলছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যের আরক্ষা প্রশাসনের আধুনিকীকরণে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এরফলে ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে অপরাধের হার ২০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে এখন পর্যন্ত রাজ্যের প্রায় ৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া শেষ করার পর সাইবার অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের নিকট এখন পর্যন্ত ৩২ লক্ষ টাকা হস্তান্তর করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, এ.ডি.জি.পি. এম. রাজামুরুগন এবং জি. এস. রাও সহ আরক্ষা বাহিনীর অন্যান্য আধিকারিকগণ।

আবারও দুঃসাহসিক চুরি

● প্রথম পাতার পর

দে পুরকাইস্থ এক সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে উত্তর জেলার পানিসাগর মহকুমার জলেবাসা এলাকায় গিয়েছিলেন। ওই সময় বাড়িটি ফাঁকা ছিল। শনিবার সকালে তাঁর দেবর ঘুম থেকে উঠে দেখেন, মূল দরজার তালা ভাঙা এবং দরজাটি আধখোলা অবস্থায় রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় ধর্মনগর থানায়। কিন্তু স্থানীয়দের অভিযোগ, খবর দেওয়ার তিন ঘণ্টা পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। যুগমায়া দেবীর অভিযোগ, চোরেরা বাড়ি থেকে নগদ ১০ হাজার টাকা, একটি সোনার চেইন, একজোড়া সোনার কানের দুল এবং একটি সোনার আংটি নিয়ে পালিয়ে যায়।

এদিকে, ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। স্থানীয়দের দাবি, সম্প্রতি ধর্মনগর থানার অধীন এলাকায় একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটলেও পুলিশ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অপরাধীদের ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। অনেকের অভিযোগ, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তাই চোরদের সাহস বাড়িয়ে তুলছে। তারা মনে করছেন, পুলিশের টহল ও নজরদারির ঘাটতির ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার বোধ প্রবল হয়ে উঠছে।এ অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা অবিলম্বে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি তুলেছেন। একইসঙ্গে এলাকায় নিয়মিত পুলিশি টহল ও নজরদারি আরও জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।

লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার সহ আটক এক

● প্রথম পাতার পর

ওসি আরও জানান, উদ্ধারকৃত ব্রাউন সুগারের বাজার মূল্য লক্ষাধিক টাকা। পুলিশ সুরজিৎকে আটক করেছে। তার বিরুদ্ধে একটি এনডিপিএস মামলা হাতে নেওয়া হয়েছে।

জনজাতি কল্যাণে নিরলস

● প্রথম পাতার পর

প্রতিটি জনজাতি ভাই-বোনের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে। এটাই ডবল ইঞ্জিন সরকারের সুফল।"

কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

থেকে মানুষকে দূরে রাখাই তাঁদের আসল উদ্দেশ্য।

তাঁর কটাক্ষ, কমিউনিস্টরা হল পার্মানেন্ট ইমার্জেন্সি। ক্ষমতার দম্ভে ৩৫ বছর ত্রিপুরার মানুষকে সমস্ত ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা ইংরেজদের ব্যবস্থাকেই কায়েম করে রেখেছিলো। তাঁরা রাজনৈতিক স্বার্থ আদায়ের পরোক্ষ কাহিনী। ইতিহাস ভুলিয়ে দিলেই, অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে, এই প্রচেষ্টাই ছিল তাঁদের।

পানীয় জলের

● প্রথম পাতার পর

এলাকাবাসীরা জানান, তাঁরা আর প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস রাখতে পারছেন না এবার যেন দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রশাসন। না হলে ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন তারা। এটি শুধু একটি পাইপলাইন নয়, এটি এক গ্রামের বেঁচে থাকার প্রশ্ন, এমনই মন্তব্য উঠে আসে বিক্ষুব্ধ জনতার কণ্ঠে।

শিশুদের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে

● প্রথম পাতার পর

উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয়েছে।

টিকাকরণ কভারেজে উন্নতির উপর ক্রমাগত মনোযোগ দিয়ে, ভারত বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর জন্য একটি সক্রিয় এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। "শূন্য ডোজ" বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২৪ ১১টি রাজ্যের ১৪৩টি জেলায় শুরু করা হয়েছে, যেখানে টিকাকরণ থেকে বঞ্চিত শিশুদের সংখ্যা অনেক বেশি। মিশন ইন্দ্রধনুশ (২০১৪ সাল থেকে), যা ২০১৭ সালে রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতায় আরও দ্রুত করা হয়েছিল, এর অধীনে ৫.৪৬ কোটি শিশু এবং ১.৩২ কোটি গর্ভবতী মহিলাকে টিকাকরণ করা হয়েছে, যারা পূর্বে টিকাকরণ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। জাতীয় টিকাকরণ দিবস এবং উপ-জাতীয় টিকাকরণ দিবসের মাধ্যমে ভারত ২০১৪ সাল থেকে পোলিও-মুক্ত অবস্থা বজায় রেখেছে। গ্রাম স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস এবং বহু-স্তরের টাস্ক ফোর্স (রাজ্য, জেলা এবং ব্লক স্তর) সমন্বিত ও কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে। ইউ-উইন প্ল্যাটফর্ম টিকাকরণের অবস্থা ডিজিটালভাবে ট্র্যাক করে, যাতে কোনো শিশু টিকাকরণ থেকে বঞ্চিত না হয়। জনসচেতনতা অভিযান গণমাধ্যম, কমিউনিটি রেডিও, সোশ্যাল মিডিয়া এবং পথনাটকের মাধ্যমে পরিবারগুলিকে শিক্ষিত করার জন্য দ্রুত করা হচ্ছে।

ভারতের বার্ষিক জন্ম গোষ্ঠীর (২.৬ কোটি) সংখ্যা নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ফিনল্যান্ড এবং সুইজারল্যান্ড সহ অনেক দেশের মোট জনসংখ্যা থেকেও বেশি। ডব্লিউইউএনইআইসি রিপোর্ট ২০২৩ অনুসারে, ভারত সমস্ত অ্যান্টিজেনে বৈশ্বিক গড়কে ছাড়িয়ে গেছে। বিশেষ করে, ডিটিপি১ এবং ডিটিপি৩ এর জন্য জাতীয় কভারেজ, "শূন্য ডোজ" শিশুর সর্বাধিক সংখ্যক থাকা অন্যান্য দেশের তুলনায় সর্বোচ্চ। উচ্চ জনসংখ্যার আকার এবং সামাজিক-ভৌগোলিক বৈচিত্র্য সত্ত্বেও, ভারতে জাতীয় ডিটিপি-১ (পেন্টা-১) এর কভারেজ ৯৩ু। ডিটিপি-১ থেকে ডিটিপি-৩ পর্যন্ত ড্রপআউট শতাংশ ২০১৩ সালে ৭ু থেকে ২০২৩ সালে ২ু এ নেমে এসেছে এবং হামের কভারেজ ২০১৩ সালে ৮৩ু থেকে ২০২৩ সালে ৯৩ু এ বেড়েছে। চূড়ান্ত ডব্লিউইউএনইআইসি রিপোর্ট অনুসারে, মোট জনসংখ্যার শতাংশ হিসেবে, ইয়েমেন (১.৬৮ু), সুদান (১.৪৫ু), অ্যাঙ্গোলা (১.১ু), আফগানিস্তান (১.১ু), নাইজেরিয়া (০.৯৮ু), ডিআর কঙ্গো (০.৮২ু), ইথিওপিয়া (০.৭২ু), ইন্দোনেশিয়া (০.২৩ু), পাকিস্তান (০.১৬ু) এর মতো দেশগুলির তুলনায় ভারতে (২০২৩ সালে ০.১১ু) "শূন্য ডোজ" শিশুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কম। ভারত সরকার সর্বদা সার্বজনীন টিকাকরণ কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, যাতে দেশের শিশুরা মারাত্মক রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকে। ২০১৪ সালে পোলিও নির্মূল, ২০১৫ সালে মাতৃ ও নবজাতক টিটেনাস নির্মূল এবং সম্প্রতি ২০২৫ সালে হাম রুবেলা অভিযান শুরু এর প্রমাণ। লক্ষ্যভিত্তিক কৌশল এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ স্বাস্থ্যকর্মীদের সাহায্যে, ব্যাপক টিকাকরণ কভারেজ নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি শেষ ব্যক্তির কাছে পরিষেবা পৌঁছানোর চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

চা বাগানে যুবকের রক্তাক্ত

● প্রথম পাতার পর

খবর যায় সুন্দরটিলা ফাড়িতে। ফাড়ির ওসি ধ্রুবজ্যোতি দেববর্মা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুরো এলাকা কর্ডণ করে রাখেন তদন্তের স্বার্থে।

ওসি সিধাই থানা এবং এসডিপিও অফিসে মেসেজ পাঠান এবং ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টকে তদন্তের স্বার্থে আসার আহ্বান রাখেন। প্রাথমিক তদন্তে এটি খুনের ঘটনা বলেই বলে করছেন পুলিশ। তবে স্থানীয়রা কেউ মৃতদেহটিকে সনাক্ত করতে পারেনি।

জানা যায় গতকাল মোহনপুর গোপালনগর এর বিকাশ দেবনাথ নামে এক যুবক নিখোঁজ হয়, যেটা পরবর্তীতে সিধাই থানায় মিসিং ডাইরি ও করা হয়। মৃতদেহটির সাথে গোপালনগরের বিকাশ দেবনাথের চেহারার মিল রয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এখন পুলিশের সঠিক তদন্তে আসল ঘটনার রহস্য উন্মোচিত হবে বলে ধারণা সাধারনের।

শনিবার আগরতলায় বরজরং পূজার আয়োজন করা হয়।

এমএনআরই-র বায়োমাস কর্মসূচির নির্দেশিকায় বড়সড় সংশোধনী পরিচ্ছন্ন শক্তি প্রচারে নতুন দিগন্ত

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন: নবীন ও নবায়নযোগ্য শক্তি মন্ত্রক সম্প্রতি জাতীয় জৈব শক্তি কর্মসূচির প্রথম ধাপের অধীনে বায়োমাস কর্মসূচির জন্য সংশোধিত নির্দেশিকা জারি করেছে। এই নির্দেশিকাগুলি ২০২১-২২ অর্থবর্ষ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এই সংশোধনীগুলির মূল লক্ষ্য হল পরিচ্ছন্ন শক্তি সমাধানের প্রচার, ব্যবসা করার প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করা এবং সারা ভারতে বায়োমাস প্রযুক্তির ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি করা।

নতুন কাঠামোর অধীনে, মন্ত্রক বেশ কয়েকটি প্রক্রিয়াকে সহজ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে কাগজপত্র হ্রাস এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াকে সরলীকরণ, যা বিশেষ করে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ -কে তাদের উৎপাদন বাড়াতে সহায়তা করবে। এই পরিবর্তনগুলি ফসলের অবশিষ্টাংশ ব্যবস্থাপনার উন্নতি এবং ২০৭০ সালের মধ্যে ভারতের নেট-জিরো নির্গমনের বৃহত্তর লক্ষ্যের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ।

প্রযুক্তিগত সংহতকরণ এই সংশোধনীগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এখন এসসিএডিএ-এর মতো ব্যয়বহুল ও উচ্চ-প্রযুক্তি ব্যবস্থার পরিবর্তে আইওটি-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ সমাধান বা ত্রৈমাসিক ডেটা জমা দেওয়ার বিকল্প থাকবে। এই সাশ্রয়ী পদক্ষেপটি ডিজিটাল পর্যবেক্ষণ এবং জবাবদিহিতা বাড়াবে, বিশেষ করে ছোট ব্যবসার ক্ষেত্রে।

নির্দেশিকাগুলিতে নথিপত্রের প্রয়োজনীয়তাও উল্লেখযোগ্যভাবে সরলীকরণ করা হয়েছে। ব্রিকুয়েট এবং পেলেট উৎপাদনকারী প্ল্যান্টের ডেভেলপারদের এখন অনুমোদন সংক্রান্ত একাধিক নথি জমা দিতে হবে না। এই পরিবর্তন সময় বাঁচাবে এবং ব্যবসা করা সহজ করবে।

পরিচালনাগত নমনীয়তা বাড়াতে, আগেকার দুই বছরের ব্রিকুয়েট বা পেলেট বিক্রয় চুক্তির প্রয়োজনীয়তা এখন একটি সাধারণ বিক্রয় চুক্তি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এই পরিবর্তন প্রকল্প ডেভেলপারদের দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতে আবদ্ধ না হয়ে বাজারের পরিস্থিতির প্রতি আরও গতিশীলভাবে সাড়া দিতে দেবে। সংশোধিত নির্দেশিকা অনুযায়ী, বায়োমাস পণ্যের নমনীয় বিক্রির অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যার অর্থ ব্যবসা শুরু করার জন্য এখন দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির প্রয়োজন নেই। এছাড়াও, কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা উপাদান এর অধীনে ভর্তুকি বিতরণের প্রক্রিয়াটি কর্মক্ষমতা-ভিত্তিক এবং স্বচ্ছ করা হয়েছে। ৮০ এর বেশি দক্ষতার সাথে চলমান প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ আর্থিক সহায়তা পাবে, যখন ৮০ এর কম দক্ষতার প্রকল্পগুলি আনুপাতিক হারে সহায়তা পাবে। কর্মক্ষমতা পরিদর্শন সময়কাল সরলীকরণ করা হয়েছে। পূর্বে এটি কমিশনিংয়ের তারিখ থেকে ১৮ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হতো, কিন্তু এখন এটি কমিশনিংয়ের তারিখ থেকে বা নীতিগত অনুমোদনের তারিখ থেকে ১৮ মাসের মধ্যে করা যাবে, যেটি পরে হবে। উপরন্তু, ডেভেলপারদের মাঠ পর্যায়ের পরিচালনগত চ্যালেঞ্জগুলি পূরণ করার জন্য, এমএনআরই সচিব সময়সীমা বাড়াতে পারবেন।

পরিদর্শন চলাকালীন, পূর্বে তিন দিনের একটানা গড় ১৬ ঘণ্টা প্রতিদিনের হারে নির্ধারিত ক্ষমতার ৮০ শতাংশে অপারেটিং প্ল্যান্টের ভিত্তিতে কর্মক্ষমতা রিপোর্ট তৈরি করা হতো। তবে, এখন এটি শুধুমাত্র ১০ ঘণ্টায় নামিয়ে আনা হয়েছে। কারণ পরিদর্শন প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো দাবি করা এবং পরিচালন ক্ষমতার সত্যতা যাচাই করা এবং ১০ ঘণ্টা একটানা অপারেশন পর্যবেক্ষণ এই উদ্দেশ্যের জন্য যথেষ্ট হবে।

বায়ুদূষণ, বিশেষ করে উত্তর ভারতে ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানোর কারণে সৃষ্ট দূষণের জরুরি প্রয়োজন উপলব্ধি করে, নতুন নির্দেশিকাগুলিতে একটি নিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর অধীনে দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশের এনসিআর জেলাগুলিতে বায়োমাস পেলেট উৎপাদকদের এমএনআরই বা সিপিসিবি থেকে সবচেয়ে বেশি উপকারী সহায়তা প্রকল্প বেছে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে, এই সংশোধিত নির্দেশিকাগুলি বায়োমাস কর্মসূচির মসৃণ বাস্তবায়নে এবং চলমান প্ল্যান্টগুলিতে অনুমোদিত আর্থিক সহায়তার সময়মতো বিতরণে সহায়তা করবে। একই সাথে, এটি এই ক্ষেত্রকে আরও বায়োমাস-ভিত্তিক প্ল্যান্ট স্থাপনে উৎসাহিত করবে। এর ফলে অবশেষে ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানোর সমস্যার মোকাবিলা করা যাবে এবং কৃষি বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হবে। এই আপডেট করা নির্দেশিকাগুলি ব্যবসাগুলির জন্য বায়োমাস প্রযুক্তি গ্রহণ করা সহজ করবে, দক্ষ অপারেশনের জন্য আর্থিক প্রণোদনা দেবে এবং ভারতের পরিচ্ছন্ন শক্তি প্রচেষ্টাকে সমর্থন করবে, পাশাপাশি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং দূষণ হ্রাসের জন্য বাস্তবসম্মত, ব্যবসা-বান্ধব সমাধানগুলিকে প্রচার করবে।

প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী মাদাগাস্কারের ৬৫তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিলেন

আন্টানানারিবো, ২৮ জুন : ভারতীয় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রী সঞ্জয় শেঠ ২৫ থেকে ২৭ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত মাদাগাস্কারের রাজধানী আন্টানানারিবোতে এক সরকারি সফরে আসেন। এই সফরে তিনি একটি উচ্চ-পর্যায়ের ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। এই সফরকালে প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী মাদাগাস্কারের ৬৫তম স্বাধীনতা দিবস এবং মালাগাছি সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

শ্রী সঞ্জয় শেঠ মাদাগাস্কারের সশস্ত্র বাহিনীর মন্ত্রী লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহিভেলো লালা মোনজা ডেলফিনের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। এই বৈঠকে উভয় দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, বিশেষ করে সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং ক্ষমতা নির্মাণ সম্প্রসারণের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়। তিনি মাদাগাস্কারের প্রধানমন্ত্রী শ্রী ক্রিশ্চিয়ান এন্টসের সাথেও সাক্ষাৎ করেন এবং মাদাগাস্কারের ৬৫তম স্বাধীনতা বার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান।প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী আন্টানানারিবোতে ভারতীয় দূতাবাস আয়োজিত ভারতীয় সম্প্রদায়ের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও যোগ দেন। তিনি মাদাগাস্কারে বসবাসকারী ভারতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের ভারতের সাম্প্রতিক উন্নয়ন এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বর্তমানে চলমান অর্থনৈতিক রূপান্তরকারী কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করেন।

ভারত এবং মাদাগাস্কার ভারত মহাসাগর অঞ্চলের নিকট প্রতিবেশী এবং সহযোগী উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব এবং বন্ধুত্বপূর্ণ জনগণের সম্পর্ক বজায় রেখেছে। ভারতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, মাদাগাস্কারের উন্নয়ন যাত্রায় ভারত একটি নির্ভরযোগ্য এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অংশীদার হিসেবে থাকবে। প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রীর এই সফর সাগর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতি রেখে মাদাগাস্কারের সাথে অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করার ভারতীয় প্রতিশ্রুতির কথা পুনর্ব্যক্ত করে।

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সমবায় মন্ত্রীদের মন্থন বৈঠক ৩০ জুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন : ভারত সরকারের সমবায় মন্ত্রক আগামী ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপম-এ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সমবায় মন্ত্রীদের একটি মন্থন বৈঠকের আয়োজন করছে। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকটি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সমবায় মন্ত্রী এবং সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব/প্রধান সচিব/সচিবরা অংশগ্রহণ করবেন। এই মঞ্চটি সমবায় ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করার জন্য এখন পর্যন্ত হওয়া অগ্রগতি পর্যালোচনা, ধারণা আদান-প্রদান এবং ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনা তৈরির সুযোগ দেবে।

এই মন্থন বৈঠকের প্রধান উদ্দেশ্য হল সমবায় মন্ত্রকের এ পর্যন্তের উদ্যোগ ও প্রকল্পগুলির সামগ্রিক পর্যালোচনা করা, অগ্রগতি মূল্যায়ন করা এবং রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে অভিজ্ঞতা, সেরা অনুশীলন এবং গঠনমূলক পরামর্শ আদান-প্রদান নিশ্চিত করা। এই বৈঠকটি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর "সহকার সে সমৃদ্ধি" (সমবায়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধি) দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি সাধারণ বোঝাপড়া এবং সমন্বিত কৌশল বিকাশের দিকে কাজ করবে।

মন্থন বৈঠকে কয়েকটি প্রধান বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে, যার মধ্যে রয়েছে ২ লক্ষ নতুন বহুমুখী প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি , দুগ্ধ ও মৎস্য সমবায় সমিতি স্থাপন, যা গ্রামীণ পরিষেবাগুলিকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও, সমবায় ক্ষেত্রে "বিশ্বের বৃহত্তম খাদ্যশস্য সংরক্ষণ প্রকল্প" নিয়ে আলোচনা করা হবে, যার লক্ষ্য খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করা এবং কৃষকদের ক্ষমতায়ন করা। এর পাশাপাশি, "সহকারিতা মে সহকার" অভিযান এবং "আন্তর্জাতিক সমবায় বছর ২০২৫" এর অধীনে রাজ্যগুলির অগ্রগতি ও অংশগ্রহণ নিয়েও আলোচনা হবে।

তিনটি নতুন বহু-রাজ্যীয় জাতীয় সমবায় সংস্থা --- ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ এক্সপোর্ট লিমিটেড, ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ অর্গানিক্স লিমিটেড, এবং ভারতীয় বীজ সমবায় সমিতি লিমিটেড- এ রাজ্যগুলির অংশগ্রহণের পর্যালোচনা করা হবে। একই সাথে, শ্বেত বিপ্লব ২.০ এবং ভারতের দুগ্ধ শিল্পে বৃত্তাকারতা ও স্থায়িত্ব এর ধারণা গ্রহণ এবং আত্মনির্ভরতা অভিযান এর অধীনে ডাল ও ভুট্টা উৎপাদনকারী কৃষকদের জন্য সহায়ক মূল্য নিয়ে আলোচনা করা হবে। পিএসিএস কম্পিউটারাইজেশন এবং রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সমবায় সমিতিগুলির রেজিস্ট্রার এর কার্যালয়গুলির কম্পিউটারাইজেশন-এর মতো ডিজিটাল রূপান্তর সম্পর্কিত উদ্যোগগুলিরও পর্যালোচনা করা হবে, বিশেষত জাতীয় সমবায় ডেটাবেস এবং নীতি প্রণয়নে এর উপযোগিতার উপর মনোযোগ দেওয়া হবে।

এই মন্থন বৈঠকে সমবায় ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা নির্মাণ নিয়ে আলোচনা হবে, বিশেষ করে ত্রিভুবন সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রেক্ষাপটে। এছাড়াও, কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা সমবায় ব্যাঙ্কিং খাতের আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলি নিয়েও আলোচনা হবে, যেমন সমবায় ব্যাংকগুলির সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সমাধান, রাজ্য সমবায় ব্যাংক এবং জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক এর জন্য সাধারণ পরিষেবা ইউনিট স্থাপন এবং শহুরে সমবায় ব্যাংক এর জন্য একটি ছাতা সংস্থা পরিচালনা।

এই মন্থন বৈঠকটি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির ভূমিকাকে তুলে ধরবে এবং রাজ্য স্তরের সমবায় সমিতিগুলিকে প্রাণবন্ত অর্থনৈতিক ইউনিটে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সহযোগী যুক্তরাষ্ট্রীয়তার চেতনার সাথে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় সাধনে একটি অনুঘটকের ভূমিকা পালন করবে।

সাত সকালে গ্রামের জনগণের সঙ্গে জমিতে নেমে মাছ ধরতে দেখা গেল বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৮ জুন: গ্রামের পরম্পরা ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে আর সাধারণ মানুষের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক বজায় রাখতে শনিবার সকালে বক্সনগর বিধানসভার বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন আশাবাড়ি গ্রামে হঠাৎ পৌঁছে যান। মর্নিং ওয়াকের সময় তিনি দেখতে পান স্থানীয় কৃষকরা জমিতে সিঞ্চন করে মাছ ধরছেন। সাধারণ মানুষের মতো সাড়া দিয়ে তিনি নিজেও কাদা-জলে নেমে কৃষকদের সঙ্গে মাছ ধরার আনন্দ উপভোগ করেন।

এই ঘটনায় উপস্থিত কৃষক ও সাধারণ মানুষদের মধ্যে খুশির জোয়ার বয়ে যায়। কেউ কেউ বলেন, "আমরা কখনো কোনো বিধায়ককে এইভাবে আমাদের পাশে দাঁড়াতে দেখিনি। আগের বিধায়করা গাড়িতে এসেও কথা বলতেন না। কিন্তু তফাজ্জল বাবু নিজেই গাড়ি থামিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলেন, জমিতে নেমে মাছ ধরেন, ট্রাক্টর চালিয়ে চাষ করেন।" বিধায়ক নিজে জানান, "এইসব দৃশ্য আমাকে আমার ছোটবেলার কথা মনে করিয়ে দেয়। বাবার সঙ্গে এভাবেই আমি মাছ ধরতাম, জমিতে কাজ করতাম। কৃষি আমার হৃদয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।" তিনি আরও জানান, "আমি চাই, কৃষকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে। কারণ তারা এই সমাজের আসল বীর।সাধারণ মানুষদের সঙ্গে কথা বলার সময় এক কৃষক জানান, তার একটি ট্রাক্টর আছে। বিধায়ক সঙ্গে সঙ্গে তাকে আরেকটি ট্রাক্টর দেওয়ার আশ্বাস দেন। উপস্থিত এক প্রবীণ বলেন, "আগে প্রধান ও বিধায়কদের পেছনে ঘুরেও কিছু পাওয়া যেত না। আর এখন বাড়িতে এসেই কৃষি যন্ত্রপাতি দিয়ে সাহায্য করা হচ্ছে। এটাকেই আমরা পরিবর্তন বলি।"

স্থানীয়দের বক্তব্য, "তফাজ্জল হোসেন শুধু একজন জনপ্রতিনিধি নন, তিনি আমাদের পরিবারের একজন। আমাদের দুঃখ-কষ্টকে তিনি নিজের মতো করে বোঝেন। আমরা আগামী দিনেও এমনই একজন জনদরদী বিধায়ককে চাই, যিনি আমাদের মাটির গন্ধ জানেন, হৃদয়ের টান বুঝেন।" বিধায়কের এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ আজ আরও একবার প্রমাণ করলমানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য দরকার মাটি ও মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়ার আন্তরিকতা।

মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সচিবালয়ে এন.এইচ.আই.ডি.সি.এল.-র অধীনে বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে গতকাল পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন: মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সভাপতিত্বে গতকাল সচিবালয়ের ভিডিও কনফারেন্স হলে এন.এইচ.আই.ডি.সি.এল.-এর অধীনে বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মুখ্যমন্ত্রী এন.এইচ.আই.ডি.সি.এল.-এর ত্রিপুরায় চলমান প্রকল্পগুলির মান এবং বিভিন্ন জাতীয় সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রকল্পগুলির পর্যালোচনা করেন। পর্যালোচনা সভায় পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে খোয়াই থেকে মানিকভান্ডার সেকশন, মানিকভান্ডার থেকে সাইকাবাড়ি সেকশন, চুরাইবাড়ি থেকে পানিটিলা সেকশনের বর্তমান অবস্থা সহ সম্পন্ন হওয়া প্রকল্পগুলির রক্ষণাবেক্ষণের অভাব সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় উত্থাপন করেন। এন.এইচ.আই.ডি.সি.এল.-এর কর্তৃপক্ষ সভায় জানিয়েছে, খোয়াই থেকে মানিকভান্ডার অংশে রাস্তা নষ্ট হওয়ার সঠিক কারণ অনুসন্ধানের জন্য তারা সি.আর.আর.আই.-এর বিশেষজ্ঞ দলকে নিযুক্ত করেছে। সি.আর.আর.আই. থেকে প্রতিবেদন পাওয়ার পর, এন.এইচ.আই.ডি.সি.এল. প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। এন.এইচ.আই.ডি.সি.এল. কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, মানিক ভান্ডার থেকে সাইকাবাড়ি অংশের মেরামতের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই কাজ সম্পন্ন করা হবে। তারা জানায় কাঞ্চনপুর থেকে ভাংমুন অংশের ব্যর্থতার সঠিক কারণ অনুসন্ধানের জন্য খড়গপুরের আই.আই.টি. বিশেষজ্ঞ দলকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। আই.আই.টি. ইতিমধ্যেই প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। সংশোধনের জন্য ইতিমধ্যেই দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

এন.এইচ.আই.ডি.সি.এল, কর্তৃপক্ষ সভায় আরও জানায়, চুরাইবাড়ি থেকে পানিটিলা (পানিসাগর) অংশের জন্য ইতিমধ্যেই শনিছড়া থেকে পানিটিলা এলাকা পর্যন্ত রাস্তা মেরামতের জন্য দরপত্র চূড়ান্ত করেছে। শীঘ্রই কাজ শুরু করা হবে। জোলাইবাড়ি থেকে বিলোনীয়া অংশের জন্য তারা স্থানীয় প্রশাসনের সাথে পরামর্শ করে রাস্তার পাশে অতিরিক্ত ড্রেন নির্মাণ করবে, যাতে বর্ষাকালে জলাবদ্ধতার কারণে স্থানীয় বাসিন্দাদের দুর্ভোগ পোহাতে না হয়। উদয়পুর থেকে সাব্রুম অংশের জন্য এন. এইচ.আই.ডি.সি.এল. রাজ্য সরকারের সাথে পরামর্শ করে রাস্তার পাশের অতিরিক্ত ড্রেন নির্মাণ করবে। এছাড়াও চড়িলাম এলাকায় জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধানের জন্য বিষয়টি খতিয়ে দেখবে।

সভায় এন.এইচ.আই.ডি.সি.এল. আশ্বস্ত করেছে যে, চম্পকনগর থেকে খয়েরপুর অংশের জন্য তারা নির্মাণকালীন সময়ে বিদ্যমান অংশ মেরামতের জন্য অতিরিক্ত যত্ন নেবে যাতে নিয়মিত যানবাহন চলাচল সহজতর হয় এবং সেই অনুযায়ী ঠিকাদারকে নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কাজের গুণমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তারা এন.এইচ.আই.ডি.সি.এল. দ্বারা নিযুক্ত অথরিটি ইঞ্জিনিয়ারের মাধ্যমে নির্মাণের সময় গুণমান পরীক্ষা করা হবে। খোয়াই থেকে তেলিয়ামুড়া অংশের জন্য এন.এইচ.আই.ডি.সি.এল. জানিয়েছে যে, নির্মাণকালীন সময়ে বিদ্যমান অংশের মেরামতের ক্ষেত্রে যে কোনও ত্রুটি থাকলে তা দূর করা হবে এবং সেই অনুযায়ী ঠিকাদারকে নির্মাণকালীন সময়ে যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে মেরামতের জন্য পৃথক দল নিয়োগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা দুর্গাপূজার আগে সমস্ত মেরামতের কাজ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করার উপর জোর দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে কাজের গুণমান সম্পর্কে আরও সতর্ক থাকার জন্য এন.এইচ. আই.ডি.সি.এল. কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। সভায় এছাড়াও এন এইচ আই ডি.সি.এল-এর ডিরেক্টর (টেকনিক্যাল) অমরেন্দ্র কুমার এবং এন.এইচ.আই.ডি.সি.এল.-এর অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পূর্ত দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

২৪ জুন থেকে ই-জমি (ল্যান্ড রেকর্ডস) এবং এন.জি.ডি.আর.এস. (রেজিস্ট্রেশন) পোর্টাল পুনরায় চালু হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন:ভূমিলেখ্য এবং জরিপ অধিদপ্তরের ই-জমি পোর্টাল (ল্যান্ড রেকর্ডস) এবং এন.জি.ডি.আর.এস. (রেজিস্ট্রেশন) পোর্টালগুলি প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে সাময়িক বন্ধ থাকার পর গত ২৪ জুন, ২০২৫ থেকে পুনরায় চালু হয়েছে। ফলে এই পোর্টালগুলির মাধ্যমে দলিল নিবন্ধীকরণ, মিউটেশন ইত্যাদি কাজগুলি সমস্ত সিএলআর, (ডি.সিএম. অফিস) এবং সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে স্বাভাবিকভাবে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ই-জমি পোর্টাল (ল্যান্ড রেকর্ডস) এবং এন.জি.ডি.আর.এস. (রেজিস্ট্রেশন) পোর্টালগুলি কার্যকর করার জন্য তথ্য প্রযুক্তি দপ্তর, এন.আই.সি রাজ্য ইউনিট, এনআইসি, পুনে এবং ভূমিলেখ্য এবং জরিপ অধিদপ্তর তৎপরতার সঙ্গে কাজ করেছে। জনগণের জ্ঞাতার্থে ভূমিলেখ্য এবং জরিপ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে এক প্রেস রিলিজের মাধ্যমে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব** অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সিনিয়র স্টেট মিট প্লেট গ্রুপ ক্রিকেটে সোনামুড়াকে হারিয়ে অঘটন বিলোনিয়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। চাপে পড়ে গেলো সোনামুড়া মহকুমা। বিলোনিয়া মহকুমার বিরুদ্ধে পরাজিত হয়ে। আপাতত তিন ম্যাচ খেলে একটিতে জয় পেয়ে 'এ' গ্রুপে রয়েছে তৃতীয় স্থানে। অপরদিকে সমসংখক ম্যাচ খেলে বিলোনিয়া মহাকুমাও জয় পেয়েছে একটি ম্যাচে। দু-দলেরই গ্রুপ থেকে বেরোনোর সম্ভাবনা ক্ষীণ বলা চলে। গ্রুপে তিন ম্যাচ খেলে শীর্ষে রয়েছে জিরানিয়া এবং সাব্রুম মহকুমা। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্রিকেটের প্লেট গ্রুপে। শনিবার জামজুরি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বিলোনিয়া মহকুমা ৩০ রানে পরাজিত করে সোনামুড়া মহকুমাকে। পরাজিত হওয়ায় বিফলে গেলো রাইহান আহমেদ আরমানের দুরন্ত অর্ধশতরান এবং আকাশদীপ দাসের বিধ্বংসী বোলিং। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করতে নেমে বিলোনিয়া মহকুমা ১৯৫ রান করে। দলের পক্ষে প্রীতম দাস ৪৭ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডার ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪০, তন্ময় দাস ২২ বল খেলে চারটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১, ভুবনেশ্বর সাহানি ৫২ বল খেলে তিনটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮, প্রাঞ্জল দেব ১৫ বল খেলে দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২১, উদয় মিত্র ২৪ বল খেলে ২টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং তপন ঘোষ ৩৩ বল খেলে ১৪ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৭ রান। সোনামুড়া মহকুমার পক্ষে আকাশ দ্বীপ দাস ৫৫ রানে পাঁচটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে সোনামুড়া মহকুমা ১৬০ রান করতে সক্ষম হয়। মূলত দলের প্রথম সারির ব্যাটসম্যানদের পাশাপাশি মারকুটে ব্যাটসম্যান উদিয়ান বসুর ব্যর্থতায় হারতে হয়েছে দলকে। দলের পক্ষে রাইহান আহমেদ আরমান ৪১ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৩, রাজীব সাহা ২৫ বল খেলে পাঁচটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩, অরিন্দম বর্মন ১৬ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ এবং অমরেশ দাস ২৩ বল খেলে ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১২ রান। বিলোনিয়া মহকুমার পক্ষে উদয় মিত্র ৫৯ রানের চারটি এবং আকাশ দাস ১৭ রানের তিনটি উইকেট দখল করেন।

টিসিএ আয়োজিত স্টেট মিট ক্রিকেটে গন্ডাছড়াকে হারিয়ে ১ম জয় অমরপুরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অবশেষে জয়ের মুখ দেখলো অমরপুর মহকুমা। তিন ম্যাচ খেলে।

শনিবার অমরপুর মহকুমা ভি জে ডি ম্যাথডে ৩৪ রানে পরাজিত করলো গন্ডাছড়া মহকুমাকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্রিকেটের প্লেট গ্রুপে। রাঙ্গামাটি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে অমরপুর প্রথমে ব্যাট করে ১৭৩ রান করেছিল। পরে যখন গন্ডাছড়া ব্যাট করতে নামে তখন শুরু হয় বৃষ্টি। শেষে গন্ডাছড়ার সামনে ৩৬ ওভারে টার্গেট দাঁড়ায় ১২৭ রানের।

গন্ডাছড়া ৮৮ রান করতে সক্ষম হয়। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে অমরপুর মহকুমা ১৭৩ রান করে। দলের পক্ষে রঞ্জিত ঘোষ ৯০ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৮, রাজু সাহা ১৪ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১, টুটন সরকার ৫৭ বল খেলে দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ এবং রাহুল দাস ৩০ বল খেলে একটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১৯ রান করেন। অতিরিক্ত খাতে পায় ২১ রুন। গন্ডাছড়া মহকুমার পক্ষে শেখর দেব ৪২ রানে তিনটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে গণ্ডাছড়া মহকুমা ৮৮ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে মানুষ কুমার রিয়াং ২৯ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫, শেখর দেব ৩৫ বল খেলে দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্য ১৮ রান করেন।

অমরপুর মহকুমার পক্ষে প্রণবিন্দু সাহা নয় রানে তিনটি উইকেট দখল করেন।

পাকিস্তানকে ছাড়াই কি এশিয়া কাপ ক্রিকেট ?

আগামী সেপ্টেম্বরে এশিয়া কাপ হওয়ার কথা ভারতে। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা এবং তার পর ভারত-পাকিস্তানের সামরিক সংঘাত পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছে। উপহাদেশের রাজনৈতিক উত্তাপে অনিশ্চিত এশিয়া কাপ। প্রতিযোগিতা হলেও পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে রয়েছে সংশয়। জল্পনা বাড়িয়েছে, সমাজমাধ্যমে পোস্ট করা প্রতিযোগিতার সম্প্রচারকারী সংস্থার একটি পোস্টার।

সংশ্লিষ্ট টেলিভিশন চ্যানেলটি সমাজমাধ্যমে এশিয়া কাপের প্রচার শুরু করে দিয়েছে। তাদের একটি পোস্ট ক্ষোভ তৈরি করেছে পাকিস্তানের ক্রিকেট মহলে। তৈরি হয়েছে বিতর্ক। সম্প্রচারকারী সংস্থার পোস্টারে ভারত, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার অধিনায়কদের দেখা যাচ্ছে। তবে পাকিস্তানের অধিনায়কের জায়গা হয়নি। তা হলে কি পাকিস্তানকে বাদ দিয়েই এশিয়া কাপ আয়োজনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে? শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। এশিয়া কাপ এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রতিযোগিতা। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নকভি এখন এসিসির সভাপতি। তাঁকে এড়িয়ে কী ভাবে প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা হয়ে গেল, তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে হওয়ার কথা এশিয়া কাপ। টেস্ট খেলিয়ে দেশ হিসাবে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং আফগানিস্তানের খেলার কথা ছিল। এ ছাড়াও হংকং, ওমান এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহিও ছিল প্রতিযোগী দেশ হিসাবে। আট দলের প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা থাকলেও সম্প্রচারকারী চ্যানেলের পোস্টারে শুধু তিনটি দেশের অধিনায়ককে দেখা যাচ্ছে। তা হলে কি এশিয়া কাপের পরিবর্তে ত্রিদেশীয় সিরিজ আয়োজনের পরিকল্পনা করেছে ভারত? ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) কোনও ঘোষণা করেনি। কর্তাদের কেউ কোনও রকম ইঙ্গিতও দেননি। তাই পোস্ট ঘিরে বিস্ময় তৈরি হয়েছে। পোস্টারে ভারতের অধিনায়ক হিসাবে রয়েছে সূর্যকুমার যাদবের ছবি। সঙ্গে রয়েছে শ্রীলঙ্কার চরিথ আশালঙ্কা এবং বাংলাদেশের নাজমুল হোসেন শান্তের ছবি। যদিও শান্ত এখন আর বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক নন। গত মে মাসের শুরুতেই শান্তকে সরিয়ে লিটন দাসকে টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। অন্য দিকে, 'পাকিস্তান অবজার্ভার' নামে একটি সংবাদমাধ্যম তাদের প্রতিবেদনে লিখেছে, ২০২৫ সালের এশিয়া কাপ শুরু হবে ১২ সেপ্টেম্বর। ফাইনাল ২৮ সেপ্টেম্বর। প্রতিযোগিতা হবে আমিরশাহিতে।আগামী এশিয়া কাপ ঘিরে নানা জল্পনা চললেও সরকারি ভাবে কিছু জানা যায়নি। এসিসি সূত্রে জানা গিয়েছে, এশিয়া কাপ নিয়ে বিসিসিআই এবং পিসিবি কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। সমাধান সূত্রে পৌঁছোনো গেলে জানানো হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনও দেশই অন্য দেশে গিয়ে খেলতে রাজি নয়।

হ্যাজেলউডের দাপটে 'বিতর্কিত' টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারাল অস্ট্রেলিয়া

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে থেকেও অনবদ্য কামব্যাক অস্ট্রেলিয়ার। নেপথ্যে ট্র্যাভিস হেড-অ্যালেক্স ক্যারিদের ব্যাটিং পারফরম্যান্স ও তারপর জশ হ্যাজেলউডের পাঁচ উইকেট। দুইয়ের দাপটে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ১৫৯ রানে জিতল অজিরা। যদিও এই ম্যাচে বিতর্কও ধাওয়া করল।

বার্বাডোজে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া অলআউট হয়ে যায় ১৮০ রানে। উসমান খোয়াজার ৪৭ ও ট্র্যাভিস হেডের ৫৯ রান ছাড়া কেউ সেভাবে দাঁড়াতেই পারেননি। জেডেন সিলসের পাঁচ উইকেট ও শামার জোসেফের চার উইকেটের সামনে কার্যত অসহায় দেখাচ্ছিল অজি ব্যাটারদের। পালটা ১৯০ রান করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্যারিবিয়ানদের ইনিংসকে যে দু'জন টানছিলেন, সেই রস্টন চেজ (৪৪) ও শাই হোপের (৪৮) আউট নিয়েই যত বিতর্ক।

প্যাট কামিন্সের বলে এলবিডব্লু হন চেজ। সঙ্গে সঙ্গেই ডিআরএস নেন ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক। কিন্তু বল আগে ব্যাটে লেগেছে নাকি প্যাডে, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। রিপ্লেতে দেখা যায়, ব্যাটের কাছ দিয়ে বল যাওয়ার সময় স্পষ্ট 'স্পাইক' রয়েছে। তারপরও আউট দেন থার্ড আম্পায়ার হোল্ডস্টক। তার কয়েক ওভার পরেই ফের নাটক। হোপের ব্যাটে লেগে বল চলে যায় উইকেটের পিছনে। উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারি ঝাঁপিয়ে বল ধরলেও পরে রিপ্লেতে দেখা যায়, বল মাটিতে স্পর্শ করেছে। কিন্তু তারপরও হোপকে আউট দেওয়া হয়।

১০ রানে পিছিয়ে থেকে ব্যাট করতে নামে অস্ট্রেলিয়া। এবারও তাদের ইনিংসের শুরুটা ভালো হয়নি। কিন্তু নীচের সারিতে ট্র্যাভিস হেড (৬১), বিউ ওয়েবস্টার (৬৩) ও অ্যালেক্স ক্যারিরা (৬৫) অস্ট্রেলিয়াকে ৩১০ রানে পৌঁছে দেন। শামার জোসেফ ৫ উইকেট তুললেও প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় অজিরা। জবাবে মাত্র ১৪১ রানে অলআউট হয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জাস্টিন গ্রেভস (৩৮) ও শামার জোসেফ (৪৪) ছাড়া কেউই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি। জস হ্যাজেলউড ৪৩ রান দিয়ে ৫ উইকেট নেন। ৪৭ রানে দুই উইকেট থেকে আচমকা ৮৬ রানে ৮ উইকেট হয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেখান থেকে আর প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব হয়নি। দুই ইনিংসেই হাফসেঞ্চুরি করে ম্যাচের সেরা ট্র্যাভিস হেড।

বুমরার ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে জোর জল্পনা

বার্মিংহাম:— অস্ট্রেলিয়া সফরে চোট লাগায় শেষ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে যশপ্রীত বুমরাকে বল করতে দেখা যায়নি। তারপর বেশ কয়েকদিনের অপেক্ষা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ম্যাচেই ভারতীয় দলে বুমরার প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল। লিডসে পরিসংখ্যানের নিরিখে বুমরাই দলের সেরা বোলার। তা সত্ত্বেও ২ জুলাই থেকে এজবাস্টনে দ্বিতীয় টেস্টে বুমরার না খেলার সম্ভাবনাই প্রবল। কিন্তু কেন? কারণ তাঁর ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট।

বুমরা গত বছরের শুরু থেকে লাল বলের ক্রিকেটে ১৫.৮ গড়ে মোট ৭৮টি উইকেট নিয়েছেন। ছয়বার তাঁর ঝুলিতে পাঁচ উইকেট এসেছে। এই সময়ে বুমরা মোট ৪১০.৪ বল করেছেন। সেখানে তুলনা করলে দেখা যাবে এই সময়ে ভারতীয় দলের বাকি সব ফাস্ট বোলার মিলিয়ে এই সময়ে ৭০১.৪ ওভার বল করেছেন। নিয়েছেন ৮৪টি উইকেট। এই পরিসংখ্যান যেমন বুমরার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেয়, তেমনই তাঁর ওয়ার্কলোড বোঝাতেও যথেষ্ট।

এই সময়ে বুমরার থেকে বিশ্বের আর কোনও ফাস্ট বোলার অধিক ওভার বল করেননি। বুমরার কাছাকাছি বলতে একমাত্র মিচেল স্টার্ক। অজি মহাতারকা টেস্টে এই সময়ে বুমরা থেকে খানিকটা কম ৩৬২.৩ ওভার বল করেছেন। অর্থাৎ বুমরা যে বাকি ফাস্ট বোলারদের অনেক বেশি ওভার বল করেছেন এবং ওয়ার্কলোড তাঁর যথেষ্টই, তা বলাই বাহুল্য।— এমন পরিস্থিতিতে বুমরার এজবাস্টনে দ্বিতীয় টেস্ট খেলা নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়। আজ— ভারতীয় দল— দ্বিতীয় টেস্টের জন্য জোরকদমে বার্মিংহামে অনুশীলন করে। সেখানে বুমরা উপস্থিত ছিলেন বটে। তবে তিনি কোনওরকম সেশনেই অংশগ্রহণ করেননি।—

ভারতীয় প্রাক্তনী দীনেশ কার্তিকের মতেও হেডিংলেতে অনেক ওভার বল করার পর বুমরা এজবাস্টনে আবার মাঠে নামতে সম্ভবত চাইবেন না। "আমাদের সবার আগে দেখতে হবে বুমরা খেলছে কি না। ও এজবাস্টনে খেলতে কতটা আগ্রহী হবে, সেই বিষয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে। আমার মনে হয় ও হয়তো অপেক্ষা করবে। ওই পিচটা তো পাটা। আমার মনে হয় (লর্ডসে খেললে) ওর শরীর অধিক বিশ্রাম পাবে। এই ম্যাচে তো ও প্রচুর ওভার বোলিং করেছে। ও যত বিশ্রাম পাবে, ততই ভাল। আমার মনে হয় ও লর্ডসে খেলতে পছন্দ করবে। তবে গোটাটা ও কী চাইছে সেই অনুযায়ী তো হবে না, দল কী চাইছে সেইটাও দেখতে হবে।" মত কার্তিকের। এবার দেখার বুমরা শেষমেশ ২ জুলাই মাঠে নামেন কি না।

ত্রিপুরার প্রথম আন্তর্জাতিক পদকজয়ী রীতা নাগ সম্বর্ধিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আন্তর্জাতিক পদকজয়ী রাজ্যের গর্ব বডি বিল্ডার রীতা নাগকে শণিবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সংবর্ধনা দিলো ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স ও ফিটন্যাস এসোসিয়েশন। আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এই সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ভুটানে সদ্য সমাপ্ত দক্ষিণ এশিয়ান বডি বিল্ডিং ও ফিটন্যাস প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরার গর্ব রীতা নাগ ব্রোঞ্জ পদক জয় করে সোনালী ইতিহাস গড়েছেন। এই সাফল্যের জন্য রীতাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স ও ফিটনেস এসোসিয়েশন সভাপতি তনয় দাস বলেন এটা শুধু ক্রীড়াপ্রেমীদের গর্বিত হবার বিষয় নয়, সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর জন্য তা আনন্দের। বডি বিল্ডিংয়ের পাশাপাশি সামগ্রিক ক্রীড়ার মানোন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে প্রত্যেককে এগিয়ে আসা জরুরি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মতি ত্রিপুরার বিধ্বংসী বোলিং সাব্রুমের জয়ের ধারা অব্যাহত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মতি ত্রিপুরার সাত উইকেট দখল। দুর্দান্ত জয় সাব্রুমের। সাব্রুমের জয়ের ধারা অব্যাহত। প্রথম ম্যাচে বিলোনিয়াকে ৭২ রানে হারানোর পর আজ, রবিবার নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচেও দারুন জয় পেয়েছে খোয়াই মহকুমা দলকে হারিয়ে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র স্টেট মিট প্লেট গ্রুপের। বিলোনিয়ার বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে খোয়াই প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ২৬.৪ ওভার খেলে ৯৮ রানে ইনিংস শেষ করে দেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সাব্রুম মহকুমা ক্রিকেট দল ২৮ ওভার খেলে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের পক্ষে মতি ত্রিপুরা দুর্দান্ত বোলিংয়ের নজির তৈরি করেছেন (১০-৪-২৪-৭) ২৪ রানের বিনিময়ে একাই সাতটি উইকেট দখলের মধ্য দিয়ে। সুমিত ত্রিপুরা পেয়েছে ২ উইকেট কোনও রান না দিয়েই। ব্যাটিংয়ে খোয়াইয়ের অভিরাজ বিশ্বাস সর্বাধিক ৩১ রান সংগ্রহ করেছিল। দুর্দান্ত বোলিংয়ের সৌজন্যে মতি ত্রিপুরা পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ইনিংসে হেরে নেতৃত্ব ছেড়ে দিলেন শান্ত

পদত্যাগ করলেন নাজমুল হোসেন শান্ত। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে হারতেই বাংলাদেশের টেস্ট অধিনায়ক দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন। তিনি শুধু লাল বলের ক্রিকেটেই অধিনায়ক ছিলেন। এর আগে এক দিনের ক্রিকেটে তাঁকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তখন টেস্টের নেতৃত্ব থেকে সরে যেতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তাঁকেই অধিনায়ক করে পাঠিয়েছিল বাংলাদেশ।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে হেরে গেল বাংলাদেশ। ইনিংস এবং ৭৮ রানে হেরে গেলেন নাজমুল হোসেন শান্তরা। সেই সঙ্গে সিরিজও হেরে গেল বাংলাদেশ। দুই ইনিংসেই ব্যর্থ দলের ব্যাটিং বিভাগ। তাতেই ডুবতে হল গোটা দলকে।

প্রথম ইনিংসে ২৪৭ রানের বেশি করতে পারেনি বাংলাদেশ। কিন্তু শ্রীলঙ্কা ব্যাট করতে নেমে পাথুম নিশঙ্কের শতরানে ভর করে ৪৫৮ রান তুলে নেয়। যা চাপে ফেলে দেয় বাংলাদেশকে। দ্বিতীয় ইনিংসে আবারও ব্যর্থ হন শান্তরা। ১৩৩ রানের বেশি করতে পারেননি তাঁরা। ফলে ইনিংস এবং ৭৮ রানে হারতে হয় বাংলাদেশকে।

সর্বভারতীয় স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন আজ

ভুবনেশ্বর থেকে সুপ্রভাত দেবনাথ, ২৮ জুন।। সর্বভারতীয় স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফেডারেশনের ৫০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং নির্বাচন আগামীকাল (রবিবার) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ওড়িশার ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিতব্য এই বার্ষিক সাধারণ সম্মেলনে বিগত সময়ের সর্বভারতীয় ক্রীড়ার রূপরেখা আলোচনার পাশাপাশি এস জে এফ আই-এর বার্ষিক প্রতিবেদন এবং আয়-ব্যয়ের হিসেব-নিকেশ পেশ করা হবে। স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার বর্তমান সর্বভারতীয় কমিটির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সরযূ চক্রবর্তী এবং এক্সিকিউটিভ মেম্বার সুপ্রভাত দেবনাথ এখানে প্রতিনিধিত্ব করছেন। উল্লেখ্য ৩৩ বছরের পুরানো ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব ১৯৯৯ সাল থেকে সর্বভারতীয় স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফেডারেশনের অনুমোদন প্রাপ্ত অন্যতম ইউনিট হিসেবে সর্বভারতীয় ক্রীড়ার রূপরেখা প্রণয়ন ও পরিকাঠামো গঠনে মত বিনিময়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। স্বাভাবিক কারণে সর্বভারতীয় স্তরের ক্রীড়া সাংবাদিক প্রমুখ ত্রিপুরা স্পোর্টস জানালিস্ট ক্লাবকে যথাযোগ্য মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে আসছে। আশা করা হচ্ছে আগামীকাল এস জে এফ আই-এর বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন এবং আগামী দুই বছরের জন্য অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন তথা কার্যকরী কমিটি গঠন পর্বেও ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বার্ষিক সম্মেলন এবং নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ, শনিবার বিকেলে ওড়িশার ভুবনেশ্বরস্থিত কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে ওড়িশার ক্রীড়া পরিকাঠামো বিষয়ক এক কনক্লেভ অনুষ্ঠিত হয়। ওড়িশায় 'ক্রীড়ার মান উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি এবং সুযোগ' থিম কে সামনে রেখে আয়োজিত উচ্চপর্যায়ের আলোচনাচক্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর প্রত্যেকে মতবিনিময় করেন এবং আগামী দিনে সর্বভারতীয় ক্রীড়ার মান উন্নয়নে তার ফলপ্রসু প্রভাব প্রত্যেকেই আশা করছেন। আলোচনা সভায় সর্বভারতীয় হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি তথা ভারতীয় হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক অলিম্পিয়ান দিলীপ তিরকে, অলিম্পিয়ান স্প্রিন্টার শ্রাবণী নন্দা, ওড়িশার উপমুখ্যমন্ত্রী কনক বর্ধন সিং দেও প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে দুইজন বরিষ্ঠ এবং বিশিষ্ট সর্বভারতীয় ক্রীড়া সাংবাদিক জি. বিশ্বনাথ এবং সুবোধ মল্ল বড়ুয়াকে সংবর্ধিত করা হয়।

পাওয়ার প্লের নিয়মে বড় বদল !

বড়সড় বদল আইসিসির নিয়মে। এবার থেকে কোনওভাবে খেলার ওভার সংখ্যা কমলে পাওয়ারপ্লে কত ওভারের সেটার হিসেব করা হত নিকটবর্তী পূর্ণ ওভারসংখ্যায়। কিন্তু নয়া নিয়মে আর ওভারে নয়, হিসেব হবে বলের নিরিখে।

কীরকম পরিবর্তন হবে নিয়মে? কুড়ি ওভার খেলা হলে পাওয়ারপ্লে হয় ৬ ওভার। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত যে নিয়ম, তা অনুযায়ী, আট ওভারের টিটোয়েন্টি ম্যাচ খেলা হলে সেক্ষেত্রে পাওয়ারপ্লে হয় দুই ওভারের। আসলে মোট ওভারসংখ্যার ৩০ শতাংশ ওভার পাওয়ারপ্লে হিসেবে ধরা হয়। আর সেক্ষেত্রে ওভারের হিসেবটা পূর্ণসংখ্যার হিসেবেই করা হয়। কিন্তু নয়া নিয়মে হিসেব বলের নিরিখে। অর্থাৎ ৮ ওভারের ম্যাচে পাওয়ারপ্লে হবে ২.২ ওভারের। জুলাই থেকে কার্যকর হবে এই নয়া নিয়ম। একই ভাবে ৯ ওভারের ক্ষেত্রে তা দাঁড়াবে ২.৪ ওভারে। খেলা এক ওভার নষ্ট হলে তা হবে ১৯ ওভারে। সেক্ষেত্রে পাওয়ারপ্লে হবে ৫.৪ ওভারে। এভাবে প্রতিটি ওভারেরই রয়েছে আলাদা হিসেব। বল বিচার করা হবে বলেই প্রায় সব ক্ষেত্রে পূর্ণ ওভার হবে না পাওয়ারপ্লের ক্ষেত্রে। একমাত্র ১০ ওভারের ক্ষেত্রে তা হবে ৩ ওভার।

প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছিল ক্রিকেটের একগুচ্ছ নিয়ম বদল আনা হচ্ছে। টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ানডে ক্রিকেটে স্টপ ক্লক নিয়ম বাস্তবায়নের এক বছর পর টেস্টেও এটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি। এছাড়াও অবৈধ শর্ট রানের ক্ষেত্রে ৫ রানের জরিমানা, আউটের সিদ্ধান্তের পর ডিআরএস প্রোটোকলে পরিবর্তনের মতো একাধিক নিয়ম রয়েছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত করা হল পাওয়ারপ্লে সংক্রান্ত নিয়মও।

ব্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে নীরজ চোপড়া

নয়াদিল্লি:— সদ্যই পরপর দুই প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান দখল করেছেন নীরজ চোপড়া। বেশ ভাল ফর্মেই রয়েছেন তিনি। এবার ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের সুবাদে পুরষদের জ্যাভলিন থ্রোর ব্যাঙ্কিংয়েও শীর্ষস্থান পুনরায় দখল করে নিলেন নীরজ। গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন পিটার্সের থেকে শীর্ষস্থান নিজের নামে করলেন ভারতীয় তারকা অ্যাথলিট।

বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স এই সপ্তাহের শুরুতেই ব্যাঙ্কিং আপডেট করে। সেই ব্যাঙ্কিংয়ে নিজের রেটিং পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়ায় ১৪৪৫। সেখানে পিটার্সের সংগ্রহ ১৪৩১। নীরজের প্রতিদ্বন্দ্বী তথা অলিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন আরশাদ নাদিম কিন্তু প্রথম তিনেও নেই। পাক অ্যাথলিট রয়েছেন চতুর্থ স্থানে। পড়শি দেশের তারকার দখলে রয়েছে ১৩৭০ পয়েন্ট।—

নীরজ প্যারিস অলিম্পিক্সের পরেই ব্যাঙ্কিংয়ে নিজের শীর্ষস্থান হারান। পিটার্সের কাছে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে সেই স্থান হারিয়েছিলেন। তবে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের পর আবারও সেই স্থান ফিরে পেলেন নীরজ। দিনকয়েক আগেই প্যারিসে ডায়মন্ড লিগেও শীর্ষস্থান দখল করেছিলেন নীরজ। অলিম্পিক্সে প্যারিসে পারেননি, তবে ডায়মন্ড লিগে প্যারিসেই খেতাব জিতলেন ভারতীয় মহাতারকা অ্যাথলিট। নীরজ ৮৮.১৬ মিটার দূরত্বে জ্যাভলিন ছুড়ে এই প্রতিযোগিতা জেতেন। জুলিয়েন ওয়েবার ৮৭.৮৮ মিটার থ্রোয়ে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেন।— ব্রাজিলের মরিসিও লুইস ডা সিলভা ৮৬.৬২ মিটার দূরত্বে জ্যাভলিন ছুড়ে তৃতীয় স্থানে শেষ করেন।

এরপর— নিজের গৌরবময় কেরিয়ারে আরও এক খেতাব যোগ করেন তিনি। চেক প্রজাতন্ত্রের ওস্ত্রাভায় অ্যাথলেটিক্স মিটে গোল্ডেন স্পাইক ২০২৫ প্রতিযোগিতা জেতেন ভারতীয় অ্যাথলিট। প্রবল প্রতিযোগিতার মাঝেও নীরজের ৮৫.২৯ মিটারের থ্রোই তাঁর শীর্ষস্থান দখল করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

গোল্ডেন স্পাইক মিট বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স কন্টিনেন্টাল ট্যুর গোল্ড সিরিজের অংশ। বিশ্বের সেরা অ্যাথলিটরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। নীরজ এই প্রতিযোগিতায় ফের একবার নীরজ নিজের ধারাবাহিকতার পরিচয় দিলেন। এই পারফরম্যান্সের ফলে নীরজ নাগাড়ে ২৪টি প্রতিযোগিতায় প্রথম দুইয়ে শেষ করার রেকর্ড অব্যাহত থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার দাউ স্মিট প্রচেষ্টা করেছিলেন। শুরুর দিকে তিনি ৮৪.১২ মিটার দূরে জ্যাভলিন ছোড়েন। শেষ প্রচেষ্টায় তাঁর জ্যাভলিন ৮১.৯০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেন। তবে তা নীরজকে পিছনে ফেলার জন্য যথেষ্ট ছিল না। এই দুই প্রতিযোগিতায় ভাল পারফরম্যান্সের পরেই ভারতীয় অ্যাথলিট ফের শীর্ষে পৌঁছলেন।—

জার্মানির জুলিয়ান ওয়েবার এ বছরের সর্বসেরা থ্রোটি করেছেন। তিনি দোহা ডায়মন্ড লিগে ৯১.০৬ মিটার দূরত্বে থ্রো করেছিলেন। তিনি আপাতত ব্যাঙ্কিংয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। টোকিওয় রুপো জেতা চেক প্রজাতন্ত্রের জাকুব ভাদেল ব্যাঙ্কিংয়ে পাঁচ নম্বরে রয়েছেন।

সহজ প্রতিপক্ষ আলকারাজের

উইম্বলডন জয়ের হ্যাটট্রিক করতে নামবেন তিনি। প্রথম রাউন্ডে সহজ প্রতিপক্ষ পেলেন কার্লোস আলকারাজ। ইটালীয় অবাছাই ফাবিয়ো ফগনিনির বিরুদ্ধে খেলবেন তিনি। মহিলাদের শীর্ষ বাছাই এরিনা সাবালেঙ্কার সামনে কানাডার কোয়ালিফায়ার কার্সন ব্রানস্টিন। ষষ্ঠ বাছাই নোভাক জোকোভিচ প্রথম রাউন্ডে খেলবেন বিশ্বের ৪০ নম্বর, ফ্রান্সের আলেকজান্দ্রে মুলারের বিরুদ্ধে। গত মাসেই ফরাসি ওপেনের ফাইনালে হেরেছেন ইয়ানিক সিনার। উইম্বলডনে নামছেন শীর্ষ বাছাই হিসাবেই। প্রথম রাউন্ডে তাঁর প্রতিপক্ষ লুকা নার্দি। গত বারের মহিলাদের বিভাগে বিজয়ী বারবোরা ক্রেচিকোভা খেলবেন আলেকজান্দ্রা এলার বিরুদ্ধে। গত বারের রানার-আপ জেসমিন পাওলিনি শুরু করবেন আনাস্তাসিয়া সেভাসতোভার বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় বাছাই কোকো গফের প্রতিপক্ষ ডায়ানা ইয়াসত্রেমস্কা। তৃতীয় বাছাই জেসিকা পেগুলা খেলবেন ইটালির এলিসাবেত্তা কোচ্চিয়ারেতোর বিরুদ্ধে।

গত বার উইম্বলডন ফাইনালে যাঁর বিরুদ্ধে খেলে জিতেছিলেন, সেই জোকোভিচের সঙ্গেই অনুশীলন করেছেন আলকারাজ। উইম্বলডনের পোস্ট করা ভিডিয়োয় দু'জনকেই একসঙ্গে সেন্টার কোর্টে অনুশীলনে নামতে দেখা গিয়েছে। তবে একে অপরের বিরুদ্ধে নয়, নিজেদের মতো করে অনুশীলন করেছেন তাঁরা।

উইম্বলডন শুরুর আগে আয়োজকদের চিন্তা গরম। প্রতিযোগিতা চলাকালীন তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার থেকে শুরু উইম্বলডন। সে দিন তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁতে পারে। গত কয়েক বছরে এত বেশি তাপমাত্রা কখনও থাকেনি। ম্যাচের মাঝে একাধিক বার জলপানের জন্য ১০ মিনিটের বিরতি দেওয়া হতে পারে।

ইংল্যান্ডে 'আইপিএল' খেলল বৈভব

প্রস্তুতি ম্যাচে ব্যর্থ হয়েছিল। তবে আসল ম্যাচে সব সুদে-আসলে মিটিয়ে দিল বৈভব সূর্যবংশী। ইংল্যান্ডের অনূর্ধ-১৯ দলের বিরুদ্ধে প্রথম এক দিনের ম্যাচেই ব্যাট হাতে ঝড় তুলে দিল। বৈভবের দাপটে মাত্র ২৪ ওভারেই ম্যাচ জিতে নিল ভারতের অনূর্ধ-১৯ দল।

১৭৫ রান তাড়া করতে নেমে বৈভব এবং অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে দাপটের সঙ্গে শুরু করেন। মাত্র সাত ওভারে ৭০ রান উঠে যায়। বিরাট কোহলি যে জার্সি পরে আজীবন ভারতের হয়ে খেলেছেন, সেই ১৮ নম্বর জার্সিই এ দিন পরেছিল বৈভব। আইপিএলে গুজরাতের বিরুদ্ধে শতরান করা এই ব্যাটার বিলেতে গিয়েও ফর্মে।

শুরু থেকেই ইংল্যান্ডের বোলারদের বিরুদ্ধে দাপট দেখাতে শুরু করে। ষষ্ঠ ওভারে জ্যাক হোমকে একই ওভারে তিনটি ছক্কা মারে। ১৮ বলে ৪৮ রানে পৌঁছে যায়। তবে অর্ধশতরান হয়নি।

ত্রিপুরায় পড়াশুনার জন্য এখন বাইরে থেকেও ছাত্র-ছাত্রীরা আসছে: মুখ্যমন্ত্রী

নজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন: শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান উন্নয়নে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে রাজ্য সরকার। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্যে এখন বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ত্রিপুরায় পড়াশুনার জন্য এখন বাইরে থেকেও ছাত্রছাত্রীরা আসছে। আর সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির জন্য সামাজিক কাজে যুক্ত হওয়া উচিত ছাত্রছাত্রীদের।

আজ আগরতলার মুক্তাধারা প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত ভূপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ভৌমিক মেরিট কাম - মিনস অ্যাওয়ার্ডস- ২০২৫ অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের সুফল পৌঁছানো না গেলে একটা রাজ্য বা দেশের উন্নতিসাধন সম্ভব নয়। আজ এখানে মেধা সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য আয়োজকদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। সমাজের কল্যাণে সরকারের পাশাপাশি আপনারাও প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। সমাজ সেবার এই মহৎ কাজে আপনাদের দেখে অন্যরাও অনুপ্রাণিত হবেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাংবাদিক ভূপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ভৌমিককে সারা ত্রিপুরার মানুষই জানেন। রাজ্যের জন্য একটা পরিচিত নাম তিনি। ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে খুব অল্প সময়ের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন তিনি। বহু মানুষের কাছে আস্থা ছিলেন তিনি। ত্রিপুরায় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একটা ভিত তৈরি করে দিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। যেকোন বিষয়েই শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। যুগ যুগ ধরে শিক্ষার যাত্রা চলতে থাকবে। পড়াশুনা ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে শিক্ষা নিতে হবে। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করলেই সাফল্য পাওয়া যায় না। পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করেও অনেকে জীবনে সাফল্য অর্জন করতে পারে না। শিক্ষার শেষ নেই। শিক্ষা অন্তহীন। অজ্ঞানতা ও জ্ঞানের মাঝে এবং অন্ধকার ও আলোর মাঝেই শিক্ষা সেতু হিসেবে কাজ করে। যার যতো বেশি জ্ঞান থাকবে তিনি ততোই মাটির সংস্পর্শে থাকবেন।

আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলছেন সবাইকে যোগা ব্যায়াম করা উচিত। এতে নিজেকে জানা যায় নিজেকে চেনা যায়। আগে আমাদের ভারতবর্ষের নালন্দা, তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাইরে থেকে মানুষ পড়তে আসতেন। দেশের সেই ঐতিহ্য আবারো ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশে চালু হয়েছে জাতীয় শিক্ষা নীতি। প্রধানমন্ত্রী মোদির নির্দেশনায় আমাদের রাজ্যেও স্কুল কলেজে জাতীয় শিক্ষা নীতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ত্রিপুরায় পড়াশুনার জন্য এখন বাইরে থেকে মানুষ আসছেন। এখানে ওপেন ইউনিভার্সিটি, টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি, ইকফাই ইউনিভার্সিটি, ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধ ইউনিভার্সিটি সহ বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এখন রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলিতে এমবিবিএস এর আসন সংখ্যা ৪০০ হয়েছে। ডেন্টাল কলেজে ৬৩টি আসন হয়েছে। রাজ্যে ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি, ন্যাশনাল ফরেনসিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটি, ন্যাশনাল সংস্কৃত ইউনিভার্সিটি সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। রাজ্য সরকার শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি স্বামী শুভকরানন্দ মহারাজ, টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. রতন কুমার সাহা, এমবিবি ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ড. বিভাস দেব, ভূপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ভৌমিক ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সঞ্জয় পাল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

যুব মোর্চার উদ্যোগে ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত মক পার্লামেন্ট

ধর্মনগর, ২৮ জুন : ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে প্রদেশ বিজেপি যুব মোর্চার উদ্যোগে 'মক পার্লামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ঘোষিত জরুরি অবস্থার ৫০ বছর পূর্তিকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই ছায়া সংসদে ইমারজেন্সিকে ভারতের ইতিহাসের 'এক অন্ধকার অধ্যায়' হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়।

এই ছায়া সংসদের মূল উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান প্রজন্মকে ভারতের সংবিধান, গণতন্ত্র ও নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং ১৯৭৫-৭৭ সময়কালের জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপট ও প্রভাব তুলে ধরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় যুব মোর্চার সর্বভারতীয় সহ-সভানেত্রী অর্পিতা অপরাজিতা বাদাজেনা, বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা, অরুণাভ নন্দী, প্রদীপ দেববর্মা, উত্তর জেলার সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, বিধায়ক যাদব লাল লাথ, ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, শুভঙ্কর সাহা, কৃষাণ চক্রবর্তী এবং যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি তথা বিধায়ক সুশান্ত দেব।এই কর্মসূচিতে পাশাপাশি মগ সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, তাদের সম্মুখীন বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা এবং রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিয়েও বিশদে আলোচনা হয়। বক্তারা ঐতিহ্যবাহী মগ জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলকে মূল ধারার সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত করার আহ্বান জানান।

অ্যাথলেটিক্স রীতা নাগকে সংবর্ধনা প্রদান করল ত্রিপুরা বডি বিল্ডিং এবং ফিটনেস এসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন: ত্রিপুরা বডি বিল্ডিং এবং ফিটনেস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অ্যাথলেটিক্স রীতা নাগকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় শনিবার।পঞ্চদশ আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় রাজ্যের মেয়ে রিতা নাগ ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেছে। ত্রিপুরা বডিবিল্ডিং এন্ড এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে রীতা নাগকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

কাজের নিশ্চয়তা ও ন্যায্য বেতনের দাবিতে সরব ত্রিপুরা গেস্ট লেকচারার অ্যাসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন: ত্রিপুরা গেস্ট লেকচারার অ্যাসোসিয়েশন গেস্ট লেকচারারদের কাজের নিশ্চয়তা ও ন্যায্য বেতন দাবি করেছেন। আজ অল ত্রিপুরা গেস্ট লেকচারার অ্যাসোসিয়েশন এর উদ্যোগে আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। মূল বিষয় ছিল রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি মহাবিদ্যালয় গুলিতে অতিথি অধ্যাপকদের বাস্তবিক দুর্দশা সেটা তুলে ধরা।

গেস্ট লেকচারাররা কলেজগুলিতে সমস্ত রকম কার্য্য করার পরেও বছর শেষে চাকুরী হারা বেকার। তাদেরকে বারবার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয় ইন্টারভিওর মাধ্যমে। তাই আজ উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি প্রধান তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে করুন অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন তারা। তাদের একটাই দাবি যোগ্য মাসিক বেতন প্রদানের মাধ্যমে কাজের নিরাপত্তা প্রদান করা হোক। উত্তর পত্র মূল্যায়ন, ভর্তির প্রক্রিয়া সব কিছুতেই ১০০ কাজে নিযুক্ত থাকেন। সততার সাথ সব কাজের পরেও নগন্য বেতন পান। তাও মাসিক পদ্ধতিতে পান না। তাই তাদের কাজের নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্য দাবি জানান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা।

ত্রিপুরা স্ট্রেট কোপারেটিভ ব্যাংকের ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন: ত্রিপুরা স্ট্রেট কোপারেটিভ ব্যাংকের ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় শনিবার আগরতলা টাউন হলে। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া সহ অন্যান্যরা।

ত্রিপুরা স্টেট কো অপারেটিভ ব্যাংকের ৪২ তম বার্ষিক সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লা আচরণ নোয়াতিয়া। আগরতলা টাউন হলে আয়োজিত এই সম্মেলনে ত্রিপুরা স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংকের বিগত এক বছরের কাজকর্ম সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়। দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া স্টেট ও অপারেটিভ ব্যাংকের আগামী দিনের কর্মসূচীর বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। এই ব্যাংক জনগণের কল্যাণে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে বলেও মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন।

ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ১৯৫৭ সালের ২১ জানুয়ারীতে যাত্রা শুরু করে ৬৮ বছর ধরে ত্রিপুরা রাজ্য ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে। আজ ৪২ তম বার্ষিক সাধারন সভার মাধ্যমে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের ফলাফল ঘোষনা করেছে। এই ব্যাঙ্ক এর মোট মুনাফা ১১৮.৬২ কোটি টাকা যা গত অর্থবর্ষের চেয়ে ২০.৭১ কোটি টাকা বেশী, নীট মুনাফা ৩৬.৫৬ কোটি টাকা, যা গত অর্থবর্ষের চেয়ে ৮.৬১ কোটি টাকা বেশী। এই ব্যাঙ্কের মোট ব্যবসা ৬৬৬১. ৮১ কোটি টাকা, যা গত অর্থ বর্ষের চেয়ে প্রায় ৫১১.৭৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমানে ৬৬ টি শাখা রয়েছে। এই ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে অংশগ্রহন করে সাফল্যের সঙ্গে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক চাষি ও বেকার যুবক যুবতীদের আত্মনির্ভর করার লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাঙ্কের ক্রেডিট ডিপোজিট রেশিও ৬৯.৪১ শতাংশ যা ত্রিপুরা রাজ্যের গড় সিডি রেশিও ৫০ শতাংশ এর চেয়ে ১৯.৪১ শতাংশ বেশী। আজ ব্যাঙ্কের ফলাফল ঘোষনা করেন সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান নাগাধিরাজ দত্ত এবং ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ভজন চন্দ্র রায়।

কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের চাকমাঘাট হারাধন দাস পাড়া এলাকায় জনগণের অভাব অভিযোগ শুনলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ জুন: তেলিয়ামুড়া মহকুমার কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত চাকমাঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের হারাধন দাস পাড়া এলাকায় পরিদর্শনে গেলেন ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। চাকমাঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের হারাধন দাস পাড়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বলতা, পানীয় জলের সংকট এবং সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে বন্য হাতির তাণ্ডবএই তিনটি প্রধান সমস্যার মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত জীবন যাপন করছেন এলাকার মানুষজন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের মুখ থেকে এই সমস্যাগুলি শুনে, মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ''জনতার দরবারে প্রশাসন'' কর্মসূচির অংশ হিসেবে একটি উঠান বৈঠকে অংশ নেন। এলাকাবাসীদের অভাব-অভিযোগ, দুর্ভোগ ও বাস্তব চিত্র জানার পর তিনি সরজমিনে পুরো এলাকা ঘুরে দেখেন এবং অবকাঠামোগত সমস্যা খতিয়ে দেখেন।পরিদর্শনকালে তিনি এলাকাবাসীদের আশ্বস্ত করে জানান, আগামী কিছুদিনের মধ্যেই রাস্তাটি সংস্কারের কাজ শুরু হবে এবং এই বিষয়ে প্রশাসনিক স্তরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ইতিমধ্যে গৃহীত হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ছিল। মন্ত্রীর কাছ থেকে রাস্তাটি দ্রুত সংস্কারের আশ্বাস পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা স্বস্তি ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।মন্ত্রীর সাথে এই পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধানসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও বহু গ্রামবাসী। তিনি সকলের উদ্দেশ্যে আশ্বাস দেন, এলাকার অন্যান্য সমস্যাগুলোরও সমাধানে পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।।

বিএসএফ ও পুলিশের যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল ও গাঁজা উদ্ধার

আগরতলা, ২৮ জুন : শ্রীনগরে বিএসএফ ও পুলিশের যৌথ নেশা বিরোধী অভিযানে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল ও গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকা হবে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সীমান্তবর্তী মহকুমা সাব্রুমের অন্তর্গত শ্রীনগর এলাকার কৃষ্ণনগর ২ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গাবাড়ি অঞ্চলে গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিএসএফ ও পুলিশ। অভিযানে ২৩১ বোতল ফেনসিডিল, আনুমানিক ১৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। যার বাজারমূল্য প্রায় দেড় লক্ষ টাকা হবে।

ওই অভিযানে নেতৃত্ব দেন সাব্রুম মহকুমা পুলিশের পদস্থ আধিকারিক নিত্যানন্দ সরকার, মনু থানার অফিসার ইনচার্জ সঞ্জীব দেববর্মা, বিএসএফ-এর ১২১ ব্যাটেলিয়ানের করিমাটিলা বিওপির কমান্ড্যান্ট ভি কে সিং, এবং সাব্রুম মহকুমা প্রশাসনের দুই ডেপুটি কালেক্টর জয়শঙ্কর দাস ও মনোজিৎ দেববর্মা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্ত নিদান দেবনাথ(৫৫) নিজের বসতঘরে ফেনসিডিল ও গাঁজা মজুদ করে রেখেছিল বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়, তার খোঁজে চলছে তল্লাশি।

মেলাঘর তেল কাজলা ঝুলন্ত সেতুটির জরাজীর্ণ দশা, সংস্কারের দাবিতে সরব জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ২৮ জুন: সংস্কারের পর তিন বছরের মধ্যে ঝুলন্ত সেতুর ভয়ানক অবস্থা। ঝুলন্ত সেতুতে দেখা গেল বড় বড় ছিদ্র। সংস্কারের অভাবেই এই ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। ঘটনা মেলাঘর তেল কাজলা এলাকায়।

বাম আমলে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের হাত ধরে উদ্বোধন হয়েছিল ঝুলন্ত সেতু। কিন্তু বর্তমানে সেতুটি সময় মত সংস্কার না হওয়ার ফলে ভেঙে যাচ্ছে। গত তিন বছরে এই সেতুটি একবার সংস্কার করা হয়। কিন্তু কয়েকদিন পরে এই সেতুটির অবস্থা একেবারেই ভয়ানক আকার ধারণ করে। নতুন করে সেতুর উপর লোহার পাত গুলি লাগানো হয়। অর্থাৎ ছিদ্র সংস্থার নয়, পুরো ঝুলন্ত সেতুর উপর নতুন করে লোহার পাত লাগানো হয়। যার বয়স মাত্র তিন বছর।

তিন বছরের মধ্যে মেলাঘর তেল কাজলা ঝুলন্ত সেতুটির মধ্যে ইদানিংকালে বড় বড় ছিদ্র দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ নিম্নমানের কাজ করার ফলে, এবং লোহার পাত গুলি তিন বছরের মধ্যে মরীচিকা ধরে বড় বড় ছিদ্র তৈরি হয়েছে। প্রতিনিয়ত হচ্ছে ছোটখাটো দুর্ঘটনা। বিশেষ করে রাত্রিবেলা সেতুর উপর দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে মানুষকে চলতে হয়। গত কয়েকদিন আগেও এই সেতুতে এক মহিলা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়ে হাসপাতালে ছিলেন। সেতুর উপর লাইটের যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেই লাইটের আজ পর্যন্ত কোন পরিষেবা পায়নি মানুষ। সেতুটি দ্রুত সংস্কারের দাবি তুলেছেন স্থানীয় জনগণ।

রাজ্যে পর্যটন শিল্প দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ঃ সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন: রাজ্যের পর্য্যটন শিল্প দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা পর্য্যটন ক্ষেত্রে বিশেষ স্থানে রয়েছে। আজ নারিকেলকুঞ্জে দু''দিনব্যাপী মনসুন ম্যাঙ্গো ফেস্টা, ২০২৫-এর উদ্বোধন করে পর্য্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। পর্য্যটন দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পর্য্যটনমন্ত্রী আরও বলেন, নারিকেলকুঞ্জ এলাকায় ১৮৪টি পরিবার মোট ২৮৭ হেক্টর এলাকায় আমবাগান করে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়েছে। সেখানে ১৪টি বিদেশি জাতের আমের পাশাপাশি দেশীয় আমেরও চাষ করা হচ্ছে। আগামীদিনে নারিকেলকুঞ্জে আমবাগান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে নানা পরিকল্পা গ্রহণ করা হবে। পর্য্যটনমন্ত্রী বলেন, গতবছর আয়োজিত ট্যুরিজম প্রোমো ফেস্টের পর রাজ্যে দেশ বিদেশের পর্য্যটকদের আগমন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ফলে পর্য্যটনকে ভিত্তি করে আয়েরও বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পর্য্যটন শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে নারিকেলকুঞ্জ এলাকায় ৫০টি হোমস্টেও চালু করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিধায়ক নন্দিতা রিয়াং, পর্য্যটন দপ্তরের সচিব ইউ. কে. চাকমা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, এম.ডি.সি. ভূমিকানন্দ রিয়াং, টি.টি.এ.এ.ডি.সি.-র কার্যনির্বাহী সদস্য রাজেশ ত্রিপুরা, ধলাই জেলার জেলাশাসক সাজু বাহিদ এ, পর্য্যটন দপ্তরের অধিকর্তা প্রশান্ত বাদল নেগি, গন্ডাছড়ার মহকুমা শাসক চন্দ্রজয় রিয়াং প্রমুখ। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে স্থানীয় আমচাষিগণ বিভিন্ন রকমারি আমের সম্ভার নিয়ে স্টল খোলেন। পর্য্যটনমন্ত্রী সহ অতিথিগণ স্টলগুলি পরিদর্শন করেন এবং আমচাষিদের সাথে মতবিনিময় করেন।

ব্যবসায়ীদের হাতে আটক চোর

আগরতলা, ২৮ জুন : কাঞ্চনমালা বাজার ব্যবসায়ীদের হাতে আটক হয়েছে এক কুখ্যাত রাবার চোর। অভিযুক্ত চোর একাধিক চুরির ঘটনার সাথে যুক্ত রয়েছে। তাই অভিযুক্ত চোরের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন বাজার ব্যবসায়ীরা। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, শুক্রবার কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত সেকেরকোট এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে রাবার সিট চুরি করে নিয়ে যায় বিশালগড় বাইদ্যাদিঘি এলাকার সাগর সিনহা নামে একটা যুবক। অভিযুক্ত চোর রাবার সিটগুলি কাঞ্চনমালা বাজার সংলগ্ন একটি দোকানে সেই রাবার সিটগুলি বিক্রি করে দেয়। এদিকে, রাবারের মালিক খোঁজখবর নিয়ে শনিবার বিকালে স্থানীয় কাঞ্চনমালা বাজার ব্যবসায়ীদের সহযোগীতায় অভিযুক্ত রাবার চোরকে বাজার থেকে আটক করে। পরবর্তী সময়ে বাজার ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে খবর দেওয়া হয় আমতলী থানায়। খবর পেয়ে আমতলী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে গিয়ে অভিযুক্ত রাবার চোর সাগর সিনহাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এদিন সাংবাদিকদের সামনে রাবারের প্রকৃত মালিক জানিয়েছেন, সাগর সিনহার বাড়ি বিশালগড় বাইদ্যাদিঘী এলাকায়। রাবার মালিক আরো জানিয়েছেন অভিযুক্ত চোর সাগর সিনহা আরো একাধিক চুরির ঘটনার সাথে যুক্ত।

আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক স্বাস্থ্য শিবির এবং দন্ত চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন

আগরতলা, ২৮ জুন: শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক স্বাস্থ্য শিবির এবং দন্ত চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন দু চিকিৎসক ডাঃ রণবীর রায়, ডাঃ দীপ দত্ত এবং ডাঃ সান্তনু দাশগুপ্ত। এছাড়াও জেনারেল মেডিসিনের জন্য উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার কনক চৌধুরী। এদিন শিবিরে উপস্থিত চিকিৎসকদের উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানান আগরতলা প্রেস ক্লাবের সহ সভাপতি চিত্রা রায়, যুগ্ম সম্পাদক অভিষেক দে , কমল চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ রঞ্জন রায়, কার্যকরী সদস্য অভিষেক দেববর্মা , মিহির লাল সরকার। সহ সভাপতি চিত্রা রায় বলেন, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সদস্য এবং তাদের পরিবারের জন্য আজকের দন্ত চিকিৎসা শিবির এবং স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। সারা বছরই আগরতলা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে নানা ধরনের কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।

সাংবাদিকরা যাতে সুস্থ থাকেন তার জন্য এ ধরনের শিবির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগামী দিনও এ ধরনের শিবির অব্যাহত রাখবে আগরতলা প্রেস ক্লাব। এদিনের শিবিরে রক্ত পরীক্ষাও বিনামূল্যে করানো হয়। স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত হয়ে চিকিৎসকদের ও সাংবাদিকদের সথে সৌজন্য বিনিময় করেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার। মোট ৬৫ জন সাংবাদিক আজকে উপস্থিত ছিলেন এই স্বাস্থ্য শিবিরে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas